وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-١٠٣)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (المستدرك للحاكم-٣١٨)

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

মাসিক আল-ইতিছাম

الاعتصام

আবূ হুরায়রা ﵁ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি আমলের ছওয়াব বন্ধ হয় না। ১. ছাদাক্বা জারিয়া। ২. এমন জ্ঞান যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়। ৩. নেক সন্তান যে তার জন্য দু‘আ করে’ (ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৩১)।

● ৭ম বর্ষ ● ২য় সংখ্যা ● ডিসেম্বর ২০২২

Web : www.al-itisam.com

مجلة "الاعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلى الاعتصام بالكتاب والسنة.
السنة: ٧٠، جمادى الأولى و جمادى الثانية ١٤٤٤ هـ / ديسمبر ٢٠٢٢ م العدد: ٢، الجزء: ٧٤
تصدر عن الجامعة السلفية بنغلاديش
رئيس التحرير: فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن يوسف
التحرير و التنسيق: لجنة البحوث العلمية لمجلة الاعتصام

Monthly AL-ITISAM
Chief Editor : **SHEIKH ABDUR RAZZAK BIN YOUSUF**
Overall Editing : **AL-ITISAM RESEARCH BOARD**
Published By : AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH, NARAYANGONJ AND RAJSHAHI, BANGLADESH.
Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM, Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi;
Tuba Pustakalay, Nawdapara (Amchattar), P.O. Sapura, Rajshahi-6203
Mobile : 01407-021838, 01407-021839, 01407-021840 E-mail : monthlyalitisam@gmail.com

প্রচ্ছদ পরিচিতি

একাডেমিক ভবন, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী: দৃষ্টিনন্দন একাডেমিক ভবনটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় ২০২১ সালে। সুপ্রসস্থ শ্রেনিকক্ষ, ক্যাফেটেরিয়া, আধুনিক হলরুম, শিক্ষক-ছাত্র সাংস্কৃতিক মঞ্চ, নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থাসহ যাবতীয় আধুনিক সুবিধা সংবলিত ভবনটির কাজ চলমান রয়েছে। পর্যাপ্ত আলো-বাতাস চলাচলের উপযোগী করে নির্মিত এই ভবনটিতে একসাথে ৩ হাজার শিক্ষার্থী পাঠদানের সুযোগ রয়েছে।

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

হিজরী ১৪৪৪ || ঈসায়ী ২০২২ || বঙ্গীয় ১৪২৯

ঈসায়ী মাস	হিজরী মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১ ডিসেম্বর	০৬ জুমাদাল উলা	বৃহস্পতিবার	০৫.০৪	০৬.২৪	১১.৪৭	০২.৫০	০৫.১১	০৬.৩০
০৫ ,,	১০ ,,	সোমবার	০৫.০৭	০৬.২৬	১১.৪৯	০২.৫১	০৫.১২	০৬.৩১
১০ ,,	১৫ ,,	শনিবার	০৫.১০	০৬.৩০	১১.৫১	০২.৫২	০৫.১৩	০৬.৩৩
১৫ ,,	২০ ,,	বৃহস্পতিবার	০৫.১২	০৬.৩৩	১১.৫৩	০২.৫৪	০৫.১৪	০৬.৩৪
২০ ,,	২৫ ,,	মঙ্গলবার	০৫.১৫	০৬.৩৫	১১.৫৬	০২.৫৬	০৫.১৬	০৬.৩৭
২৫ ,,	০১ জুমাদাল আখেরাহ	রবিবার	০৫.১৮	০৬.৩৮	১১.৫৮	০২.৫৮	০৫.১৯	০৬.৩৯

সূত্র : মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Science, Karachi

জেলাভিত্তিক সময়সূচির পরিবর্তন

ঢাকা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
গাজীপুর	০	০	০
নারায়ণগঞ্জ	০	-১	০
নরসিংদী	-১	-১	-১
কিশোরগঞ্জ	০	-১	-৩
টাঙ্গাইল	+২	+২	+১
ফরিদপুর	+২	+২	+৩
রাজবাড়ী	+৩	+২	+৩
মুন্সিগঞ্জ	-১	-১	০
গোপালগঞ্জ	+২	+১	+৪
মাদারীপুর	০	-১	+২
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+১
শরিয়তপুর	০	-১	+১

ময়মনসিংহ বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
ময়মনসিংহ	+১	+১	-২
শেরপুর	+২	+৩	০
জামালপুর	+৪	+৩	০
নেত্রকোনা	০	০	-৩

চট্টগ্রাম বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
চট্টগ্রাম	-৭	-৯	-৩
কক্সবাজার	-৯	-১১	-২
খাগড়াছড়ি	-৭	-৯	-৪
রাঙ্গামাটি	-৮	-১০	-৪
বান্দরবান	-৯	-১১	-৪
কুমিল্লা	-৩	-৪	-২
নোয়াখালী	-৪	-৫	-১
লক্ষীপুর	-৩	-৪	০
চাঁদপুর	-২	-২	০
ফেনী	-৫	-৬	-২
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-২	-৩	-৩

সিলেট বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
সিলেট	-৪	-৪	-৮
সুনামগঞ্জ	-২	-২	-৬
মৌলভীবাজার	-৪	-৪	-৬
হবিগঞ্জ	-৩	-৩	-৫

রাজশাহী বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রাজশাহী	+৭	+৮	+৬
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+১০	+৯	+৮
নাটোর	+৭	+৬	+৫
পাবনা	+৫	+৪	+৪
সিরাজগঞ্জ	+৪	+৫	+২
বগুড়া	+৬	+৫	+৩
নওগাঁ	+৭	+৭	+৪
জয়পুরহাট	+৭	+৭	+৩

রংপুর বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রংপুর	+৭	+৭	+১
দিনাজপুর	+১০	+১০	+৪
গাইবান্ধা	+৬	+৬	+১
কুড়িগ্রাম	+৬	+৬	০
লালমনিরহাট	+৭	+৭	০
নীলফামারী	+৯	+৯	+৩
পঞ্চগড়	+১১	+১১	+৪
ঠাকুরগাঁও	+১১	+১১	+৪

খুলনা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
খুলনা	+২	+১	+৫
বাগেরহাট	+১	০	+৫
সাতক্ষীরা	+৪	+৩	+৭
যশোর	+৪	+৩	+৬
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৫	+৭
ঝিনাইদহ	+৫	+৪	+৬
কুষ্টিয়া	+৬	+৫	+৫
মেহেরপুর	+৭	+৬	+৮
মাগুরা	+৪	+৩	+৫
নড়াইল	+৩	+২	+৫

বরিশাল বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
বরিশাল	-১	-২	+২
পটুয়াখালী	-১	-৩	+৩
পিরোজপুর	০	-১	+৪
ঝালকাঠি	০	-২	+৩
ভোলা	-২	-৩	+১
বরগুনা	-১	-২	+৪

৭ম বর্ষ
২য় সংখ্যা
ডিসেম্বর ২০২২
অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪২৯
জুমা: উলা-জুমা: আখেরাহ
১৪৪৪

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মাসিক আল-ইতিছাম

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

প্রধান সম্পাদক

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

সার্বিক সম্পাদনায়

আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ

সার্বিক যোগাযোগ

মাসিক আল-ইতিছাম

■ **প্রধান সম্পাদক,**
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী;
তুবা পুস্তকালয়, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩

■ সম্পাদনা বিভাগ : ০১৪০৭-০২১৮৩৮

■ ব্যবস্থাপনা বিভাগ : ০১৪০৭-০২১৮৩৯

■ সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪০

■ ফাতাওয়া হটলাইন : ০১৪০৭-০২১৮৪২ (সকাল ৮:০০মি. থেকে সকাল ১০:০০মি.)

■ ই-মেইল : monthlyalitisam@gmail.com

■ ওয়েবসাইট : www.al-itisam.com

■ ফেসবুক পেজ : facebook.com/alitisam2016

■ ইউটিউব : youtube.com/c/alitisamtv

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

■ জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ :
০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮ , ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯

■ জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী :
০১৪০৭-০২১৮২২

■ জামি'আহর উভয় শাখার জন্য :
০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ , ০১৭১৭-৯৪৩১৯৬

■ জামি'আহর সার্বিক কাজে সহযোগিতা করতে :
বিকাশ পারসোনাল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭
বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭

হাদিয়া

৩০/- (ত্রিশ টাকা) মাত্র

বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা	ষাণ্মাসিক	বাৎসরিক
সাধারণ ডাক	২২৫/-	৪৫০/-
কুরিয়ার সার্ভিস	৪০০/-	৮০০/-

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ কর্তৃক প্রকাশিত এবং আল-ইতিছাম প্রিন্টিং প্রেস, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

◈ **সম্পাদকীয়** ০২

◈ **দারসে হাদীছ**
দ্বীনের উপর অবিচল থাকার গুরুত্ব ও তাৎপর্য ০৩
-মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

◈ **প্রবন্ধ**
» আল্লাহর দিকে দাওয়াত : দলীয় মোড়কে নাকি পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে? (পর্ব-৭) ০৭
মূল : আলী ইবনে হাসান আল-হালাবী আল-আছারী
অনুবাদ : আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী
» আল-কুরআনে প্রাণিবিজ্ঞানের ধারণা ০৯
-ড. মোহাম্মদ হেদায়াত উল্লাহ
» অহির বাস্তবতা বিশ্লেষণ-১৩তম পর্ব (মিন্নাতুল বারী-২০তম পর্ব) ১১
-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক
» মুসলিম উম্মাহর কাছে থার্টিফার্স্ট নাইট কেন বর্জনীয় ১৫
-মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন
» খাদীজা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)-কে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর বিয়ের কারণ ১৭
-সাঈদুর রহমান
» হাদীছে বর্ণিত রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর প্রিয় খাবারগুলো ২০
-আব্দুল্লাহ আল-আমিন
» 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনির গুরুত্ব ও তাৎপর্য : একটি পর্যালোচনা ২৩
-মো. হাসিম আলী
» বৈচিত্র্যময় শীত ২৫
-মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ

◈ **হারামাইনের মিম্বার থেকে**
» সৎকর্মশীলদের গুণকীর্তন করার আদব ও ফযীলত ২৭
-আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ

◈ **তরুণ প্রতিভা**
» বক্তৃতাও একটি আর্ট *-সাব্বির আহমাদ* ৩১

◈ **সাময়িক প্রসঙ্গ**
» বিশ্বকাপ ফুটবল এবং আমাদের ঈমান-আক্বীদা ৩৩
-সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী

◈ **দিশারী**
» যৌবনের ইবাদত *-জাবির হোসেন* ৩৫

◈ **শিক্ষার্থীদের পাতা** ৩৭
» মনীষী পরিচিতি-৪ : সাইয়্যেদ মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী (রাহিমাহুল্লাহ)
-আল-ইতিছাম ডেস্ক

◈ **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান** ৩৯
» আসক্তির বেড়াজালে *-আব্দুর রাযযাক বিন মাসির*

◈ **কবিতা** ৪০

◈ **সংবাদ** ৪১

◈ **সওয়াল-জওয়াব** ৪৩

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব এবং...!?

বাংলার প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক সৌন্দর্যের প্রতি বিদেশীদের প্রবল আকর্ষণ ছিল। এ ভূখণ্ডে গচ্ছিত প্রাকৃতিক ধন-সম্পদ ও ভৌগোলিক সুবিধার প্রতি তাদের লোলুপ দৃষ্টি সর্বদা বদ্ধমূল ছিল। এর প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ ও ভৌগোলিক ক্ষমতা ব্যবহারের চেষ্টা অব্যাহত আছে। অর্থ সহায়তার নামে ঋণের বোঝা চাপিয়ে পরমুখাপেক্ষী করে রাখার চেষ্টাও চলছে। একান্ত অনুগত ব্যক্তিকে ক্ষমতার মসনদে বসিয়ে অর্থ-সম্পদ আহরণ কিংবা ভৌগোলিক সুবিধা অর্জন প্রভাবশালী রাষ্ট্রগুলোর প্রকাশিত গোপন উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'নিশ্চিতই মানুষ ধন-সম্পদের ভালোবাসায় মত্ত' *(আল-আদিয়াত, ১০০/৮)*।

প্রভাবশালী দেশগুলো অর্থনৈতিক সুবিধা ও কৌশলগত ভৌগোলিক ক্ষমতা প্রয়োগের উদ্দেশ্যে এমনটি করে থাকে। এইভাবে দক্ষিণ এশিয়ার উপর একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রয়োগের চেষ্টা অব্যাহত আছে। পূর্বে শাসকগোষ্ঠী যখন কোনো দেশের ওপর ক্ষমতা অথবা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার করার চিন্তাভাবনা করত তখন তার প্রতিনিধিকে সংশ্লিষ্ট দেশের ক্ষমতায় বসিয়ে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুবিধা লাভ করত। তারা কর্তৃত্ব ধরে রাখার জন্য সব ধরনের চেষ্টা অব্যাহত রাখত। বর্তমানে অবৈধ প্রভাব খাটানোর উদ্দেশ্যে নিজস্ব প্রতিনিধি না পাঠিয়ে অনুগত ব্যক্তিকে ক্ষমতার মসনদে বসানো হয়।

অমুসলিম শাসকদের মাথায় একটাই উদ্দেশ্য থাকে যে, মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্রগুলোকে তাদের পদানত করে রাখা। আর্থিকভাবে দুর্বল করে আজ্ঞাবহ ব্যক্তিকে ক্ষমতার মসনদে বসানো। যাতে তারা ভৌগোলিকসহ আর্থিকভাবে কোনো মুসলিম রাষ্ট্রের হামলা কিংবা হুমকির শিকার না হয়। আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশ এইরকম বৈরী আচরণের শিকার বারবার হয়ে আসছে। ইসলাম ফোবিয়া তথা অহেতুক জঙ্গি হামলার ধোঁয়া তুলে ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর উপর সামরিক হামলা চালিয়ে রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক কাঠামোকে ধ্বংস করে দেওয়া। আর্থিকভাবে পরনির্ভরশীল করে নিজ উদ্দেশ্য হাছিলের উৎস হিসেবে ব্যবহার করা। তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ বলেছেন, 'হে মুমিণগণ! তোমরা ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ যালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না' *(আল-মায়েদা, ৫/৫১)*।

ইসলামের আধিপত্য ও ক্ষমতা সম্পর্কে তাদের প্রচণ্ড ভয়। তারা যেকোনো সময় ইসলাম কর্তৃক আক্রান্ত অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কায় আতঙ্কিত থাকে। বিভিন্ন অমুসলিম দেশ ইসলামিক স্কলারদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছে। তাদের ওয়ায, নছীহত, বক্তব্য ও বিবৃতির প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ইসলামিক টিভি চ্যানেল ও প্রচার মাধ্যমকে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। যাতে করে ইসলামের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কোনো অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ না করে। ইসলামের প্রচার ও প্রসারকে বাধাগ্রস্ত করার সব ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'বস্তুত যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, তাদেরকে আপনি দেখবেন, দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে। তারা বলে, আমরা আশঙ্কা করি, পাছে না আমরা কোনো দুর্ঘটনায় পতিত হই। অতএব, সেদিন দূরে নয়, যেদিন আল্লাহ তাআলা বিজয় প্রকাশ করবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশ দেবেন- ফলে তারা স্বীয় গোপন মনোভাবের জন্যে অনুতপ্ত হবে' *(আল-মায়েদা, ৫/৫২)*।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ক্ষমতাধর দেশগুলো বাংলাদেশে বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন করে চলেছে। দীর্ঘমেয়াদী ঋণের শর্তে এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তারা চট্টগ্রামসহ পাহাড়ি অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য নানামুখী প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট তথা কেএনএফ বান্দরবান ও রাঙ্গামাটির অন্তত ছয়টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করছে। তারা বিশেষ উদ্দেশ্যে এই ফ্রন্ট গঠন করেছে। রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়ি, বরকল, জোড়াছড়ি ও বিলাইছড়ি এবং বান্দরবানের রোয়াংছড়ি, রুমা, থানচি, লামা ও অলীকদম এলাকাগুলোর সমন্বয়ে পৃথক রাজ্যের দাবিতে তাদের উত্থান। জনসংহতি সমিতির প্রচার বিভাগের সদস্য দ্বীপায়ন খীসা বলেছেন, পাহাড়ের বিশেষ প্রভাবশালী মহল কেএনএফ-কে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছে। এই প্রভাবশালী মহলটির পেছনে থেকে কলকাঠি নড়ানো হচ্ছে। উক্ত দেশগুলোকে উল্লেখিত প্রভাবশালী মহলের মদদদাতা বলা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না, তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোনো ত্রুটি করে না- তোমরা কষ্টে থাক, তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতাপ্রসূত বিদ্বেষ তাদের মুখেই ফুটে বেরোয়। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে, তা আরো অনেকগুণ বেশি জঘন্য। তোমাদের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করে দেওয়া হলো, যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ হও' *(আলে ইমরান, ৩/১১৮)*।

দেশের সার্বভৌমত্ব স্বাধীনতা যেন বিপন্ন না হয় সেদিকে প্রত্যেকের সজাগ থাকতে হবে। দেশের ভূখণ্ড যেন বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হস্তগত না হয় তার প্রতি নজর রাখতে হবে। দেশের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও হৃদয়ের টান থকতে হবে। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য একযোগে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। আল্লাহ আমাদের ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বর্ণিত হাদীছ আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'দু'ধরনের চক্ষুকে আগুন কখনোই স্পর্শ করবে না। একটি চক্ষু যে আল্লাহ তাআলার ভয়ে ক্রন্দন করে। আরেকটি ঐ চক্ষু যে দেশের সীমান্তে প্রহরারত অবস্থায় রাত যাপন করে' *(তিরমিযী, হা/১৬৩৯)* অনুযায়ী আমল করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

দ্বীনের উপর অবিচল থাকার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

-মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল*

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ ﷺ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَكَ قَالَ قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ.

সরল অনুবাদ : সুফিয়ান ইবনু আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বললেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ইসলামের এমন আমল সম্পর্কে বলুন যা সম্পর্কে আপনি ছাড়া আর কাউকেও জিজ্ঞেস করব না। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'বলো, আমি আল্লাহর উপর ঈমান আনলাম। অতঃপর এর উপর অটল থাকো'।[১]

ব্যাখ্যা : হে মানবমণ্ডলী! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তাঁর আনুগত্য করো, তাঁর সম্পর্কে সর্বদা জাগ্রত থাকো এবং তাঁর অবাধ্য হয়ো না। জেনে রেখো! নিশ্চয় তোমরা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে। তিনি তোমাদের সৎকর্মের প্রতিদান দেবেন এবং অবাধ্যতার শাস্তি প্রদান করবেন। সুতরাং পরকালে পাথেয় সংগ্রহের অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাও। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾ 'তোমরা যে ভালো কাজ কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত। আর তোমরা পাথেয় সংগ্রহ করো। কেননা সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে তাক্বওয়া। হে জ্ঞানীগণ! তোমরা আমাকে ভয় করো' *(আল-বাক্বারা, ২/১৯৭)*।

ইস্তিক্বামাত হচ্ছে একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। দুনিয়া ও পরকালীন জীবনের সকল কল্যাণ এর অন্তর্ভুক্ত। এটি হলো সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ আমল। সর্বোচ্চ মর্যাদা ও অফুরন্ত পরকালীন প্রতিদান নিশ্চিত হয়। ঈমানের পূর্ণতা সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে যায়। পুনরুত্থান দিবস নিরাপত্তা অর্জিত হয়। কল্যাণ ও বরকত ব্যাপকতা লাভ করে। ব্যক্তি ও সমাজ জীবন সৌভাগ্যময় হয়ে উঠে। আল্লাহর পথে প্রত্যাবর্তন প্রত্যাশীদের যে সমস্ত গুণাবলি থাকা প্রয়োজন তার মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠতম। এর দ্বারা একজন মানুষ কারামত তথা অলৌকিকত্ব অর্জন করে, মর্যাদার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে যায়, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসে একনিষ্ঠতা সৃষ্টি হয়। মোদ্দাকথা, আল্লাহর নৈকট্য লাভের সকল পথ এর অন্তর্ভুক্ত।

ইস্তিক্বামাত হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য ও হারাম বর্জনের মাধ্যমে দ্বীনে ইসলামের অনুসরণ করা, জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে ছিরাতে মুস্তাক্বীমকে আঁকড়ে ধরা, আল্লাহ আদিষ্ট সকল বিষয়কে তাঁর সামনে পালন করা, কথায় ও কাজে সত্যকে চরমভাবে আঁকড়ে ধরা এবং অঙ্গীকার ও চুক্তি বাস্তবায়ন করা। ইসলাম হলো স্রেফ এক আল্লাহকে বিশ্বাস করা আর ইস্তিক্বামাত হলো কোনো পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও বিয়োজন ব্যতীত নিম্নোল্লিখিত আয়াতের সীমার মধ্যে থেকে আল্লাহর পদ্ধতি ও শরীআত অনুযায়ী জীবনযাপন করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ - أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ 'নিশ্চয় যারা বলে আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক অতঃপর এর উপর অটল থাকে; তাদের ভীত ও চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। তারাই জান্নাতের অধিবাসী, তারা যে আমল করত তার প্রতিদানস্বরূপ তারা সেখানে স্থায়ী থাকবে' *(আল-আহক্বাফ, ৪৬/১৩-১৪)*।

আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ইস্তিক্বামাতের উপরে তারাই অটল আছে যারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে না এবং অন্য কোনো স্রষ্টার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। অতঃপর 'আল্লাহ তাদের রব' এ কথার উপর অটল থাকে।[২] হাসান বাছরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তারা আল্লাহর নির্দেশের উপর অবিচল ছিল তথা তারা আল্লাহর আনুগত্য করেছে এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে বিরত থেকেছে।[৩] উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ইস্তিক্বামাত হচ্ছে, তুমি আল্লাহর আদেশ-নিষেধের উপর নিজেকে অবিচল রাখো আর শিয়ালের মতো বিশ্বাসঘাতকতা করো না।[৪] এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, যারা মুস্তাক্বীম তারা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইস্তিক্বামাত তথা অবিচলতাকে শক্তভাবে ধারণ করে এবং সময় ও অসময়ে কথায় ও কাজের পরিবর্তন ঘটায় না। এজন্যই শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ইস্তিক্বামাত অবলম্বন করাই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ কারামাত।[৫]

ইসলামে পূর্ণতা অর্জনের যে দুইটি মূলনীতি আছে তার আলোকে জীবনযাপন করাই হলো ইস্তিক্বামাত। একটি হচ্ছে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা আর অপরটি হচ্ছে এর

* প্রভাষক (আরবি), বরিশাল সরকারি মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, বরিশাল।

১. ছহীহ মুসলিম, হা/৩৮; মিশকাত, হা/১৪।

২. মাদারিজুস সালিকীন, ২/১০৪; বাসাইরু যাবীত তামঈজ, ৪/৩১২।

৩. মাদারিজুস সালিকীন, ২/১০৯।

৪. মাদারিজুস সালিকীন, ২/১০৯।

৫. মাদারিজুস সালিকীন, ২/১০৩।

উপর অবিচল থাকা। সুতরাং ঈমান হলো সত্যকে জানা, সেই অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। আল্লাহর রুবূবিয়্যাত ও উলূহিয়্যাত সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। প্রজ্ঞাময় প্রতিপালক ও পরিচালনাকারী উপাস্য হিসেবে তাঁকে গ্রহণ করা। আদেশ ও নিষেধ তথা সর্বাবস্থায় একমাত্র ক্ষমতাধর সত্তা হিসেবে তাঁকে বিশ্বাস করা। এমন বিশ্বাস স্থাপন করা যে, তাঁর ভীতি ও পর্যবেক্ষণের শাসন হৃদয়ে ধারণ করা। তাঁর মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বকে অন্তরে লালন করা। তাঁর প্রতি গভীর ভালোবাসা পোষণ করা। তাঁর উপর পূর্ণমাত্রায় ভরসা রাখা। তাঁকে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির উৎস মনে করা। তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তনের জন্য উৎসুক হয়ে থাকা। প্রার্থনার একমাত্র উৎস হিসেবে তাঁকে গ্রহণ করা। ইচ্ছা বা সংকল্পকে তাঁর জন্য একনিষ্ঠ করা। শিরককে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা এবং আল্লাহ ব্যতীত কারো প্রভুত্ব স্বীকার না করা। আর ইস্তিক্বামাত হলো সীমালঙ্ঘন ও সংকোচন ব্যতীত উক্ত বিশ্বাসের উপর অটল থাকাই। যখন কোনো বান্দা এটি করতে সক্ষম হবে, তখন তার আচার-আচরণে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হবে। মনে প্রশান্তি, হৃদয় সজীবতা এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নৈকট্য অর্জিত হবে।

আবূ বকর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-কে ইস্তিক্বামাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আল্লাহর সাথে শিরক না করলেই ইস্তিক্বামাতের উপর অটল থাকা যায়।[৬] তিনি বুঝাতে চেয়েছেন, ইস্তিক্বামাত হলো- শুধু আল্লাহ তাআলাকে এক মনে করা এবং তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। কিছু সালাফ বলেছেন, আল্লাহর আদেশের আলোকে জীবনযাপন করাই হচ্ছে ইস্তিক্বামাত, যদি তা না হয় তবে এখানে শয়তানের দুটি পথ রয়েছে। একটি হলো সীমালঙ্ঘন অপরটি হলো সংকোচন। কিন্তু আল্লাহর পথে প্রকৃত অটল ব্যক্তি শরীআতের বিষয়ে বাড়াবাড়ি বা সংকোচন নিয়ে অহেতুক ভাবে না।

এর মাধ্যমে একজন মুসলিম ঈমানের স্বাদ, হৃদয়ের প্রশান্তি, আত্মার সজীবতা ও অন্তরের প্রশস্ততা অর্জন করে। আল্লাহ বলেন, ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ ‘তোমরা কি লক্ষ করনি? আল্লাহ তাআলা যার হৃদয়কে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন সে তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রাপ্ত আলোকবর্তিকার ওপর থাকে। তবে ওদের জন্য ধ্বংস যাদের হৃদয় আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে থাকায় কঠোর হয়ে গেছে। এরাই হচ্ছে প্রকৃত পথভ্রষ্ট’ *(আয-যুমার, ৩৯/২২)*।

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ‘যে মৃত ছিল অতঃপর আমি তাকে জীবিত করলাম এবং তার জন্য আলোর ব্যবস্থা করলাম যা দিয়ে সে মানুষের মধ্যে পথ চলে। সে কি ওই ব্যক্তির মতো হতে পারে, যে অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকে এবং সেখান থেকে বের হতে পারে না। এমনইভাবে কাফেরদেরকে তাদের কৃতকর্ম সুশোভিত করে দেওয়া হয়’ *(আল-আনআম, ৬/১২২)*।

সৎকর্ম সম্পাদন, আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন, পরকালের জন্য পাথেয় সংগ্রহের চাইতে বড় আর কি ইস্তিক্বামাত হইতে পারে! আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের পর যদি উল্লেখিত আমল সম্পাদিত হয় তা কতই না চমৎকার! এটি হচ্ছে একনিষ্ঠ মুমিনের প্রকৃত অবস্থা। সে পূর্বে প্রেরিত আমলের মোহে প্রতারিত হয় না, সে আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া ব্যতীত অন্য কিছুর আশ্রায় গ্রহণ করে না। কারণ, সে জানে অবাধ্যতা ও দায়িত্বে অবহেলার বিচারে তার আমল খুবই নগণ্য। আল্লাহর নেয়ামত, তাঁর অনুগ্রহ, তাঁর ইহসান, তাঁর দোষত্রুটি গোপন ও তাঁর সাহায্যের তুলনায় তার আমল যতই হোক না কেন তা খুবই তুচ্ছ। তার সকল আমল আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ ও দয়ার ক্ষুদ্রাংশের সমতুল্য নয়। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মুত্তাক্বীদের নিকট থেকে তাদের আমল গ্রহণ করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ - وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ - وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ - وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ - أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴾ ‘যারা তাদের প্রতিপালকের ভয়ে প্রকম্পিত থাকে, যারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলিকে বিশ্বাস করে, যারা তাদের প্রতিপালকের সাথে শিরক করে না, যারা তাদেরকে যা দেওয়া হয়েছে তা থেকে ব্যয় করে; আল্লাহর ভয়ে তাদের হৃদয় ভীত থাকে, তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট ফিরে যায়; এরাই কল্যাণের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয় এবং তারাই অগ্রগামী হয়’ *(আল-মুমিনূন, ২৩/৫৭-৬১)*।

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের কাউকেও তার আমল মুক্তি দেবে না। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনার আমল কি আপনাকে মুক্তি দেবে না? আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমার আমলও আমাকে মুক্তি দেবে না। তবে আল্লাহ যদি তাঁর অনুগ্রহ ও দয়া দিয়ে আমাকে ঢেকে ফেলেন তবে সেটা ভিন্ন কথা। সুতরাং তোমরা ভালো কাজ করতে থাকো এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে প্রতিযোগিতা

৬. মাদারিজুস সালিকীন, ২/১০৪।

করো। সকাল, বিকাল ও রাতের কিছু অংশ ইবাদতে ব্যয় করো। আর মধ্যপন্থা অবলম্বন করো, সীমালঙ্ঘন করো না।[৭] এই কারণে আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর উম্মতকে এই বলে এরশাদ করেছেন, তোমরা ইস্তিক্বামাত অবলম্বন করো আর তোমাদের আমল গণনা করো না। ইবাদতে সঠিক পন্থা অবলম্বনই হচ্ছে প্রকৃত ইস্তিক্বামাত আর তা হচ্ছে কথা, কাজ ও উদ্দেশ্যে সঠিকতা অবলম্বন করা।[৮] এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, 'তোমরা আল্লাহর বিধানের উপর অটল থাকো এবং তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকো' *(আল-ফুছছিলাত, ৪১/৬)*। এটি হচ্ছে মানবীয় দুর্বলতা ও অসম্পূর্ণতার ফলে সংঘটিত অপরাধের ক্ষতিপূরণের সর্বোত্তম ইলাহী দিকনির্দেশনা।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে এবং ছাহাবায়ে কেরামকে ইস্তিক্বামাতের আদেশ করেছেন অথচ তারা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং এই উম্মতের উত্তম জনগোষ্ঠি।

আল্লাহ তাআলা বলছেন, ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ - وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ﴾ 'যেভাবে আদেশ দেওয়া হয়েছে সেভাবে তোমরা দৃঢ়তা অবলম্বন করো এবং যারা তোমার সাথে তওবা করেছে তারও। আর তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর সে সম্পর্কে তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। আর ওদের দ্বারস্থ হয়ো না যারা অবিচার করেছে। (যদি তোমরা তাদের দ্বারস্থ হও) তবে আগুন অবশ্যই তোমাদের স্পর্শ করবে। আর আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোনো অভিভাবক থাকবে না এবং তোমারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না' *(হূদ, ১১/১১২-১১৩)*। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর উপর সমগ্র কুরআনে যত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে তার মধ্যে এই আয়াতের চাইতে কঠিন এবং প্রভাববিস্তারকারী কোনো আয়াত অবতীর্ণ হয়নি।[৯] হাসান রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর আল্লাহর রাসূল ﷺ এমনভাবে ইবাদতে আত্মনিয়োগ করেন যে, তাঁকে আর কখনোই হাস্যোজ্জ্বল অবস্থায় দেখা যায়নি। যখন তাঁর শরীরে বার্ধক্যের ছাপ দ্রুত প্রতিফলিত হচ্ছিল তখন তিনি ছাহাবীদেরকে বলেছিলেন, সূরা হূদ ও তৎসমগোত্রীয় সূরা আমার চুলকে পাকিয়ে দিয়েছে। সূরা হূদে বর্ণিত আয়াত হলো, 'তোমাকে যেভাবে আদেশ করা হয়েছে সেইভাবে তোমার রবের আদেশ পালন করা এবং তোমার সঙ্গে যারা রয়েছে তারাও। আর সীমালঙ্ঘন করো না নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমরা যা কর সেই সম্পর্কে প্রত্যক্ষ দৃষ্টি রাখেন' *(হূদ, ১১/১১২-১১৩)*।[১০]

আল্লাহর রাসূল ﷺ পৃথিবীর উপর চলমান জীবন্ত কুরআন ছিলেন। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-কে তাঁর ﷺ চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, তার চরিত্র হলো আল-কুরআন, তোমরা কি কুরআন তেলাওয়াত কর না? কেননা কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ 'নিশ্চয়ই তুমি মহান চরিত্রের অধিকারী' *(আল-ক্বালাম, ৬৮/৪)*।[১১]

আল্লাহর রাসূল ﷺ নিজেকে আল্লাহর দ্বীনের উপর অটল রাখতে বেশি বেশি পড়েন, يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ 'হে আমার অন্তরের পরিবর্তনকারী! তুমি আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর অটল রাখো'।[১২]

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের জন্য একটা রেখা টানলেন অতঃপর বললেন, এটি হচ্ছে আল্লাহ রাস্তা। তারপর তার ডানে ও বামে আরও কতগুলো রেখা টানলেন অতঃপর বললেন, এগুলো বিভিন্ন রাস্তা। এই রাস্তাগুলোর প্রত্যেকটির মাথায় একজন করে শয়তান আছে, যে মানুষকে সেই পথে ডাকে। অতঃপর তিনি পাঠ করলেন, নিশ্চয়ই এটি হচ্ছে আমার সরল পথ। অতএব, তোমরা এই পথকে অনুসরণ করো। আর অন্যান্য পথের অনুসরণ করো না। তবে তোমরা আল্লাহ তাআলার পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে। এভাবে আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন যাতে তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে পার।[১৩]

আর এই সব পথ যার বর্ণনা আল্লাহর রাসূল ﷺ দিয়েছেন তার প্রত্যেকটির মাথায় একজন করে শয়তান থাকে। সে মানুষ শয়তান হতে পারে অথবা জিন শয়তান। সে নিজের দিকে মানুষকে ডাকতে থাকে। সে যে পথে ডাকে সে পথের পথিক এই যামানায় কত মানুষ! আল্লাহ তাদের সংখ্যা বেশি

৭. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪৬৩।
৮. ইবনু মাজাহ, হা/২৭৯; ত্বাবারানী, হা/৮১২৪।
৯. তাফসীরে ত্বাবারী, ১৫/৪৯৯।
১০. তিরমিযী, হা/৩২৯৭।
১১. আহমাদ, হা/২৫৮১৩।
১২. আহমাদ, হা/২৪৬০৪।
১৩. সূরা আল-আনআম, ৬/১৫৩; আহমাদ, হা/৪১৪২; দারেমী, হা/২০২; সুনানুল কুবরা, হা/১১১৭৪।

না করুন! যারা বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে ছিরাতে মুস্তাক্বীমের বিপরীতে মানুষকে ডাকতে থাকে। এই পথ থেকে দূরে থাকার উপকারিতাকে তারা খুবই আকর্ষণীয় করে প্রকাশ করে। তারা বক্র পথ অনুসরণের জন্য মানুষকে আহ্বান করে। পাপপূর্ণ পথের দিকে তারা মানুষকে আহ্বান করে। এরা সবাই জাহান্নামের দরজায় মানুষের আহ্বায়ক। যারা এদের ডাকে সাড়া দিবে তারা এদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। জেনে রাখুন! জাহান্নামকে প্রবৃত্তি দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। যারা এদের ডাকে সাড়া দেয় তাদের ঈমান কতই দুর্বল!

আল্লাহর বিধানের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত কোনো মুসলিম তাদেরকে ভয় পায় না, তাদের দ্বারস্থ হয় না ও তাদের নিকট জবাবদিহিতার প্রয়োজন অনুভব করে না। বরং তারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আদেশ অনুযায়ী জীবনযাপন করে। জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে একমাত্র ফয়সালাকারী হিসেবে মনে করে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সুন্নাতকে শক্তভাবে ধারণ করে। সন্দেহপ্রবণতা, প্রবৃত্তি ও কামনার ছড়াছড়ির যুগে তারা কুরআন ও হাদীছকে শক্তভাবে ধারণ করে। মানুষ যখন অবক্ষয়ে নিমজ্জিত তখন তারা সংশোধনের পথ অবলম্বন করে। মানুষ যা ধ্বংস বা নষ্ট করে তারা তা ঠিক করে। মানুষ যখন প্রবৃত্তি, প্রতারণা ও অশ্লীলতার জালে আবদ্ধ তখন তারা আগুনের জ্বলন্ত কয়লা হাতে নিয়ে দৃপ্তকণ্ঠে সম্মুখপানে এগিয়ে চলে। তখনই আল্লাহর বিধানের উপর অটল থাকার সুফল পাওয়া যায়। মর্যাদার বিচারে ইস্তিক্বামাতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।

আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'মানুষের নিকট এমন একটা সময় আসবে যখন দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এতটাই কঠিন হবে, যেমন জ্বলন্ত আগুনের কয়লা হাতে ধারণ করা কষ্টকর হবে'।[১৪] ছাওবান (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা সত্যের উপর বিজয়ী থাকবে, যারা তাদের অপমানিত করার চেষ্টা করবে তারা তাদের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। এমনকি এভাবে ক্বিয়ামতের সময় এসে যাবে, আর তারা সেই অবস্থাই থাকবে'।[১৫] তামীমদারী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি ইসলামী দাওয়াহ অবশ্যই ওইভাবে পরিপূর্ণতা অর্জন করবে যেভাবে রাতের পর দিন আসে। আল্লাহ তাআলা মাটি এবং পশমের এমন কোনো বাসা অবশিষ্ট রাখবেন না কিন্তু তিনি সে বাসায় এই দ্বীনের প্রবেশ ঘটাবেন। সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্মান প্রদান করে অথবা অপমানিত ব্যক্তিকে অপমান করে। ইসলাম গ্রহণের কারণে সে সম্মানিত হবে অথবা ইসলাম বর্জনের কারণে অপমানিত হবে'।[১৬]

প্রবৃত্তির অনুসরণ, মনের দাসত্ব, স্বেচ্ছাচারিতার আধিপত্য এবং আনুগত্যের যুদ্ধে দ্বীনের উপর সাফল্য, বিজয়, পৌরুষত্ব ও দৃঢ়তা অর্জনকে ইস্তিক্বামাত বলে। কাজেই যারা দ্বীনের উপর অটল থাকবে পার্থিব জীবনে তাদের ওপর রহমতের ফেরেশতা অবশ্যই অবতীর্ণ হবে। তাদের অপমানিত বা ভীত হওয়ার কোনো কারণ থাকবে না। তারা জান্নাতপ্রাপ্তির শুভ সংবাদ লাভ করবে। দুনিয়া ও আখেরাতের বিবেচনায় তাদের অবস্থান পরিষ্কার হয়ে যাবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ - نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ - نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ﴾ 'নিশ্চয়ই যারা বলে আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক অতঃপর এর উপর অটল থাকে, তাদের ওপর রহমতের ফেরেশতামণ্ডলী অবতীর্ণ হয়ে বলে তোমরা ভয় পেয়ো না, চিন্তিত হয়ো না আর জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো যার অঙ্গীকার তোমাদের সাথে করা হয়েছিল। দুনিয়া ও আখেরাতে আমরা তোমাদের অভিভাবক। সেখানে তোমাদের মন যা চাইবে এবং তোমরা যা আবেদন করবে তাই পাবে। এটি হচ্ছে ক্ষমাশীল, দয়ালু আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে অবতরণকৃত জান্নাতী খাবার' *(ফুছছিলাত, ৪১/৩০-৩২)*।

আমাদের উচিত আল্লাহর আদেশানুযায়ী ইসলামী শরীআতের উপর অটল থাকা, দৃঢ়তার পথ অবলম্বন করা ও সীমালঙ্ঘন না করা। সর্বদা ইস্তিক্বামাতের পথ অবলম্বন করা আর তাদের পথ অনুসরণ না করে যারা জানে না। অতঃপর আমরা যেন আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই ও তওবা করি। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু। আল্লাহ আমাদের সকলকে ইস্তিক্বামাতের পথ অবলম্বন করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

১৪. ছহীহ বুখারী, হা/৩২৯; তিরমিযী, হা/২২৬০।

১৫. ছহীহ মুসলিম, হা/১৯২৩।

১৬. আহমাদ, হা/১৬৯৯৮।

আল্লাহর দিকে দাওয়াত : দলীয় মোড়কে নাকি পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে?

মূল : আলী ইবনে হাসান আল-হালাবী আল-আছারী
*অনুবাদ : আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী**

(পর্ব-৭)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বিভক্তির চিত্র

‘যে কোনো সমাজে বিভক্তি মানেই হচ্ছে, সেখানে এমন কিছু যৌথ বিষয় থাকা, যেসব ব্যাপারে বিপরীতমুখী ও মতভেদপূর্ণ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও মতভেদ পাওয়া যায়। দৃষ্টিভঙ্গি ও মতভেদগুলো এতো জটিল পর্যায়ে পৌঁছে যে, একট সন্তোষজনক পয়েন্টে সকলের একমত হওয়া সম্ভব হয় না। বরং একদল যাকে ভালো মনে করে, অপর দল সেটাকেই খারাপ মনে করে। একদল যাকে সৌভাগ্যের মনে করে, অপর দল সেটাকেই দুর্ভাগ্যের মনে করে।

এরপর খুব স্বাভাবিক একটি জ্ঞাত বিষয় হচ্ছে, এই ধরনের বিবাদমান বিষয়গুলো সাধারণত ঠুনকো কোনো বিষয় হয় না যে, সেগুলো সমাজের স্বল্প সংখ্যক মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বা সমাজের নির্দিষ্ট কোনো ক্ষুদ্র শ্রেণির জন্য গুরুত্বপূর্ণ; বরং এই ধরনের বিষয় সাধারণত বড় বিষয় হয়ে থাকে, যা সমাজের বেশির ভাগ মানুষের জ্য গুরুত্বপূর্ণ। সেগুলো এমন বিষয় হয়ে থাকে, যেগুলোকে অবজ্ঞা করার বা এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ থাকে না। বরং সেসব ব্যাপারে অংশগ্রহণ করা এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা অবধারিত হয়ে থাকে।

ব্যাপারটি থেকে দূরে সরে এখন ইসলামী পরিভাষার আলোকে বলতে চাই, বিভক্তি ঘটে থাকে হয় আক্বীদা ও মৌলিক বিষয়াবলিতে মতভেদের উপর ভিত্তি করে, না হয় আমল ও বিধিবিধানে মতভেদের উপর ভিত্তি করে, না হয় মানহাজ ও আচার-আচরণে মতভেদের উপর ভিত্তি করে।

আর ইসলামের প্রকৃতি সম্পর্কে যার ধারণা আছে, তিনি ভালো করেই জানেন যে, উপর্যুক্ত দিকগুলোর কোনোটাতে ইসলাম বিভক্তির সুযোগ রাখেনি। ইসলামের লম্বা ইতিহাসে এসব ইস্যুতে বিভক্তি দেখা যায়নি। **তবে কিছু জঘন্য পরিণতি পরিলক্ষিত হয়েছে, যা জাতিকে ছিন্নভিন্ন করে ছেড়েছে এবং লাঞ্ছনার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত করেছে। যা শত্রুদেরকে ইচ্ছেমতো মুসলিম উম্মাহর মান-সম্মান নিয়ে খেলা করার এবং তাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে নেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে।**

এসব ইস্যুতে ইসলাম বিভক্তির সুযোগ রাখেনি। কারণ ইসলাম পূর্ণাঙ্গ ও ব্যাপকভিত্তিক জীবনব্যবস্থার নাম। ফলে ইসলাম জীবনের এমন কোনো দিক ছাড়েনি, যেখানে পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনা বাতলে দেয়নি এবং এমন কোনো দিক ছাড়েনি, যে ব্যাপারে মুসলিমদেরকে অন্য চিন্তাচেতনা ও মতামতের সংঘাত থেকে অমুখাপেক্ষী রাখেনি’।[১]

অতএব, বলাই যায় যে, আমাদের সুমহান ইসলাম আমাদের জন্য ‘ইহকালীন পরকালীন যাবতীয় কল্যাণ নিয়ে এসেছে। ইসলাম মুসলিমদেরকে অন্য কারো মুখাপেক্ষী করেনি। তাহলে এ ধারণা কীভাবে চলতে পারে যে, পৃথিবীর সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ এ জীবনবিধান অসম্পূর্ণ, **যার জন্য বহিরাগত রাজনীতি লাগবে, যা একে পূর্ণতা দেবে** অথবা বহিরাগত কোনো ক্বিয়াস বা রূপরেখা বা যুক্তি লাগবে?!

যে ব্যক্তি এমন ধারণা পোষণ করবে, সে ঠিক ঐ ব্যক্তির মতো, যে মনে করে যে, মানুষের অন্য আরেকজন রাসূল লাগবে!!

এসবকিছুর পেছনে কারণ হচ্ছে, রাসূল ﷺ যা নিয়ে এসেছেন, তা ব্যক্তির কাছে গোপন থাকা এবং সঠিক বুঝের অভাব, যে বুঝের তাওফীক্ব মহান আল্লাহ ছাহাবায়ে কেরামকে দিয়েছিলেন। ফলে তারা কেবল ততটুকুই যথেষ্ট মনে করেছিলেন, যতটুকু নবী ﷺ নিয়ে এসেছিলেন। তারা কেবল ততটুকু নিয়েই অন্য সবকিছু থেকে অমুখাপেক্ষী হয়েছিলেন। আর এই বুঝের মাধ্যমেই তারা মানুষের মন ও দেশ জয় করেছিলেন’।[২]

‘অতএব, দলাদলি থেকে সাবধান ও সতর্ক থাকুন, -আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন-। দলাদলির মন্দ প্রভাব চারিদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে এবং এর অকল্যাণ উদ্ভূত হচ্ছে। দলাদলি আসলে ড্রেনের মতো, যা ঘোলা ও ময়লা পানি জমা করে এবং অযথা সেগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়। তবে যার প্রতি আপনার রব রহম করেছেন, সে ব্যতীত। কেবল সে সেই নীতির উপর থাকতে পারে, যার উপর ছিলেন নবী ﷺ এবং তার ছাহাবীবর্গ’।[৩]

তাহলে হিযবিয়্যাহ বা দলাদলি অর্থ কী? কুরআনে কারীম শব্দটি কতগুলো অর্থে ব্যবহার করেছে? এর মনস্তাত্ত্বিক কী

---

* বি. এ. (অনার্স), উচ্চতর ডিপ্লোমা, এম. এ. এবং এম.ফিল., মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; অধ্যক্ষ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, আল-আহযাব আস-সিয়াসিয়্যাহ ফিল ইসলাম, পৃ. ১৯-২০।

২. ইবনুল ক্বাইয়িম, এ'লামুল মুওয়াক্কে'ঈন, ৪/৩৭৬।

৩. বাকর আবূ যায়েদ, হিলইয়াতু ত্বলিবিলি ইলম, পৃ. ৬৫।

প্রভাবই-বা রয়েছে?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : হিযবিয়্যাহ

কুরআনে হিযব (اَلْحِزْبُ) শব্দটি কয়েকভাবে এসেছে। অভিধানে এর নানান অর্থও রয়েছে। ফায়রূযাবাদী রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'হিযব এমন জামা'আত, যাদের মধ্যে রূঢ়তা রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, হিযব হচ্ছে- দল। আর 'আহযাব' (اَلْأَحْزَابُ) এমন কতগুলো দল, যারা নবীগণ আলাইহিমুস সালাম -এর বিরুদ্ধে সংগ্রামে সঙ্ঘবদ্ধ হয়। মহান আল্লাহর বাণী, ﴿فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ﴾-এর অর্থ আল্লাহর সাহায্যকারী। শব্দটি পবিত্র কুরআনে কয়েকটি অর্থে এসেছে:

(১) ভিন্ন ভিন্ন মাযহাব, দল ও দ্বীনের কারণে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ। এ অর্থে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ 'প্রত্যেক দলই তাদের কাছে যা আছে তা নিয়ে উৎফুল্ল' *(আল-মুমিনূন, ২৩/৫৩)*।

(২) শয়তানের চ্যালাচামুণ্ডা। ইরশাদ হচ্ছে, ﴿أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ﴾'তারাই শয়তানের দল' *(আল-মুজাদালাহ, ৫৮/১৯)*।

(৩) দয়াময় আল্লাহর সৈনিক। এরশাদ হচ্ছে, ﴿أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ﴾'তারাই আল্লাহর দল' *(আল-মুজাদালাহ, ৫৮/২২)*।

দুনিয়াতে তারাই আসলে বিজয়ী, তারাই সংস্কারক। আল্লাহ বলেন, ﴿فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾ 'অতএব, অবশ্যই আল্লাহর দলই বিজয়ী' *(আল-মায়েদাহ, ৫/৫৬)*। পরকালেও তারাই সফলকাম। ইরশাদ হচ্ছে, ﴿أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾'জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহর দলই সফলকাম' *(আল-মুজাদালাহ, ৫৮/২২)*।

শায়খ ছফিউর রহমান মুবারকপুরী বলেন, 'আভিধানিক অর্থে 'হিযব' হচ্ছে এমন কিছু মানুষ, যাদেরকে আক্বীদা ও ঈমানের ক্ষেত্রে বা কুফরী, ফাসেক্বী ও পাপের ক্ষেত্রে বা এলাকা ও দেশের ক্ষেত্রে বা গোত্র ও বংশের ক্ষেত্রে বা পেশা ও ভাষার ক্ষেত্রে অথবা এ ধরনের অন্য কোনো সম্পর্ক ও লক্ষ্যের ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্য বা স্বার্থ সংঘবদ্ধ করেছে'।[৪]

কোনো বিবেকবানের কাছে একথা অস্পষ্ট নয় যে, প্রত্যেকটা দলের অভ্যন্তরীণ কিছু মূলনীতি, চিন্তাচেতনা, কর্মসূচি ও দৃষ্টিভঙ্গি থাকে, যেগুলোর সমন্বয়ই হচ্ছে সেই দলের সংবিধান, যদিও কোনো কোনো দলের এরকম কোনো সংবিধানের কথা উল্লেখ থাকে না।

এই সংবিধান '(দলের) মূল ভিত্তির স্থান দখল করে আছে, যেখান থেকে দলের পরিকল্পনা উপস্থাপিত হয় এবং এর উপর ভিত্তি করে দল প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব, যে ব্যক্তি এই সংবিধানের প্রতি ঈমান রাখে এবং এটিকে হক্ব বলে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে, অন্য ভাষায়- যে ব্যক্তি এই সংবিধানকে মেনে নেয় এবং এটিকে চলার ও কাজের মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে, সে ব্যক্তিই হয় সেই দলের নিয়মিত কর্মী এবং সে হয়ে যায় দলের সদস্য। আরো হয়ে যেতে পারে দলের কমিটির কেউ বা দলের কোনো রুকন। পক্ষান্তরে, যার বিশ্বাস এমনটা নয়, সে কিছুই হতে পারে না। বুঝা গেলো, দলের সংবিধানই হচ্ছে মিত্রতা-শত্রুতা, ঐক্য-বিভক্তি এবং সম্মান-লাঞ্ছনার মূল ভিত্তি'।[৫]

এর উপর ভিত্তি করে বলা চলে, 'দুনিয়াতে দু'টি দল ছাড়া অন্য কোনো দল নেই: আল্লাহর দল এবং শয়তানের দল। সফলকাম দল ও ক্ষতিগ্রস্ত দল। মুসলিম ও কাফের।

ফলে যে ব্যক্তি আল্লাহর একটিমাত্র দলে **অনেকগুলো দল** ঢুকায়, সে আল্লাহর দলকে ছিন্নভিন্ন করা ও আল্লাহর দলের ঐক্য বিনষ্ট করার কাজে অংশগ্রহণ করে। যে ব্যক্তি অন্য কোনো দলের কারণে আল্লাহর দলের কতকের সাথে বন্ধুত্ব বজায় রেখে চলে, সে আসলে আল্লাহর অলি-আওলিয়ার সাথে শত্রুতা পোষণ করে চলে এবং সে মহান আল্লাহর নিম্নবর্ণিত বাণীর আওতায় পড়ে যায়- مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا، فَقَدْ بَارَزَنِي بِالْمُحَارَبَةِ 'যে ব্যক্তি আমার অলির সাথে শত্রুতা করে, সে মূলত আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দেয়'।[৬]

সম্পূর্ণ দ্বীন আল্লাহর জন্য হয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে সংকীর্ণ ও ঘৃণ্য দলাদলি বর্জন করা এবং এর প্রভাব বিস্তারের সুযোগ না দেওয়া একজন মুসলিমের অধিকার। কারণ এই দলাদলি আল্লাহর দলকে দুর্বল করে দেয়'।[৭]

তবে 'হিযব' নাম থেকে পালিয়ে অধিক উপযুক্ত ও চটকদার কোনো নামের দিকে ঝুঁকে পড়া মূলত এমন বিষয়ের দিকে ঝুঁকে পড়া, যা মূর্খতা দ্বারা আবৃত। কারণ 'হিযব' শব্দটি আভিধানিক বা পারিভাষিক কোনো অর্থেই নিন্দনীয় নয়। দলাদলির অন্তরালে যে তিক্ত বাস্তবতা ও ঘটনাপুঞ্জ লুকিয়ে থাকে, সেটাই মূলত নিন্দনীয়। দলাদলি যে ফলাফল, বিভক্তি ও বিভেদ বয়ে আনে, মূলতা সেগুলোই নিন্দনীয়।

যেসব আয়াতে 'হিযব' কথাটি উল্লিখিত হয়েছে, সেসব নিয়ে গবেষণা করলে ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে যাবে, যেখানে কোনো অস্পষ্টতা থাকার কথা নয়।

অতএব, 'এই নাম পরিবর্তন বৈধ নয়'।[৮] কারণ নাম কোনো কিছুর বাস্তবতা বদলায় না। আর বাহ্যিক রূপ অভ্যন্তরীণ বিষয়ের প্রতিফলন। যে ব্যক্তি বিবর্ণ মুচকি হাসি দিয়ে আপনার উদ্দেশ্যে প্রফুল্লতা প্রদর্শন করে, সে তা কেবল এজন্য করে যে, তার মধ্যে দলের সদস্যদের প্রতি ঘনিষ্ঠতা, ভালোবাসা ও পক্ষাবলম্বন গ্রোথিত রয়েছে। যেহেতু তার চোখ আপনার চোখে পড়েছে, তাই সে এমন হাসি দিতে বাধ্য হয়েছে। আপনি তাকে না দেখলে কিন্তু সে মুখ ফিরিয়ে চলে যেত।

(চলবে)

৪. আল-আহযাব আস-সিয়াসিয়্যাহ ফিল ইসলাম, পৃ. ৭।

৫. আল-আহযাব আস-সিয়াসিয়্যাহ ফিল ইসলাম, পৃ. ১৩।

৬. ছহীহ বুখারী, ১১/২৯২; দ্রষ্টব্য: সিলসিলাতুল আহাদীছ আছ-ছহীহাহ, হা/১৬৪০।

৭. আয়েয আল-ক্বরনী, আল-হারাকাতুল ইসলামিয়্যাহ আল-মু'আছেরাহ, পৃ. ১২।

৮. আল-মুনতাক্বা আন-নাফীস মিন তালবীসি ইবলীস, পৃ. ৪৭০।

আল-কুরআনে প্রাণিবিজ্ঞানের ধারণা

-ড. মোহাম্মদ হেদায়াত উল্লাহ*

ভূমিকা :

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন বিজ্ঞানের কোনো গ্রন্থ নয়। এটি মূলত ইলাহী বিধান; মানুষের হেদায়াতের জন্য সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ হিসেবে আল্লাহ তাআলা সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মদ ﷺ-এর এর উপর অবতীর্ণ করেন। এখানে বিজ্ঞান নির্দেশক ৭৫০টি আয়াত মানুষের আবিষ্কার ও বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের প্রেক্ষাপটে মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের প্রকাশ ঘটিয়ে অদৃশ্য মহান শক্তিধর আল্লাহর কুদরতের প্রমাণ দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার আলোচনার মাঝে এখানে প্রাণিবিজ্ঞানও স্থান পেয়েছে। প্রাণিবিজ্ঞান আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম শাখা, যাকে বাদ দিয়ে বিজ্ঞানের কথা কল্পনাও করা যায় না। মানুষ, পশু-পাখি, জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি প্রাণিবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত আলোচ্য বিষয়। পবিত্র কুরআনে এসব প্রাণি সৃষ্টির উদ্দেশ্য, তাদের পঠন প্রণালি, তাদের উপকারিতাসহ বিভিন্ন বিষয়ে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তাই বলা যায়, প্রাণিজ্ঞানের অন্যতম উৎস আল-কুরআন।

আল-কুরআনে প্রাণিবিজ্ঞান : মহাগ্রন্থ আল-কুরআন গবেষণার জন্য প্রাণিবিজ্ঞানের যেসব বিষয় বর্ণনা করেছে, তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

১. বিচিত্র প্রাণির বর্ণনা

পবিত্র কুরআনে বিচিত্র সব প্রাণির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যাদের জীবনাচারও ভিন্ন ভিন্ন। এসব প্রাণির বর্ণনা দিয়ে মহান আল্লাহ চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন স্থাপন করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِن مَّاء فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاء إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ‘আল্লাহ সমস্ত জীব সৃষ্টি করেছেন পানি হতে, তাদের মধ্যে কিছু পেটে ভর দিয়ে চলে, কিছু চলে দু’পায়ে আর কতিপয় চলে চার পায়ে ভর দিয়ে, আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান’ *(আন-নূর, ২৪/৪৫)*।

২. সমাজভুক্ত প্রাণির বর্ণনা

প্রাণিজগতে এমন সব প্রাণির অস্তিত্ব রয়েছে, যারা মানুষের ন্যায় সমাজভুক্ত হয়ে দলবদ্ধভাবে বসবাস করে। শেখ সি বৌবাকিয়ার হামজা তার কুরআনের তরজমা ভাষ্যে বলেছেন, আসমানী জ্ঞানে সৃষ্ট অনুভূতির ফলে সব প্রাণি সমাজবদ্ধ হয় এবং দাবি করে যে, প্রত্যেক সদস্যের কাজ সমগ্র শ্রেণির স্বার্থে পরিচালিত হবে। এ প্রকার প্রাণির বর্ণনা দিয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন, ﴿وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ ‘ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন জীব নেই অথবা নিজ ডানার সাহায্যে এমন কোনো পাখি উড়ে না, যা তোমাদের মতো এক একটি সমাজ নয়। গ্রন্থে কোনো কিছু লিপিবদ্ধ করতে আমি ত্রুটি করিনি। অতঃপর তাদের সকলকে তাদের প্রতিপালকের কাছে সমবেত করা হবে’ *(আল-আন‘আম, ৬/৩৮)*।

৩. মৌমাছির জীবনধারা বর্ণনা

পরিত্র কুরআনে মৌমাছির জীবনধারা সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ - ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾‘তোমার প্রতিপালক মৌমাছিকে তার অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ দিয়েছেন, গৃহ নির্মাণ করো পাহাড়ে, বৃক্ষে ও মানুষ যে গৃহ নির্মাণ করে তাতে। তারপর প্রত্যেক ফল হতে কিছু কিছু আহার করো, অতঃপর তোমার প্রতিপালক তোমার জন্য যে পদ্ধতি সহজ করেছেন, তার অনুসরণ করো। তার উদর হতে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয়। এটাতে মানুষের জন্য আছে ব্যাধির প্রতিকার। অবশ্যই এতে রয়েছে নিদর্শন চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য’ *(আন-নাহল, ১৬/৬৮-৬৯)*।

মহান আল্লাহ এ সম্পর্কের চিন্তার বিষয় সন্নিবেশ করেছেন। মৌমাছির আচরণ সম্পর্কে এযাবৎ যে তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, তার ভিত্তিতে শুধু এতটুকুই বলা যেতে পারে যে, তাদের সব আচরণ তাদের স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মৌমাছির নাচ অপর মৌমাছির সম্পর্কে যোগাযোগের এটি উপায়। কতদূরে কোন দিকে অবস্থিত ফুল হতে মধু সংগ্রহ করা যেতে পারে, এভাবে তা তারা একে অপরকে জানিয়ে থাকে। তাদের

* বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ; সহকারী অধ্যাপক, আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ, কুমিল্লা।

দেহভঙ্গি দ্বারা কর্মী মৌমাছিদের মধ্যে সংবাদ বিনিময় করে থাকে বলে বিজ্ঞানী ফ্রিশের গবেষণায় সাব্যস্ত হয়েছে।

৪. মাকড়সা সম্পর্কে বর্ণনা

মাকড়সার ঘরে অস্থায়ী অবস্থা বিশেষভাবে দেখানোর জন্যই পবিত্র কুরআনে এ প্রাণির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। মাকড়সার ঘর তাদের ঘরের মতোই মজবুত, যারা দয়ালু আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে মনিব হিসেবে গ্রহণ করেছে। এ প্রাণির জাল বুননের মধ্যে চিন্তাশীলদের জন্য গবেষণার সম্ভার রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ ‘যারা আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সা, সে নিজের জন্য ঘর বানায় এবং ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো দুর্বলতম যদি তারা জানত’ *(আল-আনকাবূত, ২৯/৪১)*।

মাকড়সার জাল এতই দুর্বল ও ক্ষণভঙ্গুর যে, মানুষের পক্ষে এমন কিছু প্রস্তুত করা আদৌ সম্ভব নয়। এ জালের বিস্ময়কর ও অসাধারণ কারুকার্য দেখে প্রকৃতি বিজ্ঞানীগণ হতবাক হয়ে গেছেন। মাকড়সার স্নায়ুবিক কোষের অবস্থান বৈচিত্র্যের কারণেই জ্যামিতিকভাবে নিখুঁত অমন বুননকার্য হয়ে থাকে।

৫. পাখিদের জীবনধারা

পাখিদের চলাচল, উড্ডীয়মান ও জীবনধারার মধ্যে মহান আল্লাহ চিন্তাশীলদের জন্য গবেষণার খোরাক নিহিত রেখেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ اللهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ ‘তারা কি লক্ষ করে না বিহঙ্গের প্রতি, যে আকাশের শূন্যগর্ভে সহজে বিচরণ করে? আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সেখানে স্থির রাখেন। মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে’ *(আন-নাহল, ১৬/৭৯)*।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত মহান আল্লাহর হুকুমের ওপর পাখিদের নির্ভরতার সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের তথ্যের মিল রয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, কতিপয় প্রজাতির পাখি তাদের চলাফেরার পথের ব্যাপারে একটি নির্ধারিত ধারা অনুসরণ করে থাকে। এসব পাখি ও তাদের অভিজ্ঞ বাচ্চাগুলোর দীর্ঘ ও জটিল পথ সহজেই নির্ভুলভাবে অতিক্রম করে থাকে এবং একটি নির্দিষ্ট তারিখে আবার তাদের যাত্রাস্থলে ফিরে আসে। ফলে এ সত্যই প্রমাণিত হয়ে যায় যে, তাদের দেহের স্নায়ুতন্ত্রেই এ সফরের কর্মসূচি পূর্বনির্ধারিত অবস্থায় স্থাপিত আছে। অধ্যাপক হ্যাম বার্জার প্রশান্ত মহাসাগরীয় কতিপয় পাখির ওপর গ্রবষণা করে এ তথ্য প্রমাণ করেছেন।

৬. পিঁপড়াদের জীবনাচার : পিঁপড়ারা অতীব পরিশ্রমী প্রাণি

পিঁপড়াদের রয়েছে সামাজিক জীবনাচার। তারা একজন নেতার নেতৃত্বে দলবদ্ধভাবে বসবাস করে, পরস্পর ভাব বিনিময় করে এবং নেতার আনুগত্য করে। পিঁপড়াদের জীবনাচারের বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِي النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ ‘অতঃপর যখন তার পিঁপড়াদের উপত্যকায় পৌঁছান, তখন এক পিঁপড়া বলল যে, পিঁপড়া সম্প্রদায়! তোমরা নিজ নিজ গর্তে ঢুকে যাও, যেন সুলায়মান ও তার বাহিনী তোমাদেরকে অজ্ঞাতসারে পায়ের নিচে দলিত-মথিত না করে’ *(আন-নামল, ২৭/১৮)*।

৭. উটের বর্ণনা

উটের শারীরিক গঠন, শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ, পানি পান, খাদ্য গ্রহণ, তার পথচলা অন্যান্য প্রাণির চেয়ে ভিন্ন প্রকৃতির। উট মরুভূমিতে কয়েকদিন পানাহার না করেও বাঁচতে পারে। উচু মরুভূমির বালি ঝড়ের সময় বালিতে নাক-মুখ ডুবিয়ে রেখে শ্বাস গ্রহণ ছাড়াই বেঁচে থাকতে পারে। একাধারে দীর্ঘপথ পাড়ি দেওয়ার ক্ষমতাও উটের রয়েছে। এজন্য উটকে মরুভূমির জাহাজ বলা হয়। তাই উটের বর্ণনা দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, ﴿أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾ ‘তারা কি উটের প্রতি লক্ষ্য করে না, কীভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে?’ *(আল-গাশিয়া, ৮৮/১৭)*। এ আয়াতে উট সম্পর্কে চিন্তাশীল লোকদের গবেষণার বিষয় নিহিত রয়েছে।

উপসংহার :

পরিশেষে বলা যায় যে, প্রাণি সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের সব তথ্য-উপাত্ত পবিত্র কুরআনের আলোকেই নির্ণীত হয়েছে। মহান আল্লাহ প্রাণিজগতের মধ্যে চিন্তাশীল লোকদের গবেষণার জন্য অনেক নিদর্শন নিহিত রেখেছেন এবং বিভিন্ন প্রাণির বর্ণনা দিয়ে সেদিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। দয়াময় আল্লাহর অসীম কুদরতের বহিঃপ্রকাশ বিজ্ঞানের এই সব আলোচনা। যাতে মানুষ একত্বের চেতনায় নিজেকে স্রষ্টার সান্নিধ্যে নিতে পারে। ইহ ও পরলৌকিক জীবনকে সমৃদ্ধ করতে পারে। আর এজন্য মহাগ্রন্থ আল-কুরআনকে প্রাণিবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

অহির বাস্তবতা বিশ্লেষণ (১৩তম পর্ব)

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক*

(মিন্নাতুল বারী- ২০তম পর্ব)

[যে হাদীছের ব্যাখ্যা চলছে :

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ} [القيامة : 16] قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً، وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ - فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَنَا أُحَرِّكُهُمَا لَكُمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحَرِّكُهُمَا، وَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا أُحَرِّكُهُمَا كَمَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا، فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ - فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ} [القيامة : 17] قَالَ: جَمْعُهُ لَكَ فِي صَدْرِكَ وَتَقْرَأَهُ: {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ} [القيامة : 18] قَالَ: فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ: {ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} [القيامة : 19] ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأَهُ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ اسْتَمَعَ فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ قَرَأَهُ النَّبِيُّ ﷺ كَمَا قَرَأَهُ.

অনুবাদ :

মহান আল্লাহর বাণী, ‘তাড়াতাড়ি অহি আয়ত্ত করার জন্য আপনার জিহ্বা দ্রুত নাড়াবেন না’ (আল-ক্বিয়ামাহ, ৭৫/১৬)। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অহি নাযিলের সময় তা আয়ত্ত করতে বেশ কষ্ট স্বীকার করতেন এবং এজন্য তিনি তাঁর ঠোঁট (দ্রুত) নাড়াতেন। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, আমি তোমাদেরকে ঠিক সেভাবে ঠোঁট নেড়ে দেখাচ্ছি যেভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর ঠোঁট নাড়াতেন’।

সাঈদ (রাহিমাহুল্লাহ) ও তাঁর ছাত্রদের বললেন, আমি তোমাদেরকে ঠিক সেভাবে আমার ঠোঁট নেড়ে দেখাচ্ছি যেভাবে আমি ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে তাঁর ঠোঁট নাড়াতে দেখেছি। অতঃপর তিনি তাঁর ঠোঁট নেড়ে দেখান। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন, ‘তাড়াতাড়ি অহি আয়ত্ত করার জন্য আপনার জিহ্বা দ্রুত নাড়াবেন না’। এর সংগ্রহ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই’ (আল-ক্বিয়ামাহ, ৭৫/১৬-১৮)।

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, এর অর্থ হলো আপনার অন্তরে তা সংরক্ষণ করা এবং আপনার দ্বারা তা পাঠ করানো। আল্লাহর বাণী, ‘সুতরাং যখন আমি তা পাঠ করি আপনি সে পাঠের অনুসরণ করুন’ (আল-ক্বিয়ামাহ, ৭৫/১৯)। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, অর্থাৎ মনোযোগ সহকারে শুনুন এবং চুপ থাকুন। আল্লাহর বাণী, ‘এরপর আপনার কাছে তা ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব আমারই’ (আল-ক্বিয়ামাহ, ৭৫/১৯)। অর্থাৎ অতঃপর আপনাকে পাঠ করানোর দায়িত্বও আমারই। এরপর যখন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে জিবরীল (আলাইহিস সালাম) আসতেন, তখন তিনি মনোযোগ সহকারে কেবল শুনতেন এবং জিবরীল (আলাইহিস সালাম) চলে গেলে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঠিক সেভাবে পড়তেন, যেভাবে জিবরীল (আলাইহিস সালাম) পড়েছিলেন’।]

কুরআন তেলাওয়াতের সময় চুপ থাকা :

উক্ত হাদীছে আলোচিত আয়াতে যে গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনাগুলো প্রদান করা হয়েছে, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের সময় চুপ থাকা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ ‘আমরা যখন পড়ি, তখন আপনি আমাদের পড়ার অনুসরণ করুন!’ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ ‘আপনি মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করুন এবং চুপ থাকুন!

কুরআন তেলাওয়াতের সময় চুপ থাকা ও মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত। মহান আল্লাহ অন্য আয়াতেও এ বিষয়ে স্পষ্ট দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, ﴿وإذا قُرِئَ القُرآنُ فاستَمِعُوا له وأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ ‘আর যখন কুরআন তেলাওয়াত করা হয়, তখন তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করো এবং চুপ থাকো! যাতে করে তোমাদের উপর দয়া করা হয়’ *(আল-আ‘রাফ, ৭/২০৪)*।

কুরআন তেলাওয়াতের সময় চুপ থাকার বিষয়টিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে— (১) ছালাতের মধ্যে কুরআন তেলাওয়াত এবং (২) ছালাতের বাহিরে কুরআন তেলাওয়াত।

ছালাতের বাহিরে কুরআন তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবের মতে চুপ থাকা ওয়াজিব এবং জমহূর ওলামায়ে কেরামের মতে চুপ থাকা সুন্নাত। ছালাতের মধ্যে ইমাম সাহেব যখন উচ্চৈঃস্বরে কুরআন তেলাওয়াত করেন, তখন চুপ থাকা সকল মাযহাবের মতে ওয়াজিব। শুধু সূরা ফাতেহা পড়ার ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে, যা উপযুক্ত জায়গায় আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

হাদীছের প্রামাণিকতা : উক্ত হাদীছে উল্লেখিত আয়াতগুলোতে যে বিষয়গুলো ফুটে উঠেছে, তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কুরআন অবতীর্ণ করার পাশাপাশি সেটি ব্যাখ্যা করে দেওয়ার দায়িত্বও মহান আল্লাহ তাআলার। মহান আল্লাহ মূলত সেই পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা করে বাস্তবে প্রয়োগ করার জন্যই রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে প্রেরণ করেছিলেন। যা তিনি

* ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; বি. এ (অনার্স), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; এমএসসি, ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স, ইউনিভার্সিটি অফ ডান্ডি, যুক্তরাজ্য।

তার দীর্ঘ ২৩ বছরের জীবনে পালন করেছেন। পবিত্র কুরআনের আয়াতের বাহিরে তিনি তার ছাহাবীগণকে যে দিক-নির্দেশনা দিতেন, সেগুলোই কুরআনের ব্যাখ্যা। আর সেই ব্যাখ্যাই আমাদের নিকটে হাদীছ হিসেবে পৌঁছেছে। আমরা যদি হাদীছকে বাদ দিয়ে দেই, তাহলে পবিত্র কুরআন সকলের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাবে। সবাই নিজ নিজ মনের মতো করে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা করবে। যেমন আজকের যুগে কেউ কমনসেন্স দিয়ে কুরআনের ব্যাখ্যা করছে; কেউ বিজ্ঞান দিয়ে কুরআনের ব্যাখ্যা করছে। যার ফলশ্রুতিতে মুসলিমদের একক আমল ও আক্বীদার উপর একত্রিত হওয়া কখনই সম্ভব হবে না। ফেতনার কোনো রাস্তা বন্ধ করা সম্ভব হবে না। সমাজে বৃষ্টির পানির মতো ফেতনা প্রবেশ করবে। সুতরাং হাদীছ ব্যতীত কুরআনের কল্পনা করা রাসূল ﷺ-এর ২৩ বছরের জীবন ব্যতীত কুরআনের কল্পনা করার সমান। হাদীছ ব্যতীত কুরআনের কল্পনা অর্থ হচ্ছে রাসূল ﷺ-এর ২৩ বছরের জীবনের সকল পরিশ্রম, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও কষ্ট বৃথা। নাঊযুবিল্লাহ!

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে তাঁর রাসূল ﷺকে ও রাসূল ﷺ-এর হাদীছকে অনুসরণের কথা বলেছেন। যেমন তিনি বলেন, ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا﴾ ‘আর যখন তাদেরকে বলা হয় এসো, মহান আল্লাহর অবতীর্ণ করা (কিতাবের) দিকে এবং তার রাসূলের দিকে, তখন আপনি দেখবেন মুনাফিক্বরা আপনার থেকে পরিপূর্ণরূপে মুখ ফিরিয়ে নিবে’ *(আন-নিসা, ৪/৬১)*। এই আয়াতে কুরআনের বাহিরেও সরাসরি রাসূল ﷺ-এর দিকে আসার আহ্বান করা হয়েছে।

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾

‘আর নিশ্চয় যারা কুফুরী করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে এবং যারা চায় মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করতে এবং তারা বলে আমরা কিছু বিষয়ের প্রতি ঈমান আনয়ন করি এবং কিছু বিষয়কে অস্বীকার করি আর তারা কুফর ও ঈমানের মধ্যে একটা পথ বের করতে চায়। তারাই প্রকৃত কাফের’ *(আন-নিসা, ৪/১৫০)*। এই আয়াত প্রমাণ করে, কুরআন-হাদীছের মধ্যে পার্থক্য করাই মূলত আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর মধ্যে পার্থক্য করা। কেননা রাসূল ﷺ-এর পক্ষ থেকে কুরআন ব্যতীত আলাদা কিছু না থাকলে তো পার্থক্য করার প্রশ্নই আসে না। তখনই পার্থক্য করার প্রশ্ন আসে যখন কুরআনের বাহিরেও রাসূল ﷺ-এর পক্ষ থেকে আলাদা কিছু অহি আসবে আর সেটিই হচ্ছে হাদীছ।

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

‘আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করে এবং তারা উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করে না তাদেরকে তাদের এই আমলের নেক প্রতিদান প্রদান করা হবে আর মহান আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু’ *(আন-নিসা, ৪/১৫২)*।

﴿رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾

‘হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি যা অবতীর্ণ করেছেন আমরা তার প্রতি ঈমান আনয়ন করেছি এবং আপনার রাসূলের অনুসরণ করেছি। অতএব, আপনি আমাদেরকে সাক্ষ্যদানকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন’ *(আলে ইমরান, ৩/৫৩)*।

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

‘আর যারা তাদের নিকটে থাকা তাওরাত ও ইঞ্জীলে লিখিত আকারে প্রাপ্ত উম্মী নবীর অনুসরণ করে, যে নবী তাদেরকে সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে এবং তাদের জন্য পবিত্র জিনিসকে হালাল করে, অপবিত্র জিনিসকে হারাম করে, তাদের উপর চাপানো বিভিন্ন বোঝা নামিয়ে দেয় এবং বিভিন্ন আবদ্ধ বাধন থেকে তাদেরকে মুক্ত করে। অতএব, যারা এই নবীর প্রতি ঈমান আনয়ন করবে, তাকে সহযোগিতা করবে এবং তাকে শক্তিশালী করবে আর তার সাথে প্রেরিত নূর তথা পবিত্র কুরআনের অনুসরণ করবে তারাই তো সফলকাম!’ *(আল-আ‘রাফ, ৭/১৫৭)*।

উক্ত আয়াতে নূর তথা পবিত্র কুরআনের অনুসরণের পাশাপাশি স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর আদেশ, নিষেধ, হালাল ও হারামের অনুসরণের কথা বলা

হয়েছে। যা প্রমাণ করে, শরীআত প্রণয়নে পবিত্র কুরআনের বাহিরেও রাসূল ﷺ-এর স্বতন্ত্র সত্তা আছে। তিনি তার প্রতিপালকের নিকট থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে কুরআনের ব্যাখ্যাস্বরূপ সেগুলো করে থাকেন।

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

‘হে নবী! আপনি বলে দিন, যদি তোমরা মহান আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও তাহলে আমার অনুসরণ করো। অবশ্যই তোমাদেরকে মহান আল্লাহ ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। আর তিনিই তো পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু’ *(আলে ইমরান, ৩/৩১)*।

ইমাম ইবনু কাছীর রহিমাহুল্লাহ বলেন, فَعَلَيْكَ بِالسُّنَّةِ فَإِنَّهَا شَارِحَةٌ لِلْقُرْآنِ وَمُوَضِّحَةٌ لَهُ ‘অতএব, তোমাদের উপর সুন্নাতের অনুসরণ জরুরী; কেননা সুন্নাত হচ্ছে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যাকারী ও স্পষ্টকারী।[১] ইমাম শাতেবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, أَنَّ السُّنة إنما جاءت مُبيِّنة للكتاب ‘নিশ্চয় সুন্নাত এসেছে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যাকারী হিসেবে’।[২]

জিবরাঈল শব্দের বিশ্লেষণ ও তার পরিচয় :

জিবরাঈল- হাদীছে এসেছে জিবরীল। তিনি জিবরাঈল ও জিবরীল এই দু’টি নামেই প্রসিদ্ধ। উক্ত শব্দের প্রায় ১৫ ধরনের উচ্চারণ বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।[৩]

জিবরাঈল শব্দটি সুরিয়ানী ভাষার শব্দ। সিরিয়ার আদি স্থানীয় ভাষা। যেটা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর মাতৃভাষা বলে পরিচিত। অনেকেই বলে থাকেন তাওরাত, ইঞ্জীলও সুরিয়ানী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। পরবর্তীতে তা ইবরানী বা হিব্রুতে অনুবাদ করা হয়। জিবরাঈল শব্দের আরবী অর্থ আব্দুল্লাহ। ‘জিবর’ অর্থ বান্দা আর ‘ঈল’ অর্থ আল্লাহ। ইকরিমা থেকে বর্ণিত আছে, জিবরাঈল অর্থ আব্দুল্লাহ আর মীকাঈল অর্থ উবায়দুল্লাহ।[৪]

১. তাফসীর ইবনু কাছীর, ১/৪।
২. আল-মুওয়াফাকাত, ৪/৪৭-৪৮।
৩. তাজুল আরূস, ৩/৮৪।
৪. উমদাতুল ক্বারী, ১/৭১।

হাদীছ থেকে উপকারিতা :

(১) আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকের অভিনয়কে অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়। এটা বাস্তবে কোনো কিছু করে দেখানো, শিখানোর সর্বোত্তম পদ্ধতিগুলোর একটি। সেই আধুনিক পদ্ধতিই আজ থেকে হাজার বছর আগে আল্লাহর রাসূল ﷺ ও তার ছাহাবা রাযিয়াল্লা-হু আনহুম প্রয়োগ করেছেন।

(২) কুরআন হিফয করতে পারা আল্লাহর দয়া। যেখানে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর হিফয করতে কষ্ট হচ্ছিল সেখানে মহান আল্লাহ নিজ দয়ায় তাকে মুখস্থ করার তাওফীক্ব দিয়েছেন। প্রত্যেকে যারা হাফেযে কুরআন হন, তাদের প্রতি মহান আল্লাহর এই দয়া থাকে।

(৩) কুরআন তেলাওয়াতের সময় চুপ থাকা এবং মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করা জরুরী।

(৪) উক্ত আয়াতগুলো প্রমাণ করে কুরআনের ব্যাখ্যাও মহান আল্লাহ করে দিয়েছেন তাঁর রাসূল ﷺ-এর মাধ্যমে। আর আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট থেকে আমাদের কাছে কুরআনের বাইরে হাদীছ ব্যতীত আর কিছুই পৌঁছেনি। সুতরাং হাদীছ ব্যতীত আর কিছুই কুরআনের ব্যাখ্যা হতে পারে না।

হাদীছ নং : ৫

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح وحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، وَمَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، نَحْوَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجْوَدُ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ.

অনুবাদ :

ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমাকে আবদান হাদীছ শুনিয়েছে। তিনি বলেন, আমাকে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহিমাহুল্লাহ হাদীছ শুনিয়েছে। তিনি বলেন, আমাকে ইউনুস রহিমাহুল্লাহ হাদীছ শুনিয়েছে, তিনি যুহরী রহিমাহুল্লাহ থেকে।

ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমাকে আরো হাদীছ শুনিয়েছেন বিশর ইবনু মুহাম্মাদ রহিমাহুল্লাহ। তিনি বলেন,

আমাকে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহিমাহুল্লাহ হাদীছ শুনিয়েছেন। তিনি বলেন, আমাকে ইউনুস ও মা'মার হাদীছ শুনিয়েছেন, তারা যুহরী থেকে, তিনি বলেন, আমাকে হাদীছ শুনিয়েছেন উবায়দুল্লাহ ইবনু আব্দুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। রামাযানে তিনি আরো বেশি দানশীল হতেন, যখন জিবরীল আলাইহিস সালাম তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। আর রামাযানের প্রতি রাতেই জিবরীল আলাইহিস সালাম তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাঁরা পরস্পর কুরআন তেলাওয়াত করে শোনাতেন। নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রহমতের বাতাস থেকেও অধিক দানশীল ছিলেন।

হাদীছের তাখরীজ :

ইমাম বুখারী[৫] রহিমাহুল্লাহ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন বিশর ইবনু মুহাম্মাদ ও আবদান রহিমাহুমাল্লাহ থেকে। ইমাম মুসলিম[৬] রহিমাহুল্লাহ আবূ কুরাইব মুহাম্মাদ ইবনুল আ'লা রহিমাহুল্লাহ থেকে। তারা তিন জন (বিশর, আবদান ও আবূ কুরাইব রহিমাহুমুল্লাহ) হাদীছটি বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহিমাহুল্লাহ থেকে। ইমাম নাসাঈ[৭] ও ইমাম ইবনু হিব্বান[৮] রহিমাহুমাল্লাহ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ ইবনু ওয়াহাব আল-মিছরী রহিমাহুল্লাহ থেকে। ইমাম আহমাদ[৯] রহিমাহুল্লাহ আবদ ইবনু হুমায়দ[১০] ও আবূ ইয়া'লা আল-মাওছেলী[১১] রহিমাহুমাল্লাহ উছমান ইবনু উমার ইবনু ফারেস রহিমাহুল্লাহ-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তারা সকলেই (ইবনুল মুবারক, ইবনু ওয়াহাব ও উছমান ইবনু উমার রহিমাহুমুল্লাহ ইউনুস ইবনু ইয়াযীদ আল-আয়লী রহিমাহুল্লাহ থেকে। ইমাম মুসলিম রহিমাহুল্লাহ হাদীছটি আরো বর্ণনা করেছেন আবদ ইবনু হুমায়দ রহিমাহুল্লাহ থেকে। ইমাম আহমাদ ও আবদ ইবনু হুমায়দ রহিমাহুমাল্লাহ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন আব্দুর রাযযাক ইবনু হাম্মাম আছ-ছান'আনী রহিমাহুল্লাহ থেকে। তিনি মা'মার রহিমাহুল্লাহ থেকে।[১২] ইমাম ইবনু আবী শায়বা[১৩] রহিমাহুল্লাহ হাদীছটি আরো বর্ণনা করেছেন ইয়াহইয়া ইবনু আদম রহিমাহুল্লাহ থেকে।[১৪] ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ মুযাফফর আল-খোরাসানী রহিমাহুল্লাহ থেকে।[১৫] ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটি আরো বর্ণনা করেছেন মূসা ইবনু ইসমাঈল আত-তাবূযাকী রহিমাহুল্লাহ থেকে ও ইয়াহইয়া রহিমাহুল্লাহ আল-ক্বারশী রহিমাহুল্লাহ থেকে।[১৬] ইমাম মুসলিম রহিমাহুল্লাহ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফর আল-ওরাকানী রহিমাহুল্লাহ থেকে।[১৭] ইমাম তিরমিযী[১৮] ও ইবনু খুযায়মা[১৯] রহিমাহুমাল্লাহ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ ইবনু রাযীন রহিমাহুল্লাহ থেকে। তারা সকলেই (ইয়াহইয়া ইবনু আদম, খোরাসানী, তাবুযাকী, ক্বারশী, আল-ওরাকানী ও ইবনু রাযীন রহিমাহুমুল্লাহ ইবরাহীম ইবনু সা'দ আয-যুহরী রহিমাহুল্লাহ থেকে। হাদীছটি ইমাম ইবনু আবী শায়বা, ইমাম আহমাদ ও আবদ ইবনু হুমায়দ রহিমাহুমুল্লাহ বর্ণনা করেছেন, ইয়া'লা ইবনু উবাইদ আত-তানাফুসী রহিমাহুল্লাহ থেকে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব রহিমাহুল্লাহ থেকে।[২০]

তারা সকলেই (ইউনুস, মা'মার, ইবরাহীম, মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব রহিমাহুমুল্লাহ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন যুহরী রহিমাহুল্লাহ থেকে, তিনি উবায়দুল্লাহ ইবনু আব্দুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ থেকে, তিনি ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে।

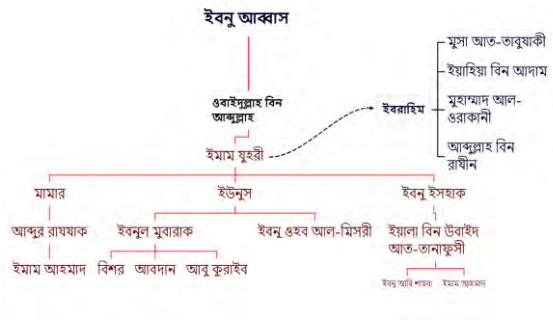

(চলবে)

৫. ছহীহ বুখারী, হা/১৯০২, ৩২২০, ৩৫৫৪, ৪৯৯৭।
৬. ছহীহ মুসলিম, হা/২৩০৮, ২৩০৮।
৭. নাসাঈ কুবরা, হা/২৪১৬, ৭৯৩৯।
৮. ইবনু হিব্বান, হা/৩৪৪০, ৬৩৭০।
৯. আহমাদ, হা/২০৭০, ২৬৫৯, ৩০৬৮, ৩৪৯২, ৩৫৩৮, ৩৬০৯।
১০. আবদ ইবনু হুমায়দ, হা/৬৪৬, ৬৪৭।
১১. আবূ ইয়া'লা, হা/২৫৫২।
১২. প্রাগুক্ত।
১৩. ইবনু আবী শায়বা, হা/২৭১৫৫, ২৭১৫৬, ৩০৯২০, ৩২৪৭১।
১৪. প্রাগুক্ত।
১৫. প্রাগুক্ত।
১৬. প্রাগুক্ত।
১৭. প্রাগুক্ত।
১৮. শামায়েলে তিরমিযী, হা/৩৫৩।
১৯. ইবনু খুযায়মা, হা/১৮৮৯।
২০. প্রাগুক্ত।

মুসলিম উম্মাহর কাছে থার্টিফার্স্ট নাইট কেন বর্জনীয়

-মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন*

ডিসেম্বর মাসের ৩১ তারিখের দিবাগত রাতকে থার্টিফার্স্ট নাইট বলা হয়। বর্ষবরণের নামে এ রাতকে ঘিরে পশ্চিমাদের যে কত আয়োজন, তার কোনো শেষ নেই। থার্টিফার্স্ট নাইট কোনো ইসলামিক সংস্কৃতি নয়। মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে এটি একটি অপসংস্কৃতি। সে কারণে একজন রুচিশীল ও সচেতন ঈমানদার মুসলিম কখনো থার্টিফার্স্ট নাইট সংস্কৃতি উদযাপন করতে পারে না। বিশ্বব্যাপী ইসলামিক স্কলাররা 'থার্টিফার্স্ট নাইট' উদযাপনকে হারাম বলে আখ্যায়িত করেছেন। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় হলো আজ মুসলিমরাও এ আয়োজনে পিছিয়ে নেই। আতশবাজি, পটকাবাজি, নাচ-গান, বেহায়াপনা, অশ্লীলতা, মাদক সেবন, নারীর শ্লীলতাহানি, যেনা-ব্যভিচারসহ কত কিছুই না হচ্ছে এ রাতে। এ সকল কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য নিয়ে চিন্তাভাবনা করলে ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের অনুসরণ ব্যতীত অন্য কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে না। অথচ একটি হাদীছে এসেছে, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ 'যে কোনো জাতির সাথে সাদৃশ্যতা অবলম্বন করবে (কিয়ামতের দিন) সে তাদের মধ্যে গণ্য হবে'।[১]

কাজেই কেউ ইয়াহূদীদের সাথে সাদৃশ্যতা অবলম্বন করলে তার হাশর হবে ইয়াহূদীদের সাথে। কেউ নাছারার সাথে সামঞ্জস্যতা অবলম্বন করলে তার হাশর হবে নাছারার সাথে।

থার্টিফার্স্ট নাইট কেন বর্জনীয় :

এ রাতে যা যা করা হয় প্রত্যেকটিই অত্যন্ত জঘন্যতম গুনাহ। যেমন-

(১) আতশবাজি, পটকাবাজি, আলোকসজ্জা : বিভিন্ন রকম নিন্দনীয় রীতিনীতির পাশাপাশি নববর্ষ বরণে নতুন একটি রীতি কয়েকবছর ধরে খুবই প্রকট ও মারাত্মক হয়ে উঠেছে। সেই রীতি হচ্ছে, আতশবাজি। ৩১ ডিসেম্বর রাতে ঈসায়ী নববর্ষের সূচনা মুহূর্তে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বড় বড় আতশবাজি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নববর্ষকে স্বাগত জানানো হয়। কোনো কোনো দেশে এ আতশবাজির আয়োজন প্রতিযোগিতার মনোভাব নিয়ে ব্যাপক সাড়ম্বর করা হয়। আতশবাজি, পটকাবাজি, আলোকসজ্জা ইত্যাদি। এগুলো একদিক থেকে যেমন মুশরিকদের কাজ, তেমনিভাবে অন্য ভাইদের জন্য কষ্টের কারণও বটে। এর দ্বারা অন্যদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। বিশেষ করে বৃদ্ধ, অসুস্থ ও বাচ্চাদের অনেক কষ্ট হয়, যা স্পষ্ট হারাম। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ 'প্রকৃত মুসলিম সে ব্যক্তি, যার জিহ্বা এবং হাত হতে অপর মুসলিম নিরাপদ থাকেন। প্রকৃত মুহাজির ঐ ব্যক্তি যিনি আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ ত্যাগ করেন'।[২] অন্য এক বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى ﷺ قَالَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ اَيُّ الْاِسْلَامِ اَفْضَلُ؟ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِه وَيَدِهِ.

আবূ মূসা আশআরী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ছাহাবায়ে কেরাম একদা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইসলামের কোন কাজটি সর্বাপেক্ষা উত্তম? জবাবে তিনি বললেন, 'যার হাত ও জিহ্বা হতে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে'।[৩]

(২) মাদকের সয়লাব : নতুন বছরকে মদ, নারী, গান-বাজনার মাধ্যমে বরণ করার প্রবণতা এখন আর পশ্চিমা রাষ্ট্রের ভেতরেই সীমাবদ্ধ নেই; বরং এ দেশের মানুষকেও গ্রাস করেছে। শুকনো, তরল সব ধরনের মাদকে মজে ওঠে এ দেশের বর্ষবরণের অনুষ্ঠানগুলো। অথচ ইসলামে মাদককে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ 'হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু; শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা এবং বিদ্বেষ ঘটাতে চায় আর তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে ও ছালাতে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা বিরত থাকবে না?' *(আল-মায়েদা, ৫/৯০-৯১)*।

---

* শিবগঞ্জ, বগুড়া।

১. আবূ দাঊদ, হা/৪০৩১; মিশকাত, হা/৪৩৪৭, হাসান।

২. ছহীহ বুখারী, হা/১০; আহমাদ, হা/৬৭৬৫।

৩. ছহীহ বুখারী, হা/১১।

জাবের রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি ইয়ামানের জায়শান এলাকা হতে আগমন করে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তাদের ভূমিতে উৎপন্ন যুরা (ভুট্টা) থেকে প্রস্তুতকৃত শারাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, যাকে মিযরু বলা হয়ে থাকে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তা কি মাতাল করে? (নেশা সৃষ্টিকারী) সে ব্যক্তি বললেন, জি, হ্যাঁ। তখন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সকল প্রকার মাতালকারী বস্তু হারাম। আর আল্লাহ এ অঙ্গীকার করেছেন, যে ব্যক্তি মাতালকারী বস্তু পান করবে তিনি তাকে 'ত্বীনাতুল খবাল' ভক্ষণ করাবেন। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ত্বীনাতুল খবাল কী? তিনি বললেন, জাহান্নামীদের ঘাম অথবা জাহান্নামীদের থেকে নির্গত দুর্গন্ধযুক্ত নিকৃষ্ট রস।[৪]

(৩) নারী-পুরুষের অবাধ বিচরণ : এ রাতে নারী-পুরুষের অবাধ বিচরণ লক্ষ্য করা যায়, যা আল্লাহ তাআলা কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ 'আর যখন তোমরা তাদের কাছ থেকে কোনো সামগ্রী চাইবে, তখন পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটি তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্র' *(আল-আহযাব, ৩৩/৫৩)*।

(৪) নাচ-গান ও বাদ্য বাজানো : এ রাতে ব্যাপকভাবে নাচ-গান ও বাদ্য বাজানো হয়। একে তো এগুলো এমনিতেই নাজায়েয, উপরন্তু দ্বীনদার লোককে শুনতে বাধ্য করা হয় এবং অন্যকে কষ্ট দেওয়া হয়। আবূ মালেক আশআরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لَيَكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِيْ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَ وَالْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ 'অবশ্যই অবশ্যই আমার পরে এমন কিছু লোক আসবে যারা যেনা, রেশম, নেশাদার দ্রব্য ও গান-বাজনা, বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে'।[৫]

রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গান বাজনার কোনো আওয়াজ পেলে কানে হাত দিয়ে সে পথ অতিক্রম করতেন। হাদীছে এসেছে,

عَنْ نَافِعٍ قَالَ سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ مِزْمَارًا قَالَ فَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ عَلَى أُذُنَيْهِ وَنَأَى عَنِ الطَّرِيقِ وَقَالَ لِي يَا نَافِعُ هَلْ تَسْمَعُ شَيْئًا قَالَ فَقُلْتُ لاَ قَالَ فَرَفَعَ إِصْبَعَيْهِ مِنْ أُذُنَيْهِ وَقَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَسَمِعَ مِثْلَ هَذَا فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا.

নাফে' রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত। একদা ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শুনতে পেলে তিনি তাঁর দুই কানে দুই আঙুল ঢুকিয়ে রাস্তা হতে সরে গেলেন। তারপর তিনি আমাকে বললেন, নাফে' তুমি কিছু শুনতে পাচ্ছ কি? আমি বললাম, না। তিনি তার দুই আঙুল দুই কান হতে বের করে বললেন, আমি একদা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলাম। তিনি বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শুনে কানে আঙুল ঢুকিয়ে রাস্তা হতে সরে গিয়েছিলেন এবং আমাকে এভাবে জিজ্ঞেস করেছিলেন যেভাবে আজ তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম।[৬]

ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, গান-বাদ্যে লিপ্ত ব্যক্তি হলো আহাম্মক। তিনি আরও বলেন, সর্বপ্রকার বীণা, তন্ত্রী, ঢাকঢোল, তবলা, সারেঙ্গি সবই হারাম এবং এর শ্রোতা ফাসেক্ব। তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।[৭]

(৫) অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা : এ রাত্রিকে কেন্দ্র করে চলে অশালীন ও বেহায়াপনার মহোৎসব। যুবতীরা আঁটোসাঁটো, অশালীন ও অর্ধনগ্ন পোশাক পরিধান করে অবাধে চলাফেরা করে। অথচ এ প্রসঙ্গে নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'ওই সব নারী যারা হবে পোশাক পরিহিতা কিন্তু প্রায় নগ্ন। যারা পরপুরুষকে আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথা বক্র উঁচু কুঁজবিশিষ্ট উটের ন্যায়। তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এমনকি জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না'।[৮]

(৬) এ রাতে অনেক যুবক-যুবতী যেনা-ব্যভিচারে জড়িয়ে পড়ে : এ রাতে অনেক যুবক-যুবতী অবাধে মেলামেশা ও অপকর্মে লিপ্ত হয়। আবাসিক হোটেল, কমিউনিটি সেন্টার, পানশালা, নাচঘর, সমুদ্র সৈকত, নাইট ক্লাবগুলো পরিণত হয় একেকটি অঘোষিত পতিতালয়ে। সতীত্ব হারায় আমাদের উঠতি বয়সের ছেলে-মেয়েরা। আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ 'আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ' *(বানী ইসরাঈল, ১৭/৩২)*।

(৭) মেয়েদের বিভিন্ন অশ্লীল ও অশালীন কাপড়চোপড় পরিধান : এ রাতে মেয়েরা বিভিন্ন অশ্লীল ও অশালীন কাপড়চোপড় পরিধান করে। যার কারণে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতেই থাকে। যুবতীরা আঁটোসাঁটো, অশালীন ও নগ্ন পোশাক পরিধান করে অবাধে চলাফেরা করে। অথচ এ প্রসঙ্গে নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কঠোর হুঁশিয়ারি এসেছে।[৯]

প্রবন্ধটির বাকী অংশ ১৯ নং পৃষ্ঠায়

৪. ছহীহ মুসলিম, হা/২০০২।
৫. ছহীহ বুখারী, হা/৫৫৯০।
৬. আবূ দাঊদ, হা/৪৯২৪, হাদীছ ছহীহ।
৭. ইগাছাতুল লাহফান, ১/১৭৯; কুরতুবী, ১৪/৫৫।
৮. ছহীহ মুসলিম, হা/২১২৮।
৯. দ্রষ্টব্য. ছহীহ মুসলিম, হা/২১২৮।

খাদীজা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-কে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিয়ের কারণ

-সাঈদুর রহমান*

খাদীজা রাযিয়াল্লা-হু আনহা ছিলেন তদানীন্তন সময়ে ধনাঢ্য সম্ভ্রান্ত পরিবারের ভদ্র মার্জিত একজন নারী। তার চরিত্রের নিষ্কলুষতা সকলের নিকট সমাদৃত ছিল। এজন্য তাকে তাহেরা (নিষ্কলুষ) উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বিয়ে হওয়ার পূর্বে তার দুটো বিয়ে হয়। তিনি ছিলেন একজন নামিদামি ব্যবসায়ী। অনেক মানুষ তার ব্যবসায়ী পণ্যের পসরা নিয়ে বিভিন্ন দেশে নির্ধারিত একটি লভ্যাংশের বিনিময়ে ব্যবসা করতে যেত। ওই সময় নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আল-আমীন' (বিশ্বস্ত) নামে কিংবদন্তি ছিলেন।

সকলে আল-আমীন নামে এক বাক্যে তাকে চিনত। খাদীজা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর কাছেও বিষয়টি দৃষ্টির অগোচরে ছিল না। তাঁর সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, আমানতদারিতা ও পরোপকারে সকলে বিমোহিত ছিল। খাদীজা রাযিয়াল্লা-হু আনহা ও সকলের ন্যায় তার চেয়ে বয়সের ছোট মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ভালো জানতেন। কোনো এক ব্যবসামৌসুমে খাদীজা রাযিয়াল্লা-হু আনহা ব্যবসার উদ্দেশ্যে লোক প্রেরণ করার মনস্থ করেন।

তিনি যেহেতু মহিলা, সেহেতু এত দূরের পথ সফর করা তার জন্য সমীচীন নয়। কাকে পাঠানো যায় এ নিয়ে তিনি চিন্তার দরিয়ায় ডুব দেন। আচমকা তার মাথায় আসলো মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা। তিনি নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে লোক পাঠালেন।

এই প্রস্তাব নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদরে গ্রহণ করেন। কারণ ওই সময়ে আবূ তালেবের সংসারে কিছুটা আর্থিক টানাপোড়েন চলছিল। তাই তিনি ভাবলেন এই ব্যবসা করে তার সংসারের কিছুটা হাল ধরা যাবে। লোক এসে সুসংবাদ দিল যে, মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সানন্দে এই প্রস্তাবে রাজী হয়েছেন। যেই বলা সেই কাজ। খাদীজা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর ব্যবসাপণ্য নিয়ে মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওনা দিলেন বাছরার পানে।

খাদীজা রাযিয়াল্লা-হু আনহা ছিলেন একজন চৌকস নারী। নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য সাথে মাইসারা নামে তার এক দাস প্রেরণ করেন। এতদিন উনি জনমুখে শুধু মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভূয়সী প্রশংসা শুনেছেন। এবার তিনি বাস্তবে তা প্রত্যক্ষ করবেন। বাছরার বিপণিবিতানে নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পণ্যগুলো উচ্চমূল্যে বিক্রি করেন এবং ফেরার পথে কিছু পণ্য কিনেন, যেন মক্কায় তা বিক্রি করতে পারেন। তার এই অভিনব কৌশলে মাইসারা চমকিত হয়।

মক্কায় এসে নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাছরা থেকে বোঝাইকৃত পণ্যগুলো বিক্রি করেন। তারপর খাদীজা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। খাদীজা রাযিয়াল্লা-হু আনহা তো আশ্চর্য হন! তিনি যারপরনাই পুলকিত হন। এই সফরে তার দ্বিগুণ লাভ হয়। তিনি নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে চুক্তিকৃত নির্ধারিত লভ্যাংশ দিয়ে দেন।

তারপর মাইসারাকে তলব করেন। তিনি তাকে বলেন, কোনো বিস্ময়কর ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে কি মাইসারা? সে বলল, হ্যাঁ। সফর থেকে ফেরার পথে আমরা এক স্থানে যাত্রাবিরতি করি। এমন সময় খ্রিষ্টানগির্জা থেকে হঠাৎ এক পাদরি আমাদের কাছে আসে। এসে মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে লক্ষ্য করে বলল, ইনিই হবেন শেষ নবী।

তোমাদের আসার পথে প্রত্যেকটি বৃক্ষ ও পাথর তাকে সেজদা করছিল। এই ঘটনা খাদীজা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর কান বিশ্বাস করতে পারছিল না। তিনি আনন্দের দোলনায় দোল খেতে লাগলেন। আর বিলম্ব করা যাবে না। তিনি মনস্থির করেন যে, মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বিয়ে করবেন।

বিষয়টি তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ বান্ধবী নাফিসাকে অবগত করান এবং নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচার সাথে এ ব্যাপারে কথা বলার জন্য প্রেরণ করেন। খাদীজা রাযিয়াল্লা-হু আনহা ওই সময় বিধবা ছিলেন। সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে তার বিয়ে আসছিল; কিন্তু তিনি প্রত্যেকটি নাকচ করে দেন।

যার ভাগ্যে আছে ভরা পূর্ণিমার উজ্জ্বল দীপ্তিময় চন্দ্র, তিনি কি অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার পরিবেশ গ্রহণ করবেন? এদিকে নাফিসা নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচা আবূ তালেবের সাথে বিষয়টা খোলাসা করলেন। আবূ তালেব নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে পরামর্শ করে নাফিসাকে জানায় যে, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র সম্মত আছে। অতএব, বিয়ের দিন ধার্য করা হোক।

দিন তারিখ ঠিক হয়ে বিয়ে হয়ে গেল। তাদের দিনগুলো খুব ভালো কাটছিল। খাদীজা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর শূন্য কোল ভরে গেল ফুটফুটে চার কন্যা ও দুই পুত্রের মাধ্যমে। তবে পুত্রদ্বয় শৈশবেই মারা যান, কেউ জীবিত ছিলেন না। এক পুত্রের

* শিক্ষক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বীরহাটাব-হাটাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

নাম ছিল কাসেম। আর এই মৃত কাসেমের নামেই নবী ﷺ-কে 'আবুল কাসেম' বলা হতো। তাদের দু'জনের বিয়ের ১৫ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। এখন নবী ﷺ-এর বয়স ৪০ বছর। তিনি এখন একাকী নির্জনে নিবৃত্তে থাকতে পছন্দ করেন।

নিঝুম রাতে মহান রবের ধ্যানে মগ্ন থেকে আত্মতৃপ্তি পান। অবিরাম শান্তি বোধ করেন। একপর্যায়ে তিনি চলে যান হেরা পর্বতশৃঙ্গের চূড়ায়। কিছু দিন পর্যন্ত তিনি ওই পর্বতে ইবাদত অর্চনায় মগ্ন থাকেন। মাঝে মাঝে খাদীজা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) নবী ﷺ-কে দেখে আসতেন। আঁচল পুরে রাসূল ﷺ-এর পছন্দের খাবার নিয়ে আসতেন। নিজ হাতে খাবার খাইয়ে দিতেন। অপলক দৃষ্টিতে একে অপরের চোখে চাওয়াচাওয়ি হতো। লজ্জা পেতেন মাঝে মাঝে খাদীজা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)। বিদায়ক্ষণে অশ্রুর ফোয়ারা গণ্ডদেশ বেয়ে বক্ষে টপ করে পড়ত। শত চাপা কষ্ট হৃদয়ে ধারণ করে প্রিয়তমকে ছেড়ে চলে আসতেন। খাবার শেষ হয়ে গেলে মাঝে মাঝে নবী ﷺ নিজেই চলে আসতেন।

একদিন শুভক্ষণে নবী ﷺ তাঁর সম্মুখে দেখতে পেলেন দিগন্তবিস্তৃত ৬০০ পাখাবিশিষ্ট এক অবয়ব। জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত যার বিস্তৃতি। তিনি আর কেউ নন, তিনি হলেন জিবরীল (আলাইহিস সালাম)। নবী ﷺ ফেরেশতাকে দেখে শঙ্কিত হয়ে গেলেন। যেন তিনি সবকিছু ঝাপসা ঝাপসা দেখছেন। ফেরেশতা নবী ﷺ-কে লক্ষ্য করে বললেন, اِقْرَأْ (পড়ুন)। তখন তিনি বললেন, 'আমি তো পড়তে পারি না'। এক পর্যায়ে নাযিল হলো- ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ - خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ - الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ 'পাঠ করুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিণ্ড থেকে। পাঠ করুন, আর আপনার রব অতিশয় দয়ালু। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না' *(আল-আলাক্ব, ৯৬/১-৩)*।

অতঃপর এ আয়াত নিয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁর হৃদয় তখন কাঁপছিল। তিনি খাদীজা বিনতু খুওয়াইলিদের নিকট এসে বললেন, 'আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত করো', 'আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত করো'। তাঁরা তাঁকে চাদর দ্বারা আবৃত করলেন। এমনকি তাঁর শঙ্কা দূর হলো। তখন তিনি খাদীজা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)-এর নিকট ঘটনাবৃত্তান্ত জানিয়ে তাঁকে বললেন, আমি আমার নিজেকে নিয়ে শঙ্কাবোধ করছি। খাদীজা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বললেন, আল্লাহর কসম! কখনই নয়। আল্লাহ আপনাকে কখনই লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সদাচরণ করেন, অসহায়-দুস্থদের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সহযোগিতা করেন, মেহমানের আপ্যায়ন করেন এবং হক্ব পথের দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন। অতঃপর তাঁকে নিয়ে খাদীজা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনু নাওফাল-এর নিকট গেলেন, যিনি অন্ধকার যুগে ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

যিনি ইবরানী ভাষায় লিখতে পারতেন এবং আল্লাহর তাওফীক্ব অনুযায়ী ইবরানী ভাষায় ইঞ্জীল হতে ভাষান্তর করতেন। তিনি ছিলেন অতি বৃদ্ধ এবং অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদীজা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) তাঁকে বললেন, 'হে চাচাতো ভাই! আপনার ভাতিজার কথা শুনুন'। ওয়ারাকা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাতিজা! তুমি কী দেখ?' আল্লাহর রাসূল ﷺ যা দেখেছিলেন, সবই বর্ণনা করলেন। তখন ওয়ারাকা তাঁকে বললেন, এটা সেই বার্তাবাহক যাকে আল্লাহ মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট পাঠিয়েছিলেন। আফসোস! আমি যদি সেদিন যুবক থাকতাম। আফসোস! আমি যদি সেদিন জীবিত থাকতাম, যেদিন তোমার ক্বওম তোমাকে বহিষ্কার করবে'। আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, ['তারা কি আমাকে বের করে দেবে?'] তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি যা নিয়ে এসেছো অনুরূপ (অহী) কিছু যিনিই নিয়ে এসেছেন, তাঁর সঙ্গেই বৈরিতাপূর্ণ আচরণ করা হয়েছে। সেদিন যদি আমি থাকি, তবে তোমাকে জোরালোভাবে সাহায্য করব। এর কিছুদিন পর ওয়ারাকা ইন্তেকাল করেন। আর অহীর বিরতি ঘটে।[১]

সুধী পাঠক! দেখলেন কীভাবে খাদীজা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) রাসূল ﷺ-কে আগলে রেখেছেন? কীভাবে তাকে অভয় দান করেছেন? সর্বপ্রথম তিনিই নবী ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ অহীর সত্যায়ন করেন।

ইসলামের প্রাতে নবী ﷺ যখন মক্কার কাফেরদের অপমান-লাঞ্ছনা সহ্য করে ক্লান্ত অবসন্ন শরীর নিয়ে ঘরে আসতেন, তখন খাদীজা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) তাকে সান্ত্বনার জলে সিক্ত করতেন। একবারের জন্যও বিরক্তিবোধ করতেন না। ভালোবাসার চাদরে আগলে রাখতেন। মাঝে মাঝে তাকে প্রণোদনা দিতেন, ধৈর্যধারণ করার কথা বলতেন।

অহীর গুরুদায়িত্ব পালন করতে গিয়ে রাসূল ﷺ ঠিকমতো কাজ করতে পারতেন না। আর ওই সময়ে খাদীজা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)

১. ছহীহ বুখারী, হা/৩।

নিজ সম্পদ থেকে রাসূল ﷺ-এর জন্য এবং সন্তানদের জন্য খরচ করতেন। কখনই তাকে চাপ দিতেন না।

হতদরিদ্র ছাহাবীগণ যখন ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাতর হয়ে যেতেন, তখন তিনি তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। এখন বলুন, নবী ﷺ যদি ১৮/১৯ বছরের এক তরুণীকে বিয়ে করতেন, তাহলে কী হতো! তরুণী কি এই ভূমিকা পালন করতে পারত? রাসূল ﷺ-কে কি আগলে রাখতে পারত?

আল্লাহ তাআলা জানেন যে, মক্কার এই ইয়াতীম মুহাম্মাদ ﷺ অচিরেই বিশ্ববাসীর নবী হতে যাচ্ছেন। তাই তিনি তার স্ত্রী হিসেবে নির্ধারণ করেছেন চৌকস, দানশীল, অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জীবনযুদ্ধে সংগ্রামী তেজস্বী এক রমণী।

মৃত্যু অবধি খাদীজা রাযিয়াল্লা-হু আনহা রাসূল ﷺ-কে হৃদয়ের গহীনে লুকিয়ে রেখেছেন। বিদ্ধ হতে দেননি কাফেরদের বুলির কাঁটা। এজন্যই নবী ﷺ খাদীজা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-কে কখনো ভুলে যাননি। বাড়িতে যদি কখনো ভালো কিছু রান্না করা হতো, তাহলে নবী ﷺ খাদীজা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর কথা স্মরণ করে তার কোনো বান্ধবীর বাড়িতে কিছু খাবার প্রেরণ করতেন।

আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, ‘আমি সবচেয়ে বেশি ঈর্ষা করতাম খাদীজা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-কে নিয়ে। রাসূল ﷺ প্রায়ই তার কথা বলতেন’। তার এই ত্যাগ ও সংগ্রামের কারণেই আল্লাহর কাছে পেয়েছেন মহাপুরস্কার।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى جِبْرِيْلُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَذِهِ خَدِيْجَةُ قَدْ أَتَتْ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيْهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّيْ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيْهِ وَلَا نَصَبَ.

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জিবরীল আলাইহিস সালাম নবী ﷺ-এর নিকট হাযির হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! ওই যে খাদীজা রাযিয়াল্লা-হু আনহা একটি পাত্র হাতে নিয়ে আসছেন। ওই পাত্রে তরকারি অথবা খাদ্যদ্রব্য অথবা পানীয় ছিল। যখন তিনি পৌঁছে যাবেন, তখন তাঁকে তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে এবং আমার পক্ষ থেকেও সালাম জানাবেন আর তাঁকে জান্নাতের এমন একটি ভবনের খোশখবর দিবেন, যার অভ্যন্তর ভাগ ফাঁকা-মোতি দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। সেখানে থাকবে না কোনো প্রকার শোরগোল; কোনো প্রকার দুঃখ-ক্লেশ।[২]

২. ছহীহ বুখারী, হা/৩৮২০।

‘মুসলিম উম্মাহর কাছে থার্টিফার্স্ট নাইট কেন বর্জনীয়’ প্রবন্ধটির বাকী অংশ

(৮) অর্থের অপচয় : এ রাতকে কেন্দ্র করে অনেক অর্থ অনৈসলামিক ও হারাম কাজে ব্যয় করা হয়। যা অপচয় ও অপব্যয়ের শামিল। আর ইসলাম অপব্যয়কারীকে শয়তানের ভাই হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ﴾ ‘হে বনী আদম! প্রত্যেক ছালাতের সময় তোমরা সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করবে, আহার করবে ও পান করবে, কিন্তু অপচয় করবে না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না’ *(আল-আ‘রাফ, ৭/৩১)*। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا - إِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾ ‘আত্মীয়স্বজনকে দিবে তার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্তা ও মুসাফিরকেও এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না। যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ’ *(বানী ইসরাঈল, ১৭/২৬-২৭)*।

(৯) সময়ের অপচয় : ইসলাম ধর্মানুযায়ী মানুষের প্রতিটি মুহূর্তই অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আমরা থার্টিফার্স্ট নাইট উদযাপন করে যে সময়গুলো নষ্ট করছি সেগুলো কি কখনো ফিরে আসবে? এ সময়টিতে আত্মপর্যালোচনা করার প্রয়োজন ছিল, বিগত বছরটা কতটুকু উৎপাদশীল ও কল্যাণকর কাজে ব্যয় করতে পেরেছি? আমি তো দিনদিন মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছি। সুতরাং আগামীর দিনগুলো যেন এর চেয়েও বেশি ফলপ্রসূ হয়।

সুধী পাঠক! বর্ষবরণের নামে আমরা কতগুলো মহাপাপে জড়িয়ে পড়ছি। অথচ এতে আমাদের লাভটা কী হচ্ছে? আমাদের আমলনামায় তো আরও নতুন পাপের ফিরিস্তি জমা হচ্ছে। তাই আসুন! আমরা অর্থের অপচয়ের মতো মহাপাপ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করি এবং বিজাতীয় কৃষ্টি-কালচার, রীতিনীতি ও হারাম কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখার চেষ্টা করি। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন- আমীন!

হাদীছে বর্ণিত রাসূল ﷺ-এর প্রিয় খাবারগুলো

-আব্দুল্লাহ আল-আমিন*

রাসূল ﷺ-এর দৈনন্দিন জীবনই হলো আমাদের জন্য অনুকরণীয়। তাঁর জীবনের দৈনন্দিন কাজের মধ্যে পানাহার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। রাসূল ﷺ-এর পানাহার বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে, তাঁর খাদ্য ও পানীয়ের পুরোটাই ছিল সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্যগুণে সমৃদ্ধ একেকটি উপাদেয় ডিশ। যা একজন মানুষকে সুস্থ-সবল জীবন ধারণের প্রতি উৎসাহিত করে। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে আমরা রাসূল ﷺ-এর পছন্দের কিছু খাবারের উপর আলোকপাত করার প্রয়াস পাব।

খেজুর : রাসূল ﷺ খেজুর খেতে ভালোবাসতেন। পুষ্টিগুণে ভরপুর খেজুরে রয়েছে ভিটামিন, আঁশ, ক্যালসিয়াম, আয়রন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও জিঙ্ক। খেজুর একজন সুস্থ মানুষের শরীরে আয়রনের চাহিদার প্রায় ১১ ভাগই পূরণ করে। খেজুরে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট শরীরে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়ায়।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْتٌ لاَ تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ.

আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন, ‘যে বাড়িতে খেজুর নেই, সে বাড়ির অধিবাসীরা অভুক্ত’।[১] রাসূল ﷺ সন্তান প্রসবের পর প্রসূতি মাকেও খেজুর খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

এছাড়াও আজওয়া খেজুরের বিশেষত্ব বর্ণনা করে হাদীছে এসেছে, সা‘দ তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرُّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ سُمٌّ وَلاَ سِحْرٌ ‘যে ব্যক্তি প্রত্যেকদিন সকালবেলায় সাতটি আজওয়া খেজুর খাবে, সেদিন কোনো বিষ ও যাদু তার ক্ষতি করবে না’।[২]

কিশমিশ : রাসূল ﷺ কিশমিশ খেতে ভালোবাসতেন। তিনি কিশমিশ ভেজানো পানি পান করতেন। কিশমিশের উপকারের কথা এক কথায় বলে শেষ করা যাবে না। কিশমিশে ভিটামিন, খনিজ, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ফাইটোনিউট্রিয়েন্টস, পলিফেনলস এবং অন্যান্য বেশ কয়েকটি ফাইবার রয়েছে। কিশমিশ শরীরে যেমন শক্তি যোগায়, তেমনি রক্ত উৎপাদনেও সহায়তা করে।

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ-এর জন্য কিশমিশ ভিজিয়ে রাখা হতো এবং তিনি সেগুলো পান করতেন।[৩]

ছারীদ : রাসূল ﷺ ছারীদ নামক এক ধরনের ঐতিহ্যবাহী আরব্য খাবার ভালোবাসতেন। ছারীদ হলো গোশতের ঝোলে ভেজানো টুকরো টুকরো রুটি দিয়ে তৈরি বিশেষ এক খাদ্য আর হায়স হলো মাখন, ঘি ও খেজুর দিয়ে যৌথভাবে বানানো খাবার।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أُتِيَ بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ. فَقَالَ كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسَطِهَا.

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ-এর কাছে একটি পেয়ালায় করে ছারীদ বা ঝোলে ভিজানো রুটি আনা হলে নবী ﷺ বললেন, ‘তোমরা চতুর্দিক থেকে খাও, মধ্য থেকে খেয়ো না। কেননা মধ্যেই বরকত বর্ষিত হয়’।[৪]

মিষ্টান্ন ও মধু : রাসূল ﷺ মিষ্টান্ন ও মধু পছন্দ করতেন। মিষ্টান্ন শরীরের ভিতর অ্যাসিড ক্ষরণের পরিমাণ কমিয়ে দেয়। ফলে হজম ভালো হয়। মিষ্টি খাবার খেলে শরীরে সেরিটোনিন নামের হরমোন ক্ষরিত হয়। এই হরমোন নিউরোট্রান্সমিটার হিসেবে কাজ করে। ফলে মিষ্টি খাবার খেলে আমাদের মধ্যে সুখ ও আনন্দের অনুভূতি তৈরি হয়। এই অনুভূতি শরীরের সামগ্রিক সুস্থতার জন্য অত্যন্ত জরুরী। আর মধু মানুষের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত এক অপূর্ব নেয়ামত। মধুতে প্রায় ৪৫টি খাদ্য উপাদান থাকে। মধুতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন, মিনারেল ও এনজাইম থাকে, যা শরীরকে বিভিন্ন রোগ-বালাই থেকে রক্ষা করে।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ الْحَلْوَاءُ وَالْعَسَلُ.

আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ-এর নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় দ্রব্য ছিল মিষ্টান্ন ও মধু।[৫]

দুধ : রাসূল ﷺ দুধ পছন্দ করতেন। দুধ একটি উপাদেয় খাবার। দুধকে বলা হয় সুপার ফুড। পৃথিবীর সব খাদ্যের সেরা খাদ্য দুধ। সর্বোচ্চ পুষ্টিমানের জন্যই দুধের শ্রেষ্ঠত্ব। মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষার মূল উপাদান দুধ। এতে আছে আমিষ, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, ফসফরাস, ভিটামিন এ, ভিটামিন ডি, ভিটামিন বি-১২, নিয়াসিন, রিবোফ্লাভিন, অ্যামাইনো এসিড ইত্যাদি। দুধের অপরিহার্য উপাদান ল্যাকটোজ যা দৈহিক গঠন, বিকাশ ও মেধা বৃদ্ধিতে সহায়ক।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُتِيتُ بِثَلاَثَةِ أَقْدَاحٍ قَدَحٌ فِيهِ لَبَنٌ وَقَدَحٌ فِيهِ عَسَلٌ وَقَدَحٌ فِيهِ خَمْرٌ فَأَخَذْتُ الَّذِى فِيهِ اللَّبَنُ فَشَرِبْتُ فَقِيلَ لِى أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ أَنْتَ وَأُمَّتُكَ.

---

* শিক্ষক, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

১. আবূ দাঊদ, হা/৩৮৩১, হাদীছ ছহীহ।

২. ছহীহ বুখারী, হা/৫৪৪৫।

৩. ছহীহ মুসলিম, হা/২০০৪।

৪. মিশকাত, হা/৪২১১, হাদীছ ছহীহ।

৫. ছহীহ বুখারী, হা/৫৬১৪।

আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'আমার সম্মুখে তিনটি পেয়ালা তুলে ধরা হলো, একটি পেয়ালায় আছে দুধ, একটি পেয়ালায় আছে মধু আর একটিতে শারাব। আমি দুধের পেয়ালাটি গ্রহণ করলাম এবং পান করলাম। তখন আমাকে বলা হলো, আপনি এবং আপনার উম্মত স্বভাবজাত বস্তু গ্রহণ করেছেন'।[৬]

মাখন : রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাখন খেতে ভালোবাসতেন। মাখন হলো একটি দুগ্ধজাত পণ্য। মূলত দুধ থেকে তার ঘন অংশটাকে আলাদা করে মাখন তৈরি করা হয়। মাখনের মধ্যে থাকে ভিটামিন এ, ডি, ই, কে এবং উৎকৃষ্ট মানের ম্যাঙ্গানিজ, জিঙ্ক, সেলেনিয়াম ও আয়োডিন। ভিটামিন ও খনিজের জন্যই এর পুষ্টিগুণ বাড়ে। দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখতে, হাড় সুগঠিত করতে, ত্বক ও চুলের পুষ্টিতে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে এবং রক্তসঞ্চালন বৃদ্ধিতে মাখন অত্যন্ত সহায়ক।

عَنِ ابْنَيْ بُسْرٍ السُّلَمِيَّيْنِ قَالاَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَوَضَعْنَا تَحْتَهُ قَطِيفَةً لَنَا صَبَبْنَاهَا لَهُ صَبًّا فَجَلَسَ عَلَيْهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ الْوَحْىَ فِى بَيْتِنَا وَقَدَّمْنَا لَهُ زُبْدًا وَتَمْرًا وَكَانَ يُحِبُّ الزُّبْدَ وَالتَّمْرَ.

সুলাইম গোত্রের বুসর-এর দুই পুত্রের সূত্রে বর্ণিত, তারা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের এখানে এলেন। আমরা তার বসার জন্য আমাদের একটি চাদর পেতে দিলাম। পানি ছিটিয়ে আমরা তা তার জন্য নরম করে দিলাম। তিনি তার ওপর বসলেন। তখন আমাদের ঘরে মহান আল্লাহ তার ওপর অহী নাযিল করলেন। আমরা তার সামনে মাখন ও খেজুর পেশ করলাম। তিনি মাখন ও খেজুর পছন্দ করলেন।[৭]

লাউ : সবজি জাতীয় তরকারির মধ্যে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লাউ খেতে পছন্দ করতেন। সকল অঞ্চলেই লাউ একটি জনপ্রিয় সবজি। লাউ ওযন কমাতে, হিট স্ট্রোকের ঝুঁকি কমাতে, হজমশক্তি বৃদ্ধিতে, ক্ষুধামন্দা দূর করতে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে খুব ভালো কাজ করে। আবার ত্বকের যত্নেও লাউ সমান উপকারী।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ الْقَرْعَ.

আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লাউয়ের তরকারী পছন্দ করতেন।[৮]

عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ قَالَ أَنَسٌ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَأَيْتُهُ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَيِ الْقَصْعَةِ قَالَ فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ.

আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, একবার একজন দর্জি রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে খাবারের দাওয়াত করেন। আমিও নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সঙ্গে সেই খাবারে অংশগ্রহণ করি। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে তরকারির বাটির বিভিন্ন দিক থেকে লাউয়ের টুকরো বেছে বেছে খেতে দেখেছি। আর সে দিন হতে আমি লাউ খুব পছন্দ করি।[৯]

যয়তুন : রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যয়তুন ও যয়তুনের তেল (Olive) খেতেন এবং ব্যবহার করতেন। যয়তুন এক ধরনের ফল। যার বৈজ্ঞানিক নাম Olea Europaea। এটি পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের উপকূলীয় এলাকা বিশেষ করে লেবানন, সিরিয়া, তুরস্কের সামুদ্রিক অঞ্চল, ইরানের উত্তরাঞ্চল তথা কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণে ভালো জন্মে। যয়তুনকে অনেকেই জলপাই (Ceylon Olive) এর সাথে এক করে ফেলে, যদিও এ দুটি সম্পূর্ণ আলাদা ফল। পরিবেশগত কারণে আমাদের দেশে যে জলপাই হয়, সেগুলোর সাথে যয়তুন ফলের কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। যয়তুন ফল আকারে কিছুটা ছোট হয়। তবে গবেষকরা যয়তুন ফল ও জলপাই এর মধ্যে অনেক গুণগত মিল খুঁজে পেয়েছেন। সহজ কথায়, যয়তুন ও জলপাই এক নয়। তবে এদের গুণগত বৈশিষ্ট্যে অনেক মিল রয়েছে। এতে আছে প্রচুর পুষ্টিকর ও খনিজ উপাদান। যেমন সোডিয়াম, পটাসিয়াম, আয়রন, ফসফরাস, আয়োডিন, ভিটামিন, অ্যামাইনো এসিড, অলেইক এসিড ইত্যাদি। জলপাই রক্তের অতিরিক্ত কোলেস্টেরল দূর করে, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে ও হার্টের সুরক্ষায় কাজ করে।

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ.

উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'তোমরা যয়তুন খাও এবং যয়তুনের তেল গায়ে মাখো। কারণ তা বরকতপূর্ণ গাছ থেকে নির্গত হয়'।[১০]

তরমুজ : রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফলের মধ্যে তরমুজ খেতে পছন্দ করতেন। তরমুজে শতকরা প্রায় ৯২ ভাগ পানি রয়েছে। যা আমাদের দেহের পানির চাহিদা মিটিয়ে শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখে। তরমুজে রয়েছে ভিটামিন সি ও ভিটামিন এ। এছাড়াও রয়েছে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, মিনারেল, অ্যামাইনো অ্যাসিড, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। তরমুজ কিডনি ও লিভার সুস্থ রাখতে কার্যকরী। এছাড়াও তরমুজ মনকে শান্ত রাখে, প্রবল গরমে দেয় ঠাণ্ডার প্রভাব।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ الْبِطِّيخَ بِالرُّطَبِ فَيَقُولُ نَكْسِرُ حَرَّ هَذَا بِبَرْدِ هَذَا وَبَرْدَ هَذَا بِحَرِّ هَذَا.

আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাজা খেজুর দিয়ে তরমুজ খেতেন। তিনি বলতেন, 'এর ঠাণ্ডা ওটার গরম কমাবে এবং এর গরম ওটার ঠাণ্ডা কমিয়ে দেবে'।[১১]

---

৬. ছহীহ বুখারী, হা/৫৬১০

৭. আবূ দাঊদ, হা/৩৮৩৭, হাদীছ ছহীহ।

৮. ইবনু মাজাহ, হা/৩৩০২, হাদীছ ছহীহ।

৯. ছহীহ বুখারী, হা/৫৩৭৯।

১০. তিরমিযী, হা/১৮৫১, হাদীছ ছহীহ।

১১. আবূ দাঊদ, হা/৩৮৩৬, হাসান।

শসা : রাসূল ﷺ সবজির মধ্যে শসা পছন্দ করতেন। শসা একটি উপকারি খাবার। শসাতে ক্যালরি খুবই কম পরিমাণে থাকে। এতে পানির পরিমাণ বেশি থাকে। শসায় আছে খাদ্য আঁশ, ভিটামিন সি, পটাসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, মিনারেলস ও ফাইবার। শশার রয়েছে নানা ভেষজ গুণ। ত্বকের যত্নে, পরিপাকতন্ত্র সুস্থ রাখতে, অতিরিক্ত মেদ কমাতে শশার বিকল্প নেই।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَّاءِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু জা'ফর ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ-কে শসার সাথে তাজা খেজুর খেতে দেখেছি।[১২]

অন্য একটি হাদীছে আয়েশা ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার মায়ের ইচ্ছা ছিল আমাকে স্বাস্থ্যবতী বানিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পাঠাবেন। এজন্য তিনি অনেক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন কিন্তু কোনো ফল হয়নি। শেষে তিনি আমাকে পাকা খেজুরের সঙ্গে শসা বা খিরা খাওয়াতে থাকলে আমি তাতে উত্তমরূপে স্বাস্থ্যের অধিকারী হই।[১৩]

সিরকা বা ভিনেগার : রাসূল ﷺ পানীয়ের মধ্যে সিরকা (Vinegar) ভালোবাসতেন। ভিনেগার হলো অ্যাসিটিক অ্যাসিড ব্যাকটেরিয়া দ্বারা ইথানলের গাঁজন প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত একটি অ্যাসিডিক তরল। ওযন কমাতে, ক্লান্তি দূর করতে, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে, হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে, হাইপার টেনশন নিয়ন্ত্রণে, অনিদ্রা দূর করতে ও হজম প্রক্রিয়া সচল করতে ভিনেগার ভালো কাজ করে।

عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نِعْمَ الإِدَامُ الْخَلُّ.

জাবের ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'সিরকা কতই না উত্তম তরকারি'।[১৪]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَ أَهْلَهُ الأُدُمَ فَقَالُوا مَا عِنْدَنَا إِلاَّ خَلٌّ فَدَعَا بِهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ وَيَقُولُ نِعْمَ الأُدُمُ الْخَلُّ نِعْمَ الأُدُمُ الْخَلُّ.

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ তাঁর পরিবারের লোকদের কাছে সালুন (তরকারি) চাইলে তারা বললেন, সিরকা ছাড়া আমাদের কাছে অন্য কিছু নেই। তখন তিনি তাই আনতে বললেন এবং খেতে খেতে বললেন, 'সিরকা কতই ভালো তরকারি, সিরকা কতই উত্তম তরকারি'।[১৫]

ছাগলের উরুর গোশত : গোশত জাতীয় খাদ্যের মধ্যে রাসূল ﷺ ছাগলের উরু ও পাঁজরের গোশত খেতে পছন্দ করতেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَحْمٍ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا.

আবূ হুরায়রা ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে বকরীর সামনের উরু পরিবেশন করা হলো। তিনি তা খুবই পছন্দ করতেন। অতঃপর তিনি তা থেকে দাঁত দিয়ে কেটে খেলেন।[১৬]

মোরগের গোশত : গোশত জাতীয় খাদ্যের মধ্যে রাসূল ﷺ মোরগের গোশত খেতেও ভালোবাসতেন। মোরগের গোশত খুবই সুস্বাদু একটি খাবার। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, শক্তি, শর্করা, আয়রন, সোডিয়াম ইত্যাদি।

عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى وَهُوَ يَأْكُلُ دَجَاجَةً فَقَالَ ادْنُ فَكُلْ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُهُ.

যাহদাম আল-জারমী ؒ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ মূসা ؓ-এর সামনে গেলাম। তিনি তখন মুরগির গোশত খাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, আমার সামনে এগিয়ে এসো এবং খাবারে অংশগ্রহণ করো। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি মুরগির গোশত খেতে দেখেছি।[১৭] আবূ মূসা ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি মোরগের গোশত ভক্ষণ করতে দেখেছি।[১৮]

এ ছাড়া বিভিন্ন হাদীছ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, রাসূল ﷺ মরুভূমিতে পাওয়া যায় এমন এক ধরনের পাখির গোশত, মাশরুম, বার্লি, গাজর, ডুমুর, ডালিম, সামুদ্রিক মাছ ইত্যাদি পছন্দ করতেন।

রাসূল ﷺ আমাদেরকে পরিমিত আহার করার নির্দেশনা দিয়েছেন। রাসূল ﷺ বলেন, 'মেরুদণ্ড সোজা রাখে এমন কয়েক গ্রাস খাবারই আদম সন্তানের জন্য যথেষ্ট, তার চেয়ে বেশি চাইলে পেটের এক-তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানীয়ের জন্য এবং এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য খালি রাখবে'।[১৯] নবী করীম ﷺ মদীনায় আসার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর পরিবারের লোকেরা এক নাগাড়ে তিন রাত গমের রুটি পেট পুরে খাননি।[২০] তারপরও বিভিন্ন সময় হাদিয়াস্বরূপ, দাওয়াতে এবং আল্লাহ তাআলা তাকে যা খাওয়াতেন তার প্রতিটি খাবারই ছিল খুব পরিমিত, উপাদেয়, সুষম এবং পুষ্টিগুণে ভরপুর। তাঁর খাদ্যাভ্যাস থেকে আমাদের জন্য অনেক কিছু শেখার রয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সকল খাবার সুন্নাতী তরীক্বায় এবং খাবারের প্রতিটি দানা হালাল উৎস থেকে গ্রহণ করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

---

১২. ছহীহ বুখারী, হা/৫৪৪০।
১৩. আবূ দাঊদ, হা/৩৯০৩, হাদীছ ছহীহ।
১৪. তিরমিযী, হা/১৮৩৯, হাদীছ ছহীহ।
১৫. ছহীহ মুসলিম, হা/২০৫২।
১৬. ছহীহ বুখারী, হা/৩৩৪০; তিরমিযী, হা/১৮৩৭।
১৭. তিরমিযী, হা/১৮২৬, হাদীছ ছহীহ।
১৮. তিরমিযী, হা/১৮২৭, হাদীছ ছহীহ।
১৯. তিরমিযী, হা/২৩৮০।
২০. ছহীহ বুখারী, হা/৫৪১৬।

‘আল্লাহু আকবার’ ধ্বনির গুরুত্ব ও তাৎপর্য : একটি পর্যালোচনা

-মো. হাসিম আলী*

‘আল্লাহু আকবার’ অর্থ আল্লাহ মহান। ‘আল্লাহু আকবার’ পৃথিবীতে উচ্চারিত শ্রেষ্ঠতম তাসবীহ, পবিত্রতম যিকির এবং বরকতময় এক মহান কালেমা। এটি সর্বোৎকৃষ্ট ধ্বনি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ স্লোগান। এর সমতুল্য কোনো ধ্বনি কিংবা স্লোগান পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই। এ স্লোগানের ভেতর লুকিয়ে আছে স্রষ্টার পরিচয়, তাঁর বড়ত্ব এবং মহত্ত্ব। এ ধ্বনির জাদুস্পর্শে ভীরুরা পরিণত হয় বীরে, কাপুরুষেরা পরিণত হয় অকুতোভয় সৈনিকে। এ ধ্বনির পরশে বৃদ্ধরা পরিণত হয় টগবগে তরুণে, আর তরুণরা অগ্নিস্ফুলিঙ্গে।

আল্লাহ তাআলাই একমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ এবং মহান সত্তা। শক্তি, সামর্থ্য কিংবা সম্মান কোনো দিক থেকেই তাঁর চেয়ে বড়, মহৎ, শ্রেষ্ঠ কেউ নেই। তাই একজন মুসলিমের কাছে ‘আল্লাহু আকবার’ এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ধ্বনি, প্রিয় বাক্য এবং প্রিয় স্লোগান কোনো কিছুই হতে পারে না। ‘আল্লাহু আকবার’ তাকবীর দেওয়া রাসূল ﷺ-এর সুন্নাত, ছাহাবীগণের আমল। তাদের তাকবীর ধ্বনিতে কাফের-মুশরিকদের অন্তরাত্মা থরথর করে কেঁপে উঠত। হাদীছে এসেছে, আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ অতি সকালে খায়বার প্রান্তরে প্রবেশ করেন। সে সময়ে ইয়াহূদীরা কাঁধে কোঁদাল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। তারা যখন তাকে দেখতে পেল, তখন বলতে লাগল—মুহাম্মাদ সেনাদলসহ আগমন করেছেন, মুহাম্মাদ সেনাদলসহ আগমন করেছেন। ফলে তারা দুর্গে ঢুকে পড়ল। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ তার উভয় হাত তুলে বললেন, ‘আল্লাহু আকবার, খায়বার ধ্বংস হোক’।[১]

‘আল্লাহু আকবার’ ধ্বনি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম এবং অফুরন্ত ছওয়াবের ভাণ্ডার। বিপদে-মুছীবতে, খুশি-আনন্দে, সফরে-সমরে সর্বাবস্থায় মুমিন ব্যক্তি ‘আল্লাহু আকবার’ বলে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করবেন। এটিই ঈমানের দাবি। এ ধ্বনি উচ্চারণের মাধ্যমে মুমিন ব্যক্তি তার প্রভুর প্রতি বিশ্বাসের প্রকাশ ঘটান এবং প্রভুর সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তোলেন। যে মুমিনের অন্তরে তাকবীরের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব যত বেশি হবে, তার ঈমানের প্রভাব তত বেশি প্রতিফলিত হবে। তাই আল্লাহর নাম ব্যতীত কিংবা আল্লাহর নামের মোকাবেলায় অন্যের নামে ধ্বনি তোলা বা শ্লোগান দেওয়া স্পষ্টত আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার শামিল। আল্লাহ তাআলা স্বয়ং তাঁর বড়ত্ব ও মহত্ত্ব ঘোষণার নির্দেশ দিয়ে বলেন, ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾ ‘আর আপনার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন’ *(আল-মুদ্দাছছির, ৭৪/৩)*। তিনি আরো বলেন, ﴿وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا﴾ ‘আর সসম্ভ্রমে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন’ *(বনু ইসরাঈল, ১৭/১১১)*। উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, ‘আল্লাহু আকবার’ দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বাক্য।[২]

‘আল্লাহু আকবর’ ধ্বনিকে অবলম্বন করে কবিরা পেয়েছেন কবিতার ভাষা, বীরেরা পেয়েছেন শৌর্য-বীর্য, ভীরুরা পেয়েছেন সাহস-শক্তি। ইতিহাস সাক্ষী, এ ধ্বনির জাদুস্পর্শে ভীরু-কাপুরুষ, আত্মভোলা ঘুমন্ত জাতির প্রতিটি সন্তান পরিণত হয়েছে নরশার্দূলে। এ ধ্বনিই যুগে যুগে মুসলিমদের বিশ্বজয়ের সাহস, শক্তি, প্রেরণা এবং মন্ত্রণা দিয়েছে। এ ধ্বনির কারণেই বিশ্বব্যাপী কালেমার পতাকা পতপত করে উড়েছিল। এ ধ্বনির কারণেই কালজয়ী জীবনাদর্শ ইসলামের জয়ধ্বনি করতে বাধ্য হয়েছিল সমগ্র বিশ্ব। বিশ্ববাসী আজও ভুলে যায়নি বদর, উহুদ, খন্দক, তাবূক, মুতা, ইয়ারমুক, কাদেসিয়া আর ইয়ামামার প্রান্তরের তাকবীর ধ্বনির কথা। কোটি কোটি হৃদয়ে আজও ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয় আবূ বকর, উমার, উছমান, আলী, জুবায়ের, খাব্বাব, খুবায়েব, খালেদ, খাল্লাদ, খাওলা, ছাফিয়্যা, হিন্দ (রাযিয়াল্লা-হু আনহুম), তারেক ইবনে যিয়াদ, মূসা ইবনে নুছাইর, মুখতার ছাকাফী, ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী, তিতুমীর (রহিমাহুমুল্লাহ)-এর মতো বীর-বীরাঙ্গনাদের তাকবীর ধ্বনি।

‘আল্লাহু আকবার’ ধ্বনি শয়তান ও তার দোসরদের অন্তরে জ্বালাপোড়া সৃষ্টি করে এবং তাদের পলায়নপরায়ণতাকে বৃদ্ধি করে। এক বর্ণনায় বসনিয়া যুদ্ধে মুজাহিদদের অবস্থানের কথা এভাবে তুলে ধরা হয়েছে, ‘যখন মুজাহিদরা ময়দানে আসতেন এবং ‘আল্লাহু আকবার’ ধ্বনি উচ্চারণ করতেন। আল্লাহর শপথ! তখন বিপুল পরিমাণে যুদ্ধাস্ত্র থাকা সত্ত্বেও সে অঞ্চলে একটা মুশরিক পুরুষ পাওয়া যেত না’। ‘আল্লাহু আকবার’ শ্লোগান শুনে শয়তান ও তার দোসরদের লেজ গুটিয়ে পলায়নের লক্ষ লক্ষ দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে আছে। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, ‘শয়তান যখন ছালাতের আযান (আল্লাহু আকবার আওয়ায) শুনতে পায়, তখন পশ্চাত বায়ু ছাড়তে ছাড়তে পালাতে থাকে, যেন আযানের শব্দ তার কানে পৌঁছতে না পারে। মুয়াজ্জিন যখন আযান শেষ করেন, তখন সে ফিরে এসে সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি করতে থাকে। সে পুনরায় যখন ইক্বামত

* সহকারী শিক্ষক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া।

১. ছহীহ বুখারী, হা/২৮২৯; ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৬৫।

২. তাফসীরে কুরতুবী, ১০/৩৪৫।

শুনতে পায়, আবার চলে যায় যেন এর শব্দ তার কানে না যেতে পারে। যখন ইক্বামত শেষ হয় তখন সে ফিরে এসে সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি করতে থাকে'।[৩]

'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি শয়তান এবং তার দোসরদের বিরুদ্ধে কীভাবে প্রতিরোধের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে তা দেখার জন্য বেশি দূর যেতে হবে না। ভারতের কর্ণাটকের কলেজ ক্যাম্পাসে উগ্রবাদি হিন্দু সন্ত্রাসী হায়েনাদের সম্মুখে মুসকান খানের 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি আজ বিশ্বের সকল নিপীড়িত মযলূম মানবতার প্রতিবাদের ভাষায় পরিণত হয়েছে। মুসকানের ধ্বনি আজ বিশ্ববাসীকে শক্তি ও সাহস যোগাচ্ছে, নতুন মন্ত্রে উজ্জীবিত করছে, গোলামী জিঞ্জির ছিন্ন করে নতুন করে বেঁচে থাকার প্রেরণা দিচ্ছে।

বাংলাদেশ ৯২ ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত একটি দেশ। এদেশের মানুষের ঘুম ভাঙে মসজিদের সুউচ্চ মিনার থেকে ভেসে আসা 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনির সুর মূর্ছনায়। তাদের সারাদিনের কর্মব্যস্ততার অবসান ঘটে এ ধ্বনির মাধ্যমে। এ ধ্বনির আহ্বানে সাড়া দিতেই লক্ষ-কোটি মুসলিম প্রতিদিন পাঁচ বার ছুটে যান মসজিদ পানে। এ দেশের আনাচেকানাচে প্রতি মুহূর্তে অযুত কণ্ঠে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয় এই পবিত্র ধ্বনি। এদেশের গ্রাম-গঞ্জে, শহর-বন্দর-নগরে প্রতি বছর হাজারো তাফসীর মাহফিল, ইসলামী জালসা, ওয়ায-মাহফিল, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম হয়ে থাকে। এসব অনুষ্ঠানে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি-প্রতিধ্বনি শোনা যায়। মোটকথা, বাঙালি মুসলিমদের সংস্কৃতি, বোধ-বিশ্বাস, নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে মিশে আছে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি। এ ধ্বনি তাদের অস্তিত্বের অংশ। শুধু বাংলাদেশী মুসলিমই নয়; বিশ্বের প্রায় ২০০ কোটি মুসলিম 'আল্লাহ আকবার' ধ্বনির সঙ্গে ব্যাপকভাবে পরিচিত। এ ধ্বনি বিশেষ কোনো দল বা গোষ্ঠীর নয়। এ ধ্বনি বিশ্বমুসলিমের হৃদয়ের স্পন্দন। তাদের জাতিসত্তার পরিচয়। এ ধ্বনি মুসলিমদের আবেগ-অনুভূতির অপর নাম। তাদের চেতনার বাতিঘর এবং প্রেরণার উৎস। এ ধ্বনি মুসলিমদের প্রতিবাদী স্লোগান, প্রতিরোধের ভাষা, বিজয়ের মন্ত্রণা। এ ধ্বনি বিশ্ব মুসলিমের সংস্কৃতি, বোধ-বিশ্বাস, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের অংশ। এটি বিশ্ব মুসলিমের জাতীয় স্লোগান। এ ধ্বনির মাধ্যমে মুসলিমহৃদয়ে জাগ্রত হয় বিশ্বাসের ফল্গুধারা, অমিততেজ, অসীম বিক্রম।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো— মুসলিম সন্তানদের অনেকেই আজ ইসলাম, ইসলামী আচার-সংস্কৃতি সম্পর্কে অজ্ঞ এবং উদাসীন। তারা মুসলিমদের সমৃদ্ধ ইতিহাস-ঐতিহ্য ভুলে বিজাতীয়দের অন্ধ অনুকরণে মানবরচিত তন্ত্র-মন্ত্র নিয়ে ব্যস্ত। সে কারণে স্রষ্টার মহত্ত্ব ও বড়ত্বসম্বলিত 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনির পরিবর্তে তারা সৃষ্টির নামে ধ্বনি দিচ্ছে, স্লোগান দিচ্ছে। অনেকেই আল্লাহর নামের স্লোগানকে বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর জন্য নির্দিষ্ট করে ফেলছে। কেউ কেউ আল্লাহর নামের ধ্বনিতে বিব্রতবোধ করছে। কেউ কেউ আল্লাহর নামের ধ্বনি পরিত্যাগ করে কিংবা এড়িয়ে চলে কিংবা দূরত্ব বজায় রেখে বিজাতীয় প্রভুদের সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করছে। কেউ আবার আল্লাহর নামের ধ্বনিকে নিজের বাপ-দাদার ধ্বনি বলে দাবি করছে। কেউ আবার ইনিয়ে-বিনিয়ে 'আল্লাহু আকবার'-এর মধ্যে বিশেষ জাতি গোষ্ঠীর গন্ধ খোঁজার চেষ্টা করছে। এখানেই শেষ নয়; ইসলামবিদ্বেষীদের একাংশ 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনিকে সমালোচনা, প্রতিরোধ, চ্যালেঞ্জ, মোকাবেলা এমনকি উৎখাত করার ঘোষণা দেওয়ার মতো স্পর্ধা দেখাচ্ছে।

প্রকৃতপক্ষে ইসলামবিদ্বেষীদের তাকবীরের বিরোধিতার ক্ষেত্রে দল, গোষ্ঠী, ভাষা কোনো সমস্যা নয়। তাদের কাছে সমস্যা হলো— ইসলাম, ইসলামী পুনর্জাগরণ ও বিজয়। 'আল্লাহু আকবার' স্লোগানের বিরোধিতাকারীরা আসলে ইসলামেরই বিরোধিতা করতে চায়। ইসলামের আওয়াজকে সংকুচিত কিংবা স্তব্ধ করতে চায়। কিন্তু কোটি মুসলিমের দেশে তাদের এ স্বপ্ন-সাধ কোনো দিনই পূরণ হবে না। কাফের-মুশরিক-মুনাফিক্ব এবং শয়তানের উত্তরাধিকারীরা যতই ষড়যন্ত্র করুক না কেন, আল্লাহ তাআলা তার দ্বীনকে বিজয়ী রাখবেনই। সম্প্রতি সময়ে চট্টগ্রামে এক রাজনৈতিক নেতার 'নারায়ে তাকবীর' শ্লোগান নিয়ে, আলোচনা-সমালোচনা ও বিতর্কের খবর সচেতন মহলের সবারই জানা। অথচ এসব অপরিণামদর্শীরা এ উপমহাদেশে ইসলামের প্রভাব, গভীরতা জানে না। জানে না তাকবীরের প্রভাব, তাকবীরের ইতিহাস। যারা অন্তরে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি বিশ্বাস, ধারণ ও লালন করেন, তাদের মোকাবিলা কিংবা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা দুনিয়ার কারও নেই।

একজন প্রকৃত মুসলিম কখনো আল্লাহর মোকাবিলায় অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করতে পারে না। সুতরাং 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি নিয়ে সমালোচনা করা, প্রতিক্রিয়া দেখানো, গোসসা করা, ক্ষোভ দেখানো কোনো মুসলিমের পক্ষে শোভনীয় নয়। যদি কেউ আল্লাহকে মহান এবং শ্রেষ্ঠ বলে উচ্চারণ করতে, প্রচার করতে, স্বীকৃতি দিতে দ্বিধা-সংকোচবোধ করে কিংবা হীনমন্যতার পরিচয় দেয়, তাহলে সে কখনোই ঈমানের দাবিতে সত্যবাদী হতে পারে না। হতে পারে না ইসলামের মহান ব্যক্তিদের যোগ্যতম উত্তরসূরী।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সর্বাবস্থায় তাঁর বড়ত্ব ও মহত্ত্ব ঘোষণার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

৩. ছহীহ মুসলিম, হা/৩৮৯; মুসনাদে আহমাদ, হা/৯১৬৯।

বৈচিত্র্যময় শীত

*-মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ**

বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য ঋতু হচ্ছে শীতকাল। শীতকাল একটি দারুন ঋতু। যদিও ঠাণ্ডায় গা হিম হয়ে যায়।

‘কনকনে ঠাণ্ডাতে
শীত এলো— এলো রে
ঠকঠকে কাঁপুনি
দম বুঝি গেল রে।
বিহানের সূর্যটা
ওই বুঝি— ওঠে রে
গেরামের চাষি ভাই
মাঠপানে ছুটে রে’।

হেমন্তের পরপরই আগমন করে এ শীতকাল। ঋতু পরিক্রমায় পৌষ ও মাঘ মাস শীতের জন্য হলেও প্রকৃতিতে শীত থাকে তিন-চার মাস। সাধারণত নভেম্বর মাস থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত। ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি এই দুই মাস একটু বেশি বেশি শীত থাকে।

‘চায় না মনে এমন দিনে
লেপ কাঁথা সুখ ছাড়তে রে..
আরাম করে হিম শীতে যে
হাত-পাগুলো নাড়তে রে’।

শীত আমাদের বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক রূপের একটি। আহ! কী যে অপরূপ ধরণি হয় তখন, ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। তবু কবিরা নীরব নিথর হাত গুটিয়ে বসে থাকেন না। কলমের আঁচড়ে ফুটিয়ে তোলেন শীতের রূপ। লিখেন ছড়া, কবিতা, গল্প।

শীতের রাতে গাছের পাতায় পাতায় কুয়াশা পড়ে। ছেঁয়ে যায় আমাদের বাসা-বাড়ির চারপাশ। এত ঘন কুয়াশা, কিচ্ছু দেখা যায় না। চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। সাদা চাদরে যেন আবৃত হয়ে যায় পুরো দেশটা।

সারাদিন সূর্যের মুখ দেখা যায় না। সকালে কুয়াশা কাটতে না কাটতেই কখন যে সন্ধ্যা নামে ভাবাই যায় না। দিনটিও হয়ে যায় একেবারে ছোট। কিন্তু রাত হয় দীর্ঘ।

‘শীত কুয়াশা একই সাথে
বাইরে যাওয়া যায় না রে..
সূর্য কোথায় মুখ লুকালো
আলো জ্বেলে চায় না রে।
শিশির পড়ে টপটপাটপ
বৃষ্টি যেন ঝরছে রে..
হিম কুয়াশা ওড়ে ওড়ে
স্মৃতির মিনার গড়ছে রে’।

অপরূপ বৈশিষ্ট্যের জন্য শীতকাল বছরের অন্য ঋতু থেকে স্বতন্ত্র। শীতের সকালে কুয়াশা কাটলে আস্তে আস্তে বিরাট একটি লাল বর্ণের থালার মতো সূর্য পূর্ব দিগন্তে দেখা যায়।

‘বিহান বেলা টগবগিয়ে সূর্যের আলো ফুটে
মাঠের বুকে শিশিরগুলো এক নিমিষে লুটে।
আমন ধানের ক্ষেতে বসে চখাচখির মেলা
কৃষক চোখে স্বপ্ন বুনে কেটে যায় বেলা’।

হঠাৎ রোদ উঠে। শীতের রোদ আহা কী যে মিষ্টি! রোদ পোহানোর জন্য মানুষ খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। পাটালি গুড় দিয়ে অথবা সর্ষে তেল পিঁয়াজ কাঁচামরিচ ধনে পাতায় মুড়ি মাখিয়ে খেতেও খুব মজা। রোদ ওঠার সাথে সাথেই কুয়াশা পালাতে শুরু করে। মানুষ রোদ না পোহায়ে অনেক সময় খড় কুটা দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে আগুন পোহায়। গাছের সবুজ কচিপাতা টগবগিয়ে জাগে। পাখিগুলো পাতার ফাঁকে বসে সূর্যের তাপ পোহাতে নতুন স্বপ্ন আঁকে।

‘শীত সকালে রোদের কিরণ
বড্ড মিঠা লাগে
সবুজ কচি গাছের পাতা
টগবগিয়ে জাগে।
শীতসকালে পাখিগুলো
পাতার ফাঁকে থাকে
রোদের কিরণ তাপ পোহাতে
নতুন স্বপ্ন আঁকে’।

মূলত শীতের আসল সৌন্দর্য গ্রামে। কুয়াশার চাদরে আবৃত থাকা গ্রামীণ দৃশ্য ধরা পড়ে সকালের মিষ্টি রৌদ্রময় সময়ের অপেক্ষা করার অনুভূতিগুলোতে। আর কুয়াশাচ্ছন্ন প্রকৃতি, শিশির সিক্ত রাস্তাঘাট, হিমেল বাতাসের মিষ্টি মধুর আমেজ শীতকালে এক ভিন্ন রূপ বয়ে নিয়ে আসে সোনার বাংলায়।

‘এলো পৌষ মাস—
সকাল গিয়ে সন্ধ্যা নামে
শহর নগর গাঁও গেরামে
ঠাণ্ডায় বসবাস।
এলো পৌষ মাস—
কনকনে শীত রাস্তা ঘাটে
চাষীরা নেই ধানের মাঠে
যদিও বিজয় মাস’।

শীতকালে আল্লাহর আরেক নেয়ামত ফুলে-ফলে ভরপুর হয় সারা দেশ। এসব ফুলের রূপ সৌন্দর্য, পরশ মানুষের মনে দারুণ অনুভূতির জন্ম দেয়।

‘বাতাস পেলে দোল খেয়ে যায়
মল্লিকা ফুলগুলি,
রোদের ঝলক হাসি ছড়ায়
গান ধরে বুলবুলি’।

* মুহিমনগর, চৈতনখিলা, শেরপুর।

শীতকালে টাটকা শাকসবজি ও তরকারি পাওয়া যায়। মূলা, গাজর, লাউ, কুমড়া, সরিষা, শালগম, আলু, পালংশাক, বেগুন, শিম, বরবটি, মটরশুঁটি, ফুলকপি, বাঁধাকপি প্রভৃতি শীতকালীন সবজি ও ফসলের দৃশ্য গ্রামবাংলার ক্ষেতে ক্ষেতে দেখলে মন ভরে ওঠে।

'সর্ষে ফুলে খেত ভরেছে
মৌমাছি যে ওড়ছে
ফুল তুলিতে ছেলেমেয়ে
খেতের পাশে ঘুরছে'।

আহা রে! শীতকালে কত রকমের মাছ ধরা পড়ে খালে, বিলে, নদীতে। আর শিং, শৈল, কৈ, বোয়ালসহ বিভিন্ন ধরনের সুস্বাদু মাছ শীত মৌসুমেই বেশ মিলে। এ আল্লাহর এক খাছ নেয়ামত।

পিঠাপুলি তো শীতকালে গ্রামবাংলার আরেক ঐতিহ্য। বাংলার শীতকাল আর পিঠা যেন একসূত্রে গাঁথা। কৃষকের ঘরে হেমন্তে নতুন ধান ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় পিঠা তৈরির কাজ। চলতে থাকে তা পুরো শীতকাল জুড়ে।

'হেমন্তে ঐ মাঠে মাঠে
আমন ধান যে পাকে
গন্ধ ছড়ায় ছন্দ গড়ায় গাঁয়ের বধুর নাকে।
মন ভরে যায় ধানের ঘ্রাণে
অবকাশের ফাঁকে
নবান্ন তাই পিঠাপুলি হাতছানিতে ডাকে'।

বেশির ভাগ পিঠাই মিষ্টিপ্রধান, কিছু পিঠা ঝালজাতীয়। এক এক অঞ্চলে এক এক রকমের পিঠা তৈরি হয়। একই পিঠার নামও আবার অঞ্চলভেদে ভিন্ন। তবে এমন কিছু পিঠা আছে, যা দেশের প্রায় সব অঞ্চলেই বানানো হয়।

শীতকালীন পিঠার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— চিতই, পাকান, পাটিসাপটা, ভাপা, পুলি, ম্যারা, নারকেল ভাজা পুলি, নারকেল সিদ্ধ পুলি, নারকেল ঝুরি পিঠা, তেলপোয়া পিঠা, ঝাল পিঠা, বিস্কুট পিঠা, খাস্তা পিঠা, তেলেভাজা, ফুলঝুরি, নকশি, গোলাপ ফুল, দুধ পিঠা, লাউ পায়েস, ছিট পিঠা, সিদ্ধ পিঠা, মালপোয়া পিঠা, মালভোগ, ক্ষীরকুলি, মালাই পিঠা, গজা, রুটি পিঠা, দুধ পায়েস, পুতুল পিঠা, লরি পিঠা, তারাজোড়া, জামাই পিঠা, ঝুরি পিঠা, বিবিয়ানা পিঠা, খান্দেশা পিঠা, পাতা পিঠা, গুলগুলা, লবঙ্গ পিঠা, ক্ষীরডুবি, খাস্তা পিঠা, ঝালপোয়া পিঠা, কুলি পিঠা, দুধকুলি পিঠা, জামাই কুলি পিঠা, হাঁড়ি পিঠা, চাপড়ি পিঠা, চুটকি পিঠা, রসপুলি, মুরালি পিঠা, খান্দাশ, পয়সা পিঠা, চুষি পিঠা ইত্যাদি।

'ফাগুন মাসে গ্রামাঞ্চলে
নতুন ধানে ভরে
সেই ধানেতে পিঠাপুলি
সবার ঘরে ঘরে।
চিতই ভাপা-খেজুর রসে
তেলের পোয়া পিঠা
মায়ের হাতে তৈয়ার করা
খাইতে বড়ই মিঠা'।

অতিথি পাখির আগমন বাংলার আরেক বৈচিত্র্য। প্রতি বছর শীতকালে শীতের যেসব পাখি আমাদের দেশে আসে, তাদেরকে বলা হয় অতিথি পাখি বা পরিযায়ী পাখি। কবি বলেছেন—

'নীলাকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে পরিযায়ী পাখি,
শীতে নামে বিলেঝিলে ভালোবাসে আঁখি।
বড্ড মায়া লাগে— অসহায়ের বেশে,
পরিযায়ী পাখিগুলো আসে বাংলাদেশে।
ভালোবাসে বাংলা এই মৌসুমে
বিলেঝিলে থাকে— নিগূঢ় ঘুমে।
ভয় নেই, তারা যেন শীতদেশ ছেড়ে
তবু পড়ে যায়— দুষ্টদের ফাঁদে'।

অতিথি পাখি আসে মূলত হিমালয়ের পাদদেশ আর রাশিয়ার বিভিন্ন জায়গা থেকে। এই পাখিগুলো দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনই সুন্দর এদের গায়ের বাহারি রং। ওদের দেখলেই মন ভরে যায়। নামগুলোও বেশ চমৎকার। শীতের পাখিদের মধ্যে বালিহাঁস, গিরিয়া হাঁস, সাদা মানিকজোড়, নারুদ্দি, চিনাহাঁস, নাইরাল ল্যাঙ্গি, ভোলাপাখি, হারিয়াল, বনহুর, বুরলিহাস, সিরিয়া পাতিরা, পিয়াংচিনা, কবালি, যেনজি, প্রোভায়, নাইবাল, ডেলা ঘেনজি, গ্রাসওয়ার, গেন্ডাভার, বারহেড, রাঙ্গামুরি, বড়গুলিন্দা, হট্টি টি, ডাহুক, কোড়া, বাটাং, পানকৌড়ি, বড় বক অন্যতম।

'অচেনা দেশ সাইবেরিয়া
নানান পাখির দেশ,
শীত ঋতুতে ঠাণ্ডা পড়ে
কঠিন পরিবেশ।
জীবন বাঁচার লড়াই করে
উড়ে আসে সব,
বাংলাদেশে পাড়ি জমায়
করে কলরব।
কী অপরূপ অতিথি এই
পাখির কারুকাজ,
নদীর কুলে পাখির মেলায়
নানা রকম সাজ'।

শীতকাল আসার সঙ্গে সঙ্গে এ পাখিগুলো আমাদের দেশে আসতে শুরু করে। তারপর মার্চ থেকে এপ্রিলের দিকে ওদের দেশে বরফ গলতে শুরু করলে ফিরে যেতে থাকে নিজেদের দেশে। কিন্তু কিছু দুষ্ট মানুষ তাদের শিকার করে।

'ধরে পাখি পরিযায়ী— দুষ্ট দলে দলে
ছলে বলে শিকারীরা কূটকৌশলে।
মানে না যে— আইন বিধান তারা অভয়াশ্রম
ভালোবাসা নেইতো কভু— তাই শিকারেতে যম'।

এ সবকিছুই আল্লাহর নেয়ামত। নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে উভয় জগতের সুফল ভোগ করা যায়।

সৎকর্মশীলদের গুণকীর্তন করার আদব ও ফযীলত

[২০ ছফর, ১৪৪৪ হি. মোতাবেক ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২২। পবিত্র হারামে মাক্কীতে (কা'বা) জুমআর খুৎবা প্রদান করেন ***শায়খ ড. উসামা ইবনু আব্দুল্লাহ আল-খায়ইয়াত*** *হাফিযাহুল্লাহ। উক্ত খুৎবা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এর আরবী বিভাগের সম্মানিত পিএইচ-ডি গবেষক* ***আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ।*** *খুৎবাটি* ***'মাসিক আল-ইতিছাম'****-এর সুধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো।]*

প্রথম খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্যই। তিনি যাকে ইচ্ছা ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথে চালিত করেন। আমি সেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রশংসা জ্ঞাপন করছি, যিনি স্নেহময় ও পরম দয়ালু। আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো মা'বূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আমাদের মহান নেতা ও নবী মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। তিনি সঠিক পথ প্রদর্শনকারী ও মহান চরিত্রের অধিকারী। হে আল্লাহ! আপনি আপনার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর দরূদ বর্ষণ করুন এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও ছাহাবীদের উপরও শান্তি বর্ষণ করুন, যারা কল্যাণ ও গভীর মর্যাদার অধিকারী। আর তাদের উপর ক্বিয়ামত পর্যন্ত অগণিত শান্তির ধারা অবতীর্ণ করুন।

অতঃপর, হে আল্লাহর বান্দাগণ! আপনারা আল্লাহকে ভয় করে চলুন। একমাত্র তাঁর নিকটেই অসীলা বা মধ্যস্ততা কামনা করুন এবং তাঁকেই ভয় করুন। অতঃপর যে আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁরই অভিমুখী হয় তার জন্য রয়েছে সৌভাগ্য, আল্লাহ তাআলা তাকে নেয়ামত দেন এবং মনোনীত করেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। তিনি নিজে অনুগ্রহের দ্বিগুণ অংশ তোমাদেরকে দিবেন, তোমাদেরকে দিবেন জ্যোতি, যার সাহায্যে তোমরা চলবে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়' *(আল-হাদীদ, ৫৭/২৮)*।

হে মুসলিম সম্প্রদায়! একমাত্র সৎকর্মশীল ও আমলকারীগণই প্রশংসার যোগ্য। মুজতাহিদগণের জন্যও রয়েছে গুণকীর্তন। নীতিমালা হবে কুরআনের আলোকে, হেদায়াত হবে নবী ﷺ-এর দেখানো পথে। যে পথে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ চলেছেন এবং যেই পথকে ন্যায়ের পথ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাক্বওয়াবান সৎকর্মশীলরাই একে আঁকড়ে ধরে থাকেন, যাদের অন্তর সকল প্রকার বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত এবং তাদের অন্তরগুলো তুচ্ছতাচ্ছিল্যতা ও যাবতীয় বিদ্বেষ থেকে পবিত্র।

নিশ্চয়ই তারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের রবের কিতাব তেলাওয়াত করে, যাতে নবী ﷺ-এর ছাহাবীদের জন্য তাদের সুন্দর গুণাবলি ও সম্মানিত কাজের উত্তম প্রশংসাগাথা রয়েছে। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾

'মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকূ ও সিজদারত দেখবেন। তাদের মুখমণ্ডলে রয়েছে সিজদার চিহ্ন। তাওরাতে তাদের অবস্থা এরূপ এবং ইঞ্জীলে তাদের অবস্থা যেমন একটি চারা গাছ যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর তা শক্ত ও মযবূত হয় এবং কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে, চাষিকে আনন্দে অভিভূত করে, যাতে আল্লাহ তাদের দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন' *(আল-ফাতহ, ৪৮/২৯)*।

একইভাবে কুরআনুল কারীমে এই উম্মতের প্রশংসাগাথার উল্লেখ পাওয়া যায়। কেননা তারাই হলো সর্বোত্তম জাতি, মানুষের জন্য অধিক উপকারী। যেহেতু তারা আল্লাহ ও তাঁর

রাসূল ﷺ যা আদেশ করেছেন তার আদেশ করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে নিষেধ করে। আর তারা একমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ ‘তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে’ *(আলে ইমরান, ৩/১১০)*।

এছাড়া কুরআনুল কারীমের মধ্যে আনছার ছাহাবীদের প্রশংসাগাথার উল্লেখ পাওয়া যায়, তাদের ভাই মুহাজির ছাহাবীদের প্রতি হৃদ্যতা ও নিজেদের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও কাছে থাকা সবকিছু দ্বারা তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ‘যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদীনায় বসবাস করেছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা মুহাজিরদের ভালোবাসে, মুহাজিরদের যা দেওয়া হয়েছে, তজ্জন্যে তারা অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম’ *(আল-হাশর, ৫৯/৯)*।

যখন তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহর দিকে দৃষ্টি ফেরাল তখন সেখানে আল্লাহর সৎকর্মশীল বান্দাদের প্রশংসায় অগণিত স্পষ্ট প্রমাণপঞ্জি পেল, যেখানে তাদের মহান স্বভাব ও সুন্দর বৈশিষ্ট্যের প্রশংসা করা হয়েছে।

স্বয়ং নবী করীম ﷺ আবূ বকর ছিদ্দীক্ব রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর দ্বীন গ্রহণে অগ্রগামিতা, উত্তম সাহসিকতা এবং আল্লাহর রাস্তায় তার সম্পদ খরচ করার গুণকীর্তন করেছেন। ছহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীছে এসেছে, আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ ‘নিজের সাহচর্য ও সম্পদ দিয়ে আমাকে যিনি সবচেয়ে বেশি ইহসান করেছেন তিনি হলেন আবূ বকর’।[১] রাসূলুল্লাহ ﷺ উমার ইবনুল খাত্ত্বাব রাযিয়াল্লা-হু আনহু সম্পর্কে বলেন, والذي نَفْسِي بِيَدِهِ ما لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجًّا قَطُّ، إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غيرَ فَجِّكَ ‘কসম ঐ সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তুমি যে পথে গমন কর শয়তান কখনো সেই পথে চলে না বরং সে তোমার পথ ছেড়ে অন্য পথে চলে’।[২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ আনছার ছাহাবীদের প্রশংসা করেছেন, যা ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ স্বীয় ‘আছ-ছহীহা’-এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে হিজরত করানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত না হতো, তাহলে আমি আনছারদের মধ্যকারই একজন থাকতাম। যদি লোকজন কোনো উপত্যকা ও গিরিপথ দিয়ে চলে তা হলে আমি আনছারদের উপত্যকা ও গিরিপথ দিয়েই চলব। আনছারগণ হলো (নববী) দেহসংযুক্ত গেঞ্জি আর অন্যান্য লোক হলো উপরের জামা’।[৩]

এছাড়া তিরমিযীতে ছহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসান ও হুসাইন রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা সম্পর্কে বলেন, الحسنُ والحسينُ سيِّدَا شبابِ أهلِ الجنةِ ‘হাসান ও হুসাইন জান্নাতের যুবকদের নেতা হবেন’।[৪] রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে আব্দুল ক্বায়েস গোত্রের আশাজ্জ আব্দুল ক্বায়েস গমন করলে তার প্রশংসা করে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة ‘তোমার দুটি বিশেষ গুণ রয়েছে, যা আল্লাহ পছন্দ করেন (তা হলো) সহিষ্ণুতা ও ধীর-স্থিরতা’।[৫] এছাড়াও বিভিন্ন হাদীছের কিতাবের মানাকিব অধ্যায়গুলোতে এ ধরনের অনেক ঘটনা সংকলিত হয়েছে। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, উক্ত কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক মানহাজ উম্মতের সালাফগণের উপর সর্বোচ্চ প্রভাব ফেলেছিল; যারা তাদের কাছে উত্তম কাজ ও উন্নত স্বভাবের জন্য যারা প্রশংসার যোগ্য তারা তাদের প্রশংসা করেছে। যেমন ইমাম সুফিয়ান ছাওরী ও আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুমাল্লাহ ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে বলেছেন, ‘ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ হলেন তার সময়কালের সবচেয়ে বড় ফক্বীহ’। ইমাম

১. ছহীহ বুখারী, হা/৪৬৬।
২. ছহীহ বুখারী, হা/৩২৯৪; ছহীহ মুসলিম, হা/২৩৯৬।
৩. ছহীহ বুখারী, হা/৪৩৩০।
৪. তিরমিযী, হা/৩৭৩৮; ইবনু মাজাহ, হা/১১৮।
৫. ছহীহ বুখারী, হা/৩২৯৪; ছহীহ মুসলিম, হা/২৩৯৬।

শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে বলেন, 'আলেমদের কথা উল্লেখ করতে গেলে ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন আকাশের নক্ষত্র সমতুল্য, ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ হলেন সৃষ্টির উপর দলীলস্বরূপ'। ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ স্বীয় ছাত্র ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে বলেন, 'আমি বাগদাদ থেকে প্রস্থানের সময় আহমাদ ইবনু হাম্বলের চেয়ে অধিক উত্তম, তাক্বওয়াশীল, জ্ঞানী ও ফক্বীহ ব্যক্তি অন্য কাউকে ছেড়ে আসিনি'। আবার ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে বলেন, 'যে ব্যক্তিই হাতে দোয়াত কলম নিয়েছে, তার প্রতিই ইমাম শাফেঈ রাহিমাহুল্লাহ-এর অনুগ্রহ রয়েছে'। এছাড়া যখন ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ স্বীয় উস্তায ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ-কে একটি হাদীছ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ তার উদ্দেশ্যে হাদীছের ইল্লত বা দুর্বল হওয়ার কারণ স্পষ্ট করেছিলেন, তখন ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ তার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'হে উস্তাযের উস্তায! হে হাদীছের ঈলাল বিষয়ে মহান বিদ্বান! আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন'।

এটাই ছিল প্রত্যেক যুগে ও প্রত্যেক শহরের মর্যাদাবান ব্যক্তিদের অবস্থা এবং আলেমদের রীতি যা ক্বিয়ামত অবধি চলতে থাকবে।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! নিশ্চয় সৎকর্মশীলদের গুণকীর্তনের মধ্যে অনেক হিকমাহ ও গুরুত্বপূর্ণ ফায়েদা রয়েছে। যেমন, প্রশংসার যোগ্য ব্যক্তির সুন্দর স্বভাব-চরিত্র ও প্রশংসিত কাজের দিকে দৃষ্টি ফেরানো। যে ব্যক্তি এসকল সুন্দর গুণের অধিকারী তাকে এর উপর অটল থাকার প্রতি উৎসাহ উদ্দীপনা দেওয়া। এসকল সুন্দর গুণের অধিকারী নয় এমন ব্যক্তিদের বীরত্বপূর্ণ কাজে উদ্বুদ্ধ করা ও দৃঢ়প্রত্যয়ী হতে উৎসাহ দেওয়া। আদল বা ন্যায়নিষ্ঠার সাথে কার্য সম্পাদন করা অর্থাৎ ব্যক্তি যেভাবে ভুলকারীর সমালোচনা করবেন সেভাবে সৎকর্মশীলদের জন্য তাদের সৎকর্মেরও প্রশংসা করবেন।

অতএব, সর্বোত্তম হলো প্রত্যেকে এসব উত্তম আচরণ গ্রহণ করবেন, এসব গুণাবলিতে নিজেকে অলংকৃত করবেন এবং এসব গুণাবলির উপরেই নিজ নিজ সন্তানসন্ততি, পরিবার এবং তার অধীনস্তদের অভ্যস্ত করাবেন। এ বিষয়গুলো আল্লাহ তাআলা যার জন্য সহজ করে দেন এবং তাওফীক্ব দেন তার জন্য এটি খুবই সহজ।

এটি একটি 'কালেমা তায়্যেবাহ' বা উত্তম কথা, যা দ্বারা ব্যক্তি নিজের ও তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে ছাদাক্বা আদায় করেন, যার প্রতিদান তাকে দেওয়া হবে। যেমন হাদীছে এসেছে, والكلمةُ الطيبةُ صدقةٌ 'উত্তম কথাও ছাদাক্বা'।[৬] আর সৎকর্মশীল ব্যক্তির জন্য দু'আ অর্থাৎ সৎকর্মশীলের জন্য উত্তম প্রতিদানের দু'আ। এটি একটি ইবাদত যা দাঈদের উপর বর্তায়। যেমন তিরমিযী ও ইবনু মাজাহতে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত ছহীহ হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, الدعاء هو العبادة 'দু'আও একটি ইবাদত'।[৭]

হে আল্লাহর বান্দাগণ! নিশ্চয় মানুষ নিজেকে হিংসা থেকে দূরে রেখে উত্তমের স্তরে উন্নীত হওয়া এবং সকল মর্যাদাকর ও কল্যাণকর কাজে সালাফগণের অনুকরণ ব্যতীত অকৃজ্ঞতা, মূর্খতা, পরিবারের ভালো কাজের স্বীকৃতি দিতে না পারার মতো খারাপ চরিত্র থেকে মুক্ত হতে পারবে না।

এছাড়া উক্ত উত্তম চরিত্র ও গৌরবময় স্বভাবে নিজেকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করার মধ্যে আরও অগণিত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে যা এই উম্মতে মুহাম্মাদীর উজ্জ্বল রূপরেখাকে তুলে ধরে। যখন ব্যক্তি সৎকর্মশীলের ইহসানকে স্বীকার করবে, তার প্রশংসা করা হবে যেভাবে একজন ভুলকারীকে তার ভুলের জন্য সমালোচনা করা হয়। এটিই হলো আদল বা ন্যায়নিষ্ঠতার সাথে সকল সৃষ্টির সাথে আচরণ। এই নির্দেশনা দিয়েই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে এবং কোনো সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনও ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করো না। সুবিচার করো, এটাই আল্লাহভীতির অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা যা কর, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সর্বাধিক জ্ঞাত' *(আল-মায়েদাহ, ৫/৮)*।

আল্লাহ তাআলা আমাকে ও আপনাদেরকে তাঁর কিতাবের হেদায়াত থেকে এবং তাঁর নবীর সুন্নাহ থেকে উপকৃত করুন।

---

৬. ছহীহ বুখারী, হা/২৯৮৯; ছহীহ মুসলিম, হা/১০০৯।
৭. আবূ দাঊদ, হা/১৪৭৯; তিরমিযী, হা/২৯৬৯।

দ্বিতীয় খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর নিমিত্তে, আমরা তার প্রশংসা করছি। তাঁর কাছে সাহায্য চাচ্ছি ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের নাফসের কুপ্রবৃত্তি ও আমলের ভুলভ্রান্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ যাকে হেদায়াত দেন, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান, কেউ তাকে হেদায়াত দিতে পারে না। আর আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো মা'বূদ নেই, তিনি একক তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ! অগণিত দরূদ ও শান্তি বর্ষণ করুন আপনার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! নিশ্চয় সৎকর্মশীল ব্যক্তির প্রশংসার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি বর্জনীয়। কেননা ছহীহায়নে বর্ণিত হাদীছে এ থেকে নিষেধ করা হয়েছে। ছহীহ আল-বুখারীর হাদীছে এসেছে, আবূ মূসা আশআরী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে অপর এক ব্যক্তির প্রশংসা করতে শুনে বললেন, 'তোমরা তাকে ধ্বংস করে দিলে' কিংবা (রাবীর সন্দেহ) বলেছেন, 'তোমরা লোকটির মেরুদণ্ড ভেঙে ফেললে'।[৮] ছহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, احثُوا في وجوه المدّاحينَ التُّرابَ 'তোমরা (মুখোমুখি) প্রশংসাকারীদের দেখলে তাদের মুখে ধুলা ছিটিয়ে দিয়ো'।[৯]

সৎকর্মশীলদের উপর আবশ্যক হলো, তিনি তার রবের সন্তুষ্টি লাভ ও আমল কবুলের জন্য সর্বাত্মক মেহনত করবেন। তিনি প্রশংসার যোগ্য ব্যক্তির প্রশংসা করবেন এবং কখনোই সমালোচনাকারীর সমালোচনা করবেন না। যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ নিয়্যতে, সুন্দর বাসনার সাথে একমাত্র মহান রবের সন্তুষ্টি লাভের জন্য সৎআমল করবে, আল্লাহ তার প্রতিদানকে কখনই নষ্ট করবেন না।

অতএব, হে আল্লাহর বান্দাগণ! আল্লাহকে ভয় করে চলুন। আল্লাহর উত্তম সৃষ্টি মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ ﷺ-এর উপর দরূদ ও তাসলীম পাঠ করুন। কেননা এ ব্যাপারে আল্লাহর কিতাবের মধ্যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ 'আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর জন্য রহমতের দু'আ করো এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ করো' *(আল-আহযাব, ৩৩/৫৬)*। অতঃপর সম্মানিত খত্বীব রাসূল ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠ করেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরা অবশ্যই অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব' *(আল-আ'রাফ, ৭/২৩)*। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দান করুন এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং দোযখের আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন' *(আল-বাক্বারা, ২/২০১)*।

এরপর সম্মানিত খত্বীব রাসূলুল্লাহ ﷺ, তাঁর পরিবার, চার খলীফা ও ছাহাবীদের উপর দরূদ এবং সালাম পাঠের পর নিজেদের ও সারা বিশ্বের মুসলিমদের জন্য দু'আ করে খুৎবা শেষ করেন।

৮. ছহীহ বুখারী, হা/২৬৬৩; ছহীহ মুসলিম, হা/৩০০১।
৯. ছহীহ মুসলিম, হা/৩০০২; আবূ দাঊদ, হা/৪৭২৯।

বক্তৃতাও একটি আর্ট

-সাব্বির আহমাদ*

বক্তৃতা একটি শক্তিশালী কৌশল। বক্তৃতা একটি আর্ট। একটি নন্দিত শিল্প। বক্তৃতা হচ্ছে সমবেত জনমণ্ডলীর সামনে কিংবা অডিও ভিজ্যুয়াল অথবা ইন্টারনেট বা অন্য কোনো যোগাযোগ মাধ্যমের সাহায্যে বিশেষ উদ্দেশ্যে বিশেষ বিষয়ে বিশেষ ভঙ্গিতে উপস্থাপিত সুবিন্যস্ত উক্তি, যার অপর নাম ভাষণ, বক্তব্য বা আলোচনা।[১]

প্রিয় তরুণ বন্ধুরা! আজ আমি বক্তৃতার মুষ্টিমেয় গুরুত্বপূর্ণ কিছু টপিক নিয়ে একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা করব ইনশা-আল্লাহ।

বক্তৃতার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা : কুরআন মাজীদে ঘোষিত হয়েছে, ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ - عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ 'তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাকে মনের ভাব প্রকাশ করতে শিখিয়েছেন' *(আর-রহমান, ৫৫/৩-৪)*। এ বসুন্ধরায় যত নবী-রাসূল আলাইহিস সালাম আগমন করেছিলেন, প্রত্যেকেই অত্যন্ত উঁচু স্তরের বাকশক্তির অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন, ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ 'আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তার স্বজাতীয় ভাষা দিয়ে প্রেরণ করেছি। যাতে তারা তাদেরকে পরিষ্কারভাবে বোঝাতে পারে' *(ইবরাহীম, ১৪/৪)*। আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন, ﴿وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ﴾ **'আমি সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং তাকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও ফয়সালাকারী বাক নিপুণতা'** *(ছোয়াদ, ৩৮/২০)*। উল্লেখিত আয়াতে ﴿فَصْلَ الْخِطَابِ﴾ এর একটি ব্যাখ্যা হচ্ছে, দাউদ আলাইহিস সালাম অত্যন্ত উঁচু স্তরের বক্তা ছিলেন।[২]

উক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, মানবজীবনে ভাষা ও বক্তৃতার গুরুত্ব অপরিমেয়।

বক্তৃতার উপকরণ : বক্তৃতা শিখতে হলে প্রথমত তিনটি জিনিস প্রয়োজন। তা হলো : ১. একটি জিহ্বা। ২. একটুখানি আক্বল। ৩. এক মুষ্টি ইলম। এই তিনটি উপকরণ থাকলেই তুমি একজন বক্তা হয়ে উঠতে পারবে।

বক্তৃতার স্কেল : অনেকে বক্তৃতা দেওয়ার সময় প্রারম্ভেই হাই-স্কেলে (উচ্চকণ্ঠে) কথা বলা শুরু করে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই স্কেলটা বজায় রাখে। কিন্তু, না। গানের যেমন তাল, লয় আছে, ঠিক তেমনি বক্তৃতারও তাল, লয় আছে। অতএব, সেই তাল, লয় ঠিক রেখে বক্তৃতা করতে হবে। অর্থাৎ বক্তৃতার প্রারম্ভে স্বাভাবিকভাবে খানিকটা শান্ত নমিত কণ্ঠে বক্তৃতা শুরু করতে হবে। তারপর যেখানে জোর দিয়ে কথা বলার মতো, সেখানে একটু উচ্চ রবে কথা বলবে। আর কুরআনের আয়াত থাকলে সুমিষ্ট কণ্ঠে সুর দিয়ে তেলাওয়াত করার চেষ্টা করবে। বক্তৃতার অন্তিম মুহূর্তে এসে সমস্ত বক্তব্যের মূলভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করবে। কিছুটা আবেগ মিশিয়ে কথাগুলো বলবে। আর সমাপ্তি বাক্যগুলো খুব মনোহর ও আকর্ষণীয় করার চেষ্টা করবে। কেননা বক্তৃতার শেষ লগ্নের কথাগুলোই শ্রোতাদের মনে বেশি দাগ কাটে। বক্তৃতার সময় শ্রোতাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কথা বলবে।

জড়তা দূরীকরণ : অনেকেই বলে, ভাইয়া! আমার তো বক্তা হওয়ার ইচ্ছা, কিন্তু মুখে অনেক জড়তা। হুম, ভাইয়া! তোমার মতো নবী মূসা আলাইহিস সালাম-এর মুখেও জড়তা ছিল। তজ্জন্য তিনি আল্লাহ তাআলার নিকট দু'আ করেছিলেন, ﴿رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي - وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي - وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي - يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾ 'হে আমার রব! আমার সিনা খুলে দিন। আমার কাজগুলো সহজ করে দিন এবং আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন। যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে' *(ত্ব-হা, ২০/২৫-২৮)*। তো ভাইয়া! এই সুন্দর দু'আটি থাকতে আর চিন্তা কী?

বক্তৃতার কিছু শৈলী : এবার চলো, একজন ভালো বক্তা হওয়ার সামান্য কিছু কৌশল জেনে নেই। আমাদের দেশের ক্বওমী মাদরাসাগুলোতে প্রতি বৃহস্পতিবার 'ইছলাহুল বায়ান' অর্থাৎ 'বক্তৃতা পরিশুদ্ধকরণ' শিরোনামে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। উক্ত অনুষ্ঠান তোমাকে একজন সুবক্তা তৈরি করে তোলায় বিস্তর ভূমিকা রাখে। অতএব, অনুষ্ঠানটিতে নিয়মিত যোগদান করে একটু-আধটু বক্তৃতা করার চেষ্টা করতে পার। বিভিন্ন ওয়ায-মাহফিল, জনসভা

---

* অধ্যয়নরত, ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি ইন্সটিটিউট, উত্তরা, ঢাকা।

১. মুফতী আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, বিষয়ভিত্তিক বক্তৃতা ও উপস্থাপনা, পৃ. ১৭।

২. ইবনু কাছীর, পৃ. ৪২৮।

অথবা সেমিনারের মঞ্চে ওঠার আগে প্রথম প্রথম বক্তৃতা শেখার একটি চমকপ্রদ শৈলী হলো, কোনো নির্জন প্রান্তরে, প্রভাতে বাড়ির ছাদে, পুকুর বা নদীর ধারে, রাত্রিবেলা বাড়ির সামনের উঠোনে অথবা পড়ন্ত বিকেলে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে মন খুলে বক্তৃতা অনুশীলন করা।

একজন সুবক্তার দৃষ্টান্ত : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমরা সবাই চিনি। তিনি ছাত্র যামানায় পাট ক্ষেতের পাশে গিয়ে পাট গাছগুলোকে শ্রোতা বানিয়ে বক্তৃতা অনুশীলন করতেন। পরবর্তীতে তিনি একজন সুবক্তা হতে পেরেছিলেন। তিনি যে সত্যিই একজন সুবক্তা ৭ই মার্চের সেই ঐতিহাসিক ভাষণই তার প্রমাণ বহন করে। যার দরুন লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে উদয় হয়েছিল যুদ্ধজয়ের তামান্না। সকলেই বে-সামাল হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন রণাঙ্গনে। কেড়ে এনেছিলেন বিজয় নামক মহা সাফল্য। আমাদের উপহার দিয়েছিল একটি সোনার বাংলাদেশ।

বক্তৃতা যখন যেমন : বক্তৃতা হচ্ছে একটি অস্ত্র। এ অস্ত্র নিয়ে তোমরা ময়দানে নেমে পড়ো। সমস্ত বাতিলপন্থীকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে সঠিক ইসলামের বৃক্ষ রোপণ করো। বক্তৃতা আবার কখনো এক খণ্ড রোদ্দুর, যা এঁদো স্যাঁতসেঁতে অবনিকে আলোকিত করে তোলে। কখনো এমন এক আলো, যা ঘন কৃষ্ণ মেঘমালার মধ্য দিয়ে উঁকি দিয়ে খুঁজে দেয় সিরাতুল মুস্তাক্বীমের পথ। কখনো আবার এক পশলা বৃষ্টি, যা হৃদয়কোণে জমে থাকা ধুলোবালি ধুয়ে মুছে একাকার করে দেয়। মন-মাঝারে বয়ে দেয় ভোর-বিহনের মৃদুল সমীরণের একটা শীতল ঝাপটা।

স্বপ্ন যখন বক্তা হওয়ার : প্রয়াস করো! নিরলস পরিশ্রম করো! একদিন ভালো ও জনপ্রিয় একজন বক্তা হয়ে উঠবেই ইনশাআল্লাহ। তুমি দেখে নিয়ো! সেদিন তোমার মারফত লক্ষ লক্ষ যুবক প্রবেশ করবে ইসলামের গণ্ডিতে। মানুষেরা তাদের মনের মুকুরে জায়গা করে নেবে তোমাকে। আর মহান আল্লাহ তো বলেই দিয়েছেন, ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ 'মানুষ যা পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে, তাছাড়া কিছুই পায় না' *(আন-নাজম, ৫৩/৩৯)*। সুতরাং তুমিও পাবে। শুধু একটু সেক্রিফাইস করো। সাফল্য তোমার পদচুম্বন করবেই ইনশাআল্লাহ। আর হ্যাঁ, জড়তাটাকে কাটাতে ﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي﴾ ওয়াজিফাটি পড়তে ভুলবে না কিন্তু!

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

উলুমুল কুরআন মহিলা সালাফিয়্যাহ মাদরাসা

স্থাপিত: ২০২১ ইং

ভর্তি চলছে

আবাসিক
অনাবাসিক
ডে-কেয়ার

বিভাগ সমূহ

★ নূরানী ★ নাজেরা ★ হিফজুল কুরআন
★ জেনারেল শিশু থেকে পঞ্চম শ্রেনি পর্যন্ত

বৈশিষ্ট্য সমূহ

★ উন্নতমানের শিক্ষাব্যবস্থা। সকল বিষয়ে যোগ্য, দক্ষ, অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আলেম ও হাফেয দ্বারা পাঠ দান।
★ মুহাদ্দেছীনের মাসলাক অনুসরণে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ব্যাখা প্রাদান
★ আরবীর পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজী ও গণিত বিষয়ে সমান পারদর্শী করা।
★ বিষয় ভিত্তিক কুরআন ও হাদীছ মুখস্থ করানো। সাপ্তাহিক বক্তৃতা, ক্বেরাত ও কুরআন-সুন্নাহ এর আলোকে প্রয়োজনীয় মাসলা-মাসায়েল শেখানো।
★ স্বাস্থ্যসম্মত, সুন্দর ও উন্নতমানের আবাসিক ব্যবস্থা এবং মহিলা শিক্ষক দ্বারা সার্বক্ষণিক তদারকি।

পরিচালক

শায়খ রেজাওয়ান বিন আলতাফ (দাওরায়ে হাদীছ, আল জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী)

যোগাযোগ: ০১৯৫৭-৮১৫৪৬৮ স্থান: বোনারপাড়া কলেজ মোড় হতে ৩০ গজ পশ্চিমে, সাঘাটা, গাইবান্ধা।

বিশ্বকাপ ফুটবল এবং আমাদের ঈমান-আক্বীদা

-সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী*

কাতার ফুটবল বিশ্বকাপ ২০২২! যার জ্বরে কাঁপছে পুরো বিশ্ব। যে উন্মাদনায় উত্তাল এখন পুরো দেশ। বাংলাদেশ ৯০ ভাগ মুসলিমের দেশ হলেও আমাদের ঈমান-আক্বীদা এখনো পরিপূর্ণ ইসলামের ভিত্তিতে রূপান্তরিত হতে পারেনি। যেকারণে ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানদের উৎসবগুলোতে আমাদের অংশগ্রহণ আজ দূষণীয় কিছু নয়!

যদিও অধিকাংশ নামধারী মুসলিম এর সাথে একমত নন! তাদের আপত্তি হলো, যেখানে সেখানে ইসলামকে টেনে আনা এক ধরনের মৌলবাদী চিন্তাধারা। তাদের যুক্তি হলো খেলাধুলা এক ধরনের বিনোদন। সুতরাং এখানে ধর্মকর্ম টেনে আনা মানেই আমি ব্যাকডেটেড!

কিন্তু ইসলাম যদি তাঁর অনুসারীদের মৌলবাদী হতে শিক্ষা দেয়, তাহলে মৌলবাদী হওয়াটাই হচ্ছে ঈমান। আজ যারা এই খেলাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দেশ, জাতি, ব্যক্তিকে সমর্থন, অনুকরণ, অনুসরণ এবং বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি করেছে, তাদের জেনে রাখা উচিত বিধর্মীদের সমর্থন, অনুসরণ ও বন্ধুত্ব করা ইসলাম আদৌ সমর্থন করে না।

আমরা পবিত্র কুরআন এবং ছহীহ হাদীছের আলোকে জানার চেষ্টা করব- বিশ্বকাপে আমরা যাদের সমর্থন, অনুসরণ, অনুকরণ এবং বন্ধুত্ব করছি, তা কতটুকু জায়েয এবং হালাল।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ এবং মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব করার কথা বলেছেন। একইসাথে এটিও বলে দিয়েছেন যে, কাদের এবং কার কার সাথে বন্ধুত্ব করা যাবে না। যেমন- আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى﴾ ‘হে মুমিনগণ! তোমরা ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না’ *(আল-মায়েদা, ৫/৫১)*। অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ﴾ ‘মুমিনগণ যেন মুমিনদেরকে ছেড়ে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে এবং তাদের আশঙ্কা হতে আত্মরক্ষা ব্যতীত যে এরূপ করে আল্লাহর সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই’ *(আলে ইমরান, ৩/২৮)*। আল্লাহ আরও বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ﴾ ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না’ *আলে ইমরান, ৩/১১৮)*। অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুমিনদের ছেড়ে কাফেরদেরকে বন্ধু বানিয়ো না’ *(আন-নিসা, ৪/১৪৪)*। অন্যত্র আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا﴾ ‘হে মুমিনগণ! তোমরা তাদেরকে (বন্ধুরূপে) গ্রহণ করো না, যারা তোমাদের দ্বীনকে উপহাস ও খেল-তামাশারূপে গ্রহণ করেছে’ *(আল-মায়েদা, ৫/৫৭)*।

উপরিউক্ত আয়াত ছাড়াও অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন বিধর্মীদের ব্যাপারে। যাতে কোনো ঈমানদার কখনই তাদেরকে বন্ধু না বানায় কিংবা বন্ধুত্ব বা সমর্থন না করে। এখন অনেকেই প্রশ্ন করতে পারে, দল সমর্থন করলেই কি তাদের সাথে বন্ধুত্ব হয়ে গেল! তাদের নিকট জিজ্ঞাসা হলো, তাহলে কেন তাদের সমর্থন করছেন? উত্তরে তারা বলবে, দলের খেলা সুন্দর তাই তাদের সমর্থন করি (যদিও খেলাধুলা নিয়ে ইসলামের নীতিমালা এখানে আলোচ্য বিষয় নয়)। একইসাথে খেলোয়াড়দের পছন্দ করি বলেই দল সমর্থন করি।

তাদের উত্তরেই বিধর্মীদের প্রতি এক ধরনের সহমর্মিতা কিংবা বন্ধুত্বের বা পছন্দের আভাস পাওয়া যায়। দল এবং ব্যক্তির প্রতি এই সহমর্মিতা, হেরে গেলে সমবেদনা ইত্যাদিই হচ্ছে তাদের প্রতি সমর্থন ও ভালোবাসা। আর সমর্থন এবং ভালোবাসা তখনই সৃষ্টি হয়, যখন তাদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। আর এই সমর্থন বন্ধুত্ব অনুসরণ ইত্যাদি আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন।

আজ আমরা শুধু যে তাদের সমর্থন করছি তা নয়, বরং তাদেরকে অনুসরণ-অনুকরণ করছি প্রতিটি পদে পদে। বিভিন্ন দেশের পতাকা, জার্সি ইত্যাদি তৈরি করে পরিধান করছি। তাদের মতো করেই চুল থেকে শুরু করে পোশাক-আশাক, চালচলন ইত্যাদিসহ সবকিছুতেই বিধর্মী কাফের-মুশরিকদের ছায়া আমরা অবলম্বন করি, যা ইসলামে সুস্পষ্ট নাজায়েয।

* পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ ‘তোমরা কাফের ও মুনাফেক্বদের অনুসরণ করো না’ *(আল-আহযাব, ৩৩/৪৮)*। এই আয়াত ছাড়াও আরো অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ কাফের-মুশরিক বিধর্মীদের অনুসরণ-অনুকরণ করতে নিষেধ করেছেন। শুধু তাই নয়, হাদীছে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, ‘যে ব্যক্তি কোনো জাতির অনুকরণ, অনুসরণ ও সামঞ্জস্য বিধান করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে’।[১]

সুতরাং কোনো ঈমানদার যদি বিধর্মীদের অনুসরণ-অনুকরণ করে, তাহলে সে ঐ বিধর্মী জাতিরই অন্তর্ভুক্ত হবে। এছাড়াও আমাদের দেশে বিভিন্ন দলকে সাপোর্ট করতে গিয়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে, ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি রক্তারক্তি পর্যায়ে পৌঁছে যায়। দলকে সমর্থন করতে গিয়ে তাদের এই ভালোবাসা তাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাচ্ছে। তারা তা টেরই পাচ্ছে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘যার সাথে যার বন্ধুত্ব তার সাথে তার হাশর’।[২] অর্থাৎ যে ব্যক্তি যাকে ভালোবাসবে, তার সাথেই তার কিয়ামত হবে। যদি কেউ ভালো মানুষের সাথে সম্পর্ক করে এবং তাকে ভালোবাসে, তাহলে ঐ ব্যক্তিও সেই ভালো মানুষের সাথেই থাকবে।

এখন আমরা যারা এসব বেদ্বীন কাফের-মুশরিকদের সমর্থন ও অনুকরণ-অনুসরণ করছি, আমাদের অবস্থা কী হবে? একবারও কি চিন্তা করেছি? রাসূল ﷺ-এর জীবনী থেকে আমরা জানতে পারি, তিনি প্রতিনিয়তই বেদ্বীন কাফের-মুশরিকদের থেকে দূরে থাকার এবং তাদের সাথে সাদৃশ্য হয় এমন কাজ না করার তাগিদ দিয়েছেন।

শুধু তাই নয়, তিনি অহি মারফত আগে থেকেই জানতেন আমাদের অবস্থা এমনই হবে যে, আমরা কাফের-মুশরিকদের অনুসরন-অনুকরণসহ তাদের সাথে হৃদ্যতা পোষণে পিছপা হব না। নবী করীম ﷺ বলেন, ‘তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের (অর্থাৎ ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানদের) রীতিনীতি পুরোপুরি অনুসরণ করবে, প্রতি বিঘতে বিঘতে এবং প্রতি গজে গজে। এমনকি তারা যদি ষাণ্ডার গর্তেও প্রবেশ করে থাকে, তবে তোমরাও তাতে প্রবেশ করবে’।[৩]

১. মুসনাদে আহমাদ, ২/৫০; আবূ দাঊদ, হা/৪০৩১।
২. ছহীহ বুখারী, হা/৬১৬৮; ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৪০।
৩. ইবনু মাজাহ, হা/৩৯৯৫; মুসনাদে আহমাদ, হা/৯৮১৯।

সুতরাং আমরা যারা বিশ্বকাপ নিয়ে এত উল্লসিত এবং আনন্দিত, তাদের একবার হলেও চিন্তা করা উচিত আমরা আসলেই কী করছি? আমরা যা করছি তাতে কি আমাদের ঈমান আর অবশিষ্ট রয়েছে?

অতএব, আমাদের এখনই উচিত বিধর্মী কাফের-মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব ছিন্ন করা। কেননা এই বন্ধুত্বই আমাদের তাদের সাথে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। এত দলীল-প্রমাণাদি পাওয়ার পরও যদি কোনো মুসলিম ভাই তাদের সমর্থন অনুসরণ-অনুকরণ করেন, তাহলে তাদের জন্য রয়েছে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত। আল্লাহ বলেন, ‘আর কারো নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে যেদিকে সে ফিরে যায়, সে দিকেই তাকে আমরা ফিরিয়ে দেব এবং তাকে জাহান্নামে দগ্ধ করাব, আর তা কতই না মন্দ আবাস!’ *(আন-নিসা, ৪/১১৫)*।

অর্থাৎ যারাই উপরিউক্ত দলিলাদি পাওয়ার পরও আল্লাহ, রাসূল ﷺ এবং মুমিনদের পথ অনুসরণ না করে বিধর্মীদের দিকে ফিরে গিয়ে তাদের সাথে হৃদ্যতা করবে, আল্লাহ তাদেরকে সেদিকেই ব্যস্ত রাখবেন এবং কাফের-মুশরিকদের সাথে জাহান্নামে প্রেরণ করবেন।

ভাবতে অবাক লাগে, গত কয়েকদিন আগে এই বাংলাদেশেই লক্ষ লক্ষ আশেকে রাসূল দাবিদারেরা রাসূল ﷺ-এর জন্মবার্ষিকী পালন করেছে তাও বিধর্মীদের অনুসরণে! এই সেই আমরা যারা রাসূল ﷺ-এর প্রতি কৃত্রিম ভালোবাসা দেখাতে গিয়ে রাস্তায় রাস্তায় লক্ষ লক্ষ আশেক নেমে মিছিল করছি! অথচ রাসূল ﷺ-এর জীবনাদর্শের কোনো ছিটেফোঁটাও আমাদের মাঝে নেই।

যে রাসূল ﷺ বিধর্মীদের সাথে বন্ধুত্ব-অনুসরণ-অনুকরণ ইত্যাদি করতে নিষেধ করে দিয়েছেন। সেই রাসূল ﷺ-এর আশেক দাবিদারেরা আজ বিধর্মীদের জয়-পরাজয়ে আনন্দ, উল্লাস, হাসি, কান্না, বেদনা, শত্রুতা এবং হিংস্রতা করতেও দ্বিধা করছি না। এই হচ্ছে আমাদের ঈমানের অবস্থা!

আসুন! আমরা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবনযাপন করি এবং বিধর্মীদের অনুসরণ, অনুকরণ, সমর্থন ও বন্ধুত্ব না করি। যাতে আমরা আল্লাহ আযাব থেকে মুক্তি পেতে পারি। আল্লাহ আমাদের হেদায়াত দান করুন-আমীন!

যৌবনের ইবাদত

-জাবির হোসেন*

[ক]

প্রথমে একটি ঘটনা বলি, ঘটনাটি সত্য। এক গ্রামে বাস করত দুই ভাই। দুজনেই মাতাল। বিকেলবেলা পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে মদ খেয়ে বাড়ি ফেরা তাদের দৈনন্দিন ঘটনা। তাদের মধ্যে যে বড়, সে মদ খেয়ে বাড়ি ফেরার পথে চিৎকার-চেঁচামেচি, গালাগালি এক কথায় মাতলামি করে গাঁ মাতিয়ে তুলতো। সকলকে জানান দিত যে, সে মদ খেয়েছে। ছোট ভাই ছিল তার বিপরীত। সে মদ খেয়ে সোজা বাড়ি ফিরে ঘুমিয়ে পড়ত। কোনোরকম মাতলামি ছাড়াই।

সেই গ্রামের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে আছে তালগাছ ও খেজুর গাছ। গ্রামেরই কিছু মানুষ গরমের সময় তালগাছ ও শীতের সময় খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করে; তা থেকে তালগুড় ও খেজুরগুড় প্রস্তুত করে। সেই গুড় তারা নিজেরা খায় আবার বিক্রিও করে।

একদিনের ঘটনা, আর কয়েকজনের মতো গরমের সময় বড় ভাই তালগাছ থেকে রস সংগ্রহ করে, তালের গুড় তৈরি করত। একদিন মদ খেয়ে মাতালাবস্থায় তাল গাছের মাথায় চড়েছে। কিন্তু সেদিন যে তার জন্য দুর্ভাগ্য অপেক্ষা করছে— তা কি সে জানে? মাতালাবস্থায় গাছে চড়ে টাল সামলাতে না পেরে উপর থেকে নিচে পড়ে যায় সে। আঘাত গুরুতর হওয়ায়, সে মারা যায়।

এই ঘটনা ছোট ভাইয়ের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত ঘটায়। ছোট ভাই অনুশোচনাপূর্বক মদ খাওয়া ছেড়ে দেয়। শুধু মদ খাওয়া পরিত্যাগ করেই ক্ষান্ত হয়নি সে। বরং নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায়ে অভ্যস্ত হয়। ইসলামের রীতি-নীতির ব্যাপারেও সজাগ হয় এবং দীর্ঘদিন মসজিদের একনিষ্ঠ খাদেম হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। প্রিয় নবীজি ﷺ-এর অনুকরণে দাড়ি রাখে সে। আযানের আগেই মসজিদে গিয়ে উপস্থিত হয়। অবশেষে একদিন মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে, কোনোরূপ রোগ-ব্যাধি, কষ্ট-ক্লেশ ছাড়াই এই দুনিয়া ত্যাগ করে পরলৌকিক জীবনে পদার্পণ করে।

[খ]

উপরিউক্ত ঘটনাটি উপস্থাপন করার মূল উদ্দেশ্য হলো, সেই সমস্ত উদাসীন হতভাগ্য যুবক-যুবতী, যারা ধর্মীয় অনুশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দুনিয়াতে চলাফেরা করে। যারা মুসলিম সমাজে বসবাস করেও আধুনিকতার দোহায় পেড়ে মদ, জুয়া, গান-বাজনা, সিনেমা, নাটক প্রভৃতিতে আসক্ত। যারা প্রগতির জোয়ারে ভাসমান হয়ে অবৈধ প্রেম-ভালোবাসার নামে ব্যভিচারে লিপ্ত। যারা শিরক ও বিদআতসহ হাজারো হারাম কাজে জড়িত থেকে সমাজে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

ইবাদত করতে হবে'। এরই বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত হয় সমাজে। মসজিদের এক কাতার মুছল্লীর মধ্যে হাতেগোনা কয়েকজন যুবক; বাকি সবাই বয়স্ক। গ্রামে-গঞ্জে যুবকদের মুখের দিকে তাকালে দেখতে পাওয়া যাবে, বেশিরভাগেরই মুখে দাড়ি নেই অথচ বয়স্ক লোকদের অধিকাংশেরই তা রয়েছে।

এর কারণ কী? অনেক যুবককে প্রশ্ন করলে একটা কমন উত্তর আসে, 'বয়স হোক ভাই— তারপর নামায, রোযা করব'। হে যুবক! তোমাকেই বলছি— বয়স হলে তুমি কেন ইবাদত করবে? আর কার জন্যই-বা করবে? যদি উত্তর দাও, 'না করলে সমাজ কী বলবে'; তাহলে তোমার এই লেখাটি পড়ার আর দরকার নেই। কিন্তু তুমি যদি উত্তর দাও, 'মহান আল্লাহর জন্য, জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য বা জান্নাতে যাওয়ার জন্য', তাহলে কিছু কথা বলি, একটু শোনো।

(১) যে আল্লাহর জন্য তুমি বয়স্ককালে ইবাদত করবে, সেই আল্লাহ রব্বুল আলামীন কি তোমাকে যৌবনে ইবাদত করার জন্য তাগিদ দেননি?

(২) তোমার ধারণা অনুযায়ী, বয়স্ককালীন ইবাদতে মহান আল্লাহ তোমাকে পুরস্কৃত করবেন; কিন্তু একথাও তোমাকে মনে রাখতে হবে যে, যৌবনকালের ইবাদত পরিত্যাগের জন্য তিনি শাস্তিও দিতে পারেন? তুমি কি পারবে কয়েক মিনিটের জন্যে জাহান্নামের শাস্তি উপভোগ করতে? —না বন্ধু! আমরা এক মাইক্রো সেকেন্ড সামর্থ্য রাখি না জাহান্নামের শাস্তি উপভোগ করার। তাইতো প্রতি ছালাতের তাশাহহুদে রাসূলুল্লাহ ﷺ জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলেছেন। হাদীছে আছে, আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যখন ছালাতের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পাঠ শেষ করবে, তখন সে যেন আল্লাহর নিকট চারটি বস্তু হতে আশ্রয় প্রার্থনা করে। তা হলো: জাহান্নামের আযাব হতে, কবরের আযাব হতে, জীবন ও মৃত্যুর ফেতনা হতে এবং মাসীহ দাজ্জালের অনিষ্ট হতে'।[১]

(৩) যে মানুষের পরবর্তী নিঃশ্বাসের নিশ্চয়তা নেই, সে কি করে বলতে পারে যে, বয়স্ককালে ইবাদত করার সুযোগ লাভ করবে। এমনও তো হতে পারে, তুমি কোনো রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে অথবা কোনো দুর্ঘটনার শিকার হয়ে চিরদিনের মতো এ জগৎ ছেড়ে না ফেরার দেশে হাজির হবে।

[গ]

হে যুবক! তোমাকেই বলছি, তোমার ভাবনা— এই যৌবনে একটু রঙ্গ-রসে ঘোরাফেরা করি। একটু মস্তি করি। কিন্তু তুমি কি সৃষ্টিকর্তায় অবিশ্বাসী— নাস্তিক? —না, তুমি নাস্তিক নও।

---

* এম. এ. (বাংলা), কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

১. আবূ দাঊদ, হা/৯৮৩, হাদীছ ছহীহ।

তুমি কি তাহলে সৃষ্টিকর্তার প্রতি সন্দেহ পোষণকারী— অ্যাগনোস্টিক? —না, তুমি তাও নও। তাহলে কি তুমি কাফের? —না তুমি কাফের নও। তুমি মুসলিম। তুমি নিজেকে মুসলিম হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ কর। তবুও কেন তোমার পোশাক-আশাক, চালচলন অবিশ্বাসীদের মতো হবে? তুমি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সেই হাদীছ শোনোনি। তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি বিজাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে তাদের দলভুক্ত গণ্য হবে'।[২]

বন্ধু আমার! মহান আল্লাহকে ভয় করো। এই যৌবন আল্লাহর অবাধ্যতায় অতিবাহিত করার জন্য তোমাকে দেওয়া হয়নি। এই যৌবনকাল হলো শক্তি-সামর্থ্য ও কর্মের সময়কাল। এসময় তুমি যেভাবে ইবাদত করতে পারবে, বার্ধক্যের দুর্বল শরীরে তুমি তা নাও করতে পার। তবুও কি তুমি মুখ ফিরিয়ে থাকবে?

বন্ধু! এ বয়সের মর্যাদা আছে। স্মরণ করো, কিয়ামতের মাঠে লোকদের অবস্থা যখন সঙ্গিন হবে এবং সূর্য মাথার এক মাইল দূরে এসে উপস্থিত হবে, তখন মহান আল্লাহ যে মানুষগুলোকে সম্মানের সহিত তাঁর আরশের নিচে ছায়া দান করবেন, তাদের মধ্যে একশ্রেণির মানুষ হবে সেই যুবকদল, যারা তাদের যৌবনকাল আল্লাহর আনুগত্যে অতিবাহিত করেছে।[৩]

বন্ধু! তুমি ভাবছ, বয়স্ককালে ইবাদত করব। কিন্তু তুমি কি রাসূল ﷺ-এর এই হাদীছ শোনোনি— ইবনু মাসঊদ হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, 'কিয়ামতের দিন পাঁচটি প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আদম সন্তানকে স্ব-স্ব স্থান থেকে এক কদমও নড়তে দেওয়া হবে না। যথা : (১) সে তার জীবনকাল কীভাবে অতিবাহিত করেছে, (২) যৌবনকাল কোথায় ব্যয় করেছে, (৩) ধনসম্পদ কীভাবে উপার্জন করেছে, (৪) কোন পথে তা ব্যয় করেছে, (৫) সে দ্বীনের কতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছে এবং অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী সে আমল করেছে কিনা'।[৪]

তাহলে তুমি এই জিজ্ঞাসার জবাবে কী বলবে? চিন্তা কর! চিন্তাই তোমাকে মুক্তি দিতে পারে।

[ঘ]

হে যুবক! তোমাকেই বলছি, তুমি বয়সকে অজুহাত বানিয়ে পরকাল ধ্বংস করো না। তুমি ফিরে এসো তোমার প্রভুর পথে। অনুতাপ করো। অনুতাপই হলো তওবা। আর খবরদার আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। কেননা তোমার প্রতিপালক বলেছেন, 'হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের উপর যুলম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমা করবেন সকল গুনাহ। বস্তুত, তিনি পরম ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু' *(আয-যুমার, ৩৯/৫৩)*।

২. আবূ দাঊদ, হা/৪০৩১, হাসান ছহীহ।

৩. ছহীহ বুখারী, হা/৬৬০।

৪. তিরমিযী, হা/২৪১৬, হাসান।

বন্ধু! তুমি কি দেখোনি, তোমার চোখের সামনে কত যুবক পরকালে পাড়ি জমালো? কত যুবকের জানাযার ছালাতে তুমি শরীক হয়েছো? তোমার চোখের সামনে কত দুর্ঘটনায় কতজন মারা গেল? মাতালাবস্থায় গাড়ি চালাতে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্টে স্পট ডেড হয়েছে— এ ঘটনা তো বিরল নয়। এ ঘটনা অহরহ ঘটছে, তবুও তা তোমার অন্তরে রেখাপাত ঘটায় না! তবে অন্যদের দেখে কি তুমি শিক্ষা গ্রহণ করবে না? —হ্যাঁ! তোমাকে শিক্ষা গ্রহণ করতেই হবে। কারণ, একটি দুর্ঘটনা কারো জন্য হতে পারে শাস্তি, কারো জন্য হতে পারে পরীক্ষা, আবার কারো জন্য সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে দেখানো নিদর্শন।

সুতরাং রাসূল ﷺ-এর এই হাদীছকে মূল্যায়ন করো, আমর ইবনু মায়মূন আল-আওদী رضي الله عنه বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে উপদেশস্বরূপ বলেন, 'পাঁচটি বস্তুর পূর্বে পাঁচটি বস্তুকে গনীমত মনে করো। যথা : (১) তোমার বার্ধক্য আসার পূর্বে যৌবনকে, (২) পীড়িত হওয়ার পূর্বে সুস্বাস্থ্যকে, (৩) দরিদ্রতার পূর্বে সচ্ছলতাকে, (৪) ব্যস্ততার পূর্বে অবসরকে এবং (৫) মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে'।[৫]

সবশেষে বলি এতদিন যা হয়েছে, যা করেছ তার জন্য অনুতপ্ত হও। তওবা করো। তোমার প্রভু তোমাকে ডাক দিয়ে বলছেন, 'ঘোষণা করে দাও (আমার এ কথা), হে আমার দাসগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি যুলম করেছ, তারা আল্লাহর করুণা হতে নিরাশ হয়ো না; নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত পাপ মাফ করে দেবেন। নিশ্চয় তিনিই চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তোমাদের নিকট শাস্তি আসার পূর্বে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হও এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করো; শাস্তি এসে পড়লে তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না। তোমাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদের ওপর অতর্কিত শাস্তি আসার পূর্বে তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে যে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ অবতীর্ণ করা হয়েছে, তার অনুসরণ করো। যাতে কাউকেও বলতে না হয়, হায়! আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্যে আমি তো শৈথিল্য করেছি। আর অবশ্যই আমি ঠাট্টা-বিদ্রূপকারীদের একজন ছিলাম। অথবা কেউ না বলে, আল্লাহ আমাকে পথপ্রদর্শন করলে আমি তো অবশ্যই সাবধানীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। অথবা শাস্তি প্রত্যক্ষ করলে যেন কাউকেও বলতে না হয়, হায়! যদি একবার পৃথিবীতে আমার প্রত্যাবর্তন ঘটত, তাহলে আমি সৎকর্মপরায়ণ হতাম। (আল্লাহ বলবেন) প্রকৃত ব্যাপার তো এই যে, আমার নিদর্শনসমূহ তোমার নিকট এসেছিল; কিন্তু তুমি ঐগুলোকে মিথ্যা বলেছিলে এবং অহংকার করেছিলে। আর তুমি ছিলে অবিশ্বাসীদের একজন। যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তুমি কিয়ামতের দিন তাদের মুখ কালো দেখবে। অহংকারীদের আবাসস্থল জাহান্নাম নয় কি?' *(আয-যুমার, ৩৯/৫৩-৬০)*।

৫. তিরমিযী, হা/২৩৩৩, হাসান; মিশকাত, হা/৫১৭৪।

মনীষী পরিচিতি-৪ : সাইয়্যেদ মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী রাহিমাহুল্লাহ

-আল-ইতিছাম ডেস্ক

ভূমিকা : ইসলাম ও মুসলিমদের খেদমতে যারা নিরলসভাবে পাঠদান করে গেছেন, তাদের মধ্যে ভারতের আলেম, বিশ্ববিখ্যাত উস্তায আল্লামা নাযীর হুসাইন দেহলবী রাহিমাহুল্লাহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি হাজারো বড় মাপের আলেমের উস্তায ছিলেন। পাক-ভারতের আহলেহাদীছ আলেমদের তালিকায় তার নাম শীর্ষে উল্লেখ করা হয়। আজকের নিবন্ধে তার জীবনী হতে সামান্য কয়েকটি তথ্য উপস্থাপিত হলো—

নাম : সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ নাযীর হুসাইন দেহলবী রাহিমাহুল্লাহ। তিনি ১২২০ হিজরী মোতাবেক ১৮০৫ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভারতের বিহার প্রদেশের সুরুজগড়ে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম ছিল সাইয়্যেদ জাওয়াদ আলী।

শিক্ষাজীবন : তিনি ১৬ বছর বয়সে শিক্ষাজীবনে পদার্পণ করেন। পিতার কাছেই প্রাথমিক পাঠের হাতেখড়ি। পরবর্তীতে তিনি পাটনা শহরে ৬ মাস জ্ঞানার্জনে লিপ্ত থাকেন। এরপর তিনি পাটনা থেকে দিল্লীতে গমন করেন। তিনি অসংখ্য দক্ষ আলেমের কাছে ইলম হাছিল করেছিলেন।

উস্তাযগণ : তার উস্তাযগণের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য— ১. শাহ আব্দুল আযীয দেহলবী রাহিমাহুল্লাহ-এর নাতী শাহ মুহাম্মাদ ইসহাক্ব দেহলবী রাহিমাহুল্লাহ। ২. মাওলানা আব্দুল খালেক দেহলবী রাহিমাহুল্লাহ। ৩. মাওলানা জালালুদ্দীন হারবী রাহিমাহুল্লাহ। ৪. মাওলানা কারামাত আলী ইসরাঈলী রাহিমাহুল্লাহ প্রমুখ। তিনি শাহ মুহাম্মাদ ইসহাক্ব দেহলবী রাহিমাহুল্লাহ-এর কাছে কুতুবে সিত্তাহ, জামে ছাগীর, হেদায়া, কানযুল উম্মাল-সহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বৃহৎ কলেবরের গ্রন্থাবলি অধ্যয়ন করেন।

পাঠদান : উল্লিখিত গ্রন্থাবলি যোগ্যতার সাথে আয়ত্ত করার কারণে শাহ মুহাম্মাদ ইসহাক্ব দেহলবী রাহিমাহুল্লাহ তাকে স্বীয় হাদীছের দারসের মসনদে বসার ইজাযাত দান করেন। তিনি মক্কায় হিজরত করে চলে যাওয়ার পর আল্লামা নাযীর হুসাইন দেহলবী রাহিমাহুল্লাহ ১২৫৮ হিজরীতে ইলমের সবগুলো বিষয়ে পাঠদান শুরু করেন ১২৭৯ হিজরী পর্যন্ত। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি কেবল হাদীছ, তাফসীর, ফিক্বহের গ্রন্থাবলি পাঠদানে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন। তিনি দিল্লীতে ৬২ বছর যাবত একটানা পাঠদান চালিয়ে যান।

ছাত্রগণ : দীর্ঘ শিক্ষকতার জীবনে তার ছাত্র লক্ষাধিক পেরিয়ে যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন ছাত্র হলেন— ১. মাওলানা হাফেয আব্দুল মান্নান উযীরাবাদী রাহিমাহুল্লাহ, ২. মাওলানা হাফেয আব্দুল্লাহ গাযীপূরী রাহিমাহুল্লাহ, ৩. মাওলানা মুহাম্মাদ বাশীর সাহসোয়ানী রাহিমাহুল্লাহ, ৪. মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপূরী রাহিমাহুল্লাহ, ৫. মাওলানা শামসুল হক আযীমাবাদী রাহিমাহুল্লাহ, ৬. মাওলানা ওয়াহীদুয যামান হায়দারাবাদী রাহিমাহুল্লাহ, ৭. মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী রাহিমাহুল্লাহ।

গ্রন্থ প্রণয়ন : পাঠদানে তিনি সারা জীবন এত বেশি সময় ব্যয় করেছেন যে, লেখনীর জগতে তিনি সেভাবে সময় দিতে পারেননি। সেকারণে তার গ্রন্থ সংখ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে নেহায়াতই কম। তার রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'মি'ইয়ারুল হক্ব' একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ। এছাড়াও ফতওয়া নাযীরিয়া হলো তার কালজয়ী ফাতাওয়া গ্রন্থ। তিনি জীবদ্দশায় অসংখ্য ফতওয়া প্রদান করেছেন এবং লিখেও গিয়েছেন। কিন্তু সেগুলো গ্রন্থাকারে পাওয়া যায়নি। তবে তার মৃত্যুর পর তার দু'জন ছাত্র আব্দুর রহমান মুবারকপূরী এবং শামসুল হক্ব আযীমাবাদী রাহিমাহুল্লাহ কিছু ফতওয়া সংগ্রহ করে সেগুলো দু'টি খণ্ডে সংকলন ও মুদ্রণ করেন।

মনীষীদের প্রশংসাবাণী : ১. আবূ দাঊদের সবচেয়ে বিশুদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ আওনুল মা'বূদের লেখক আল্লামা শামসুল হক্ব রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ الْأَجَلُّ الْأَكْمَلُ السَّيِّدُ مُحَمَّدُ نَذِيرُ حُسَيْنٌ الْمُحَدِّثُ الدِّهْلَوِيُّ 'আমাদের শায়েখ, আল্লামা, আজাল্ল, আকমাল, সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ নাযীর হুসাইন মুহাদ্দিছ দেহলবী'।[১] **২.** তিরমিযীর বিশুদ্ধতম ব্যাখ্যাগ্রন্থ তুহফাতুল আহওয়াযী প্রণেতা আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপূরী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ السَّيِّدُ مُحَمَّد نَذِير حُسَيْن، الْمُحَدِّث الدِّهْلَوِيّ 'আমাদের শায়েখ, আল্লামা, মুহাদ্দিছ নাযীর হুসাইন,

১. আওনুল মা'বূদ, ১/৭৪।

মুহাদ্দিছ দেহলবী'।[২] **৩.** মিশকাতের বিশুদ্ধতম ব্যাখ্যা গ্রন্থ মির'আতুল মাফাতীহ-এর মধ্যে আল্লামা আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, المحدث الكبير شيخ الكل السيد نذير حسين الدهلوي 'মুহাদ্দিছে কাবীর, শায়খুল কুল্ল, সাইয়্যেদ নাযীর হুসাইন দেহলবী'।[৩] **৪.** আল্লামা আলবানী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, شيخنا العلامة السيد محمد نذير حسين الدهلوي 'আমাদের শায়েখ, আল্লামা, সাইয়্যেদ, মুহাদ্দিছ নাযীর হুসাইন দেহলবী'।[৪]

মৃত্যু : হাজারো আলেমের উস্তায আল্লামা নাযীর হুসাইন দেহলবী রাহিমাহুল্লাহ ১৩২০ হিজরী মোতাবেক ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে এ দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণ করেন। তিনি দিল্লীতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাকে শীদীপুরা কবরস্থানে দাফন করা হয়। আল্লাহ তার কবরকে আলোকিত করুন। তাকে জান্নাতবাসী করুন। তার ইলমকে কিয়ামত পর্যন্ত জারী রাখুন।

২. তুহফাতুল আহওয়াযী, ১/৩, 'ভূমিকা' দ্রষ্টব্য।
৩. মিরআতুল মাফাতীহ, ১/৩৬৬।
৪. আত-তাওয়াসসুল, ১/১২৬।

উপসংহার : তুহফাতুল আহওয়াযীর লেখক আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপূরী, আউনুল মা'বূদের লেখক আল্লামা শামসুল হক আযীমাবাদী রাহিমাহুল্লাহ-এর মতো ছাত্রদের উস্তায ছিলেন আল্লামা নাযীর হুসাইন দেহলবী রাহিমাহুল্লাহ। তার মৃত্যুর পর থেকে অদ্যাবধি এমন কোনো উস্তায জগৎ আর দেখেনি। আমাদের উচিত ইলম, দারস-তাদরীসে অগ্রবর্তী হওয়া। যেন ইলম শেখা ও শেখানোতে আমরা তার মতো সামনে অগ্রসর হতে পারি। আল্লাহ তওফীক্ব দান করুন-আমীন!

তথ্যসূত্র :

১. আল-হায়াত বা'দাল মামাত।
২. তাযকিরা ওলামায়ে হিন্দ, পৃ. ১৯৩।
৩. নুযহাতুল খাওয়াতির, ৮/৪৯৮।
৪. তুহফাতুল আহওয়াযী, 'ভূমিকা', পৃ. ৫৬।
৫. তারাজুমে ওলামায়ে হাদীছে হিন্দ, পৃ. ১৩৮।
৬. আব্দুর রশীদ ইরাকী, চালীস ওলামায়ে হাদীছ, পৃ. ৩০-৪১।
৭. আহলে হাদীছ আওর সিয়াসাত ইত্যাদি গ্রন্থাবলি দ্রষ্টব্য।

আসক্তির বেড়াজালে

*-আব্দুর রাযযাক বিন মাসির**

ফরহাদ নামে ১৬ বছর বয়সী ছেলেটি এখন ঢাকা শহরে পড়ালেখা করে। সাথে বাবা-মাও থাকেন। এত বড় হয়ে গেলেও সে এখনও মোবাইলে আসক্ত নয়।

এই বছরেই সে ঢাকা এসেছে। নতুন ক্লাসে ভর্তি হয়েছে। নতুন বন্ধুও হয়েছে তার। তারা মিরপুরের আট তলাবিশিষ্ট বিল্ডিং-এর চার তলার একটা ইউনিট ভাড়া নিয়েছে। আর ক্লাসের কিছু বন্ধু পাঁচ তলায় থাকে। একই বিল্ডিং-এ থাকে বলে তাদের সাথে বেশ ভালো সম্পর্ক ফরহাদের। প্রায়ই তাদের রুমে যাওয়া-আসা করত। ক্লাসের সবাই তাকে ভালো ছাত্র হিসেবেই জানে। কারণ সে নিয়মিত পড়ালেখা করে যায়। তাই সব শিক্ষকের কাছে সে অল্প দিনেই পরিচিত হয়ে যায় এবং তাদের কাছে অনেক ভালোবাসা পায়। তার লোখাপড়া বেশ ভালোই চলছিল। মাঝেমধ্যেই পুরস্কার এনে মায়ের হাতে তুলে দিত। মাও খুব খুশি হতেন। এসব মিলিয়ে খুব ভালোই কাটছিল তার দিন।

কিন্তু কে জানত? এমন সাজানো একটি জীবনে সবকিছু এলোমেলো করতে কালবৈশাখের ঝড় অপেক্ষা করছে।

উপরের তলায় থাকা বন্ধুরা সবাই অনলাইন গেমে আসক্ত ছিল। আর যখনই সে তাদের সাথে দেখা করতে যেত, তখনই তারা খেলত। ফরহাদ এই ধরনের গেম একদম পছন্দ করত না। কখনো এগুলো খেলার কথা তার মাথায় আসেনি। কিন্তু তাদের প্রতিনিয়ত খেলতে দেখে, তারও সেটা ভালো লাগতে লাগল। হঠাৎ একদিন সে তাদের সাথে দেখা করতে এসে দেখে যে, তারা সবাই গল্প করছে। ফোনগুলো পাশেই পড়ে আছে। সে তাদের সাথে তাল মিলিয়ে গল্প করতে লাগল। একপর্যায়ে কথা বলা শেষ হলে ফরহাদ তার এক বন্ধুকে বলে, তোর ফোনটা একটু দে তো, আমিও একটু গেম খেলি। তার বন্ধু তাকে ফোনটা দিলে সে খেলতে শুরু করল।

এই যে শুরু হলো তার জীবনের ভয়াবহ সময়। এভাবে প্রতিদিন একটু খেলতে খেলতে সেও অনেক আসক্ত হয়ে যায়। এমনকি তার মায়ের ফোনেও লুকিয়ে গেমটা নামিয়ে ফেলে। তার মা ফোন বিষয়ে খুব একটা না জানার কারণে তিনি জানতেও পারেন না যে, তার ছেলে এসব গেম খেলছে। ধীরে ধীরে ফরহাদ গেমের প্রতি অনেকটা আসক্ত হয়ে যায়। ঠিক এই রকম একটা সময়ে তার বাবা ঢাকা ছেড়ে রাজশাহী বদলি হয়ে যায়। এখানে এসে সে নবম শ্রেণিতে ভর্তি হয়।

তার বয়স এখন ১৭। মাদরাসায় আবাসিকে ভর্তি হয়েছে। মা-বাবাকে না জানিয়েই একটা ফোন কিনেছে শুধু গেম খেলার জন্য। সে খেলার প্রতি এতোটা আসক্ত হয়েছিল যে, পড়ার জন্য বইটাও খুলে দেখত না। আর এদিকে আবার মাদরাসায় ফোন ব্যবহার নিষেধ। শিক্ষকের চোখ ফাঁকি দিয়ে গেম খেলত। তারপরও শিক্ষকগণ সবাই তাকে ভালোবাসতেন। কারণ সে ক্লাসের পড়া ক্লাসেই করে নিতে পারত। কেউ তাকে কখনো সন্দেহ পর্যন্ত করত না।

একদিন প্রচণ্ডভাবে শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়ে গেমের পিছনে টাকা খরচ করবে বলে চিন্তা করল। যেই ভাবনা সেই কাজ। তার রুমের বড় ভাই নাইমের কাছে গিয়ে বিকাশে টাকা নিল। নাইম তাকে জিজ্ঞেস করল, টাকা নিয়ে তুমি কী করবে? সে তার বড় ভাইকে কিছুই বলল না। শুধু বলল, দরকার আছে। এই পর্যন্তই রাতের কাহিনি শেষ। পরদিন সকালে ক্লাস গেল সে। ঠিক দুপুর বেলা ক্লাস ছুটি হলো। রুমে ঢুকতেই নাইম তাকে বলল, তাড়াতাড়ি আসো, তোমার বিচার আছে। তুমি এতোটা খারাপ! আমি আগে ভাবতেই পারিনি।

ফরহাদ তার কথা শুনে নিশ্চুপ হয়ে গেল। তার গলা শুকিয়ে গেল। ভয়ে ভয়ে ফরহাদ বলল, ভাই, কী হয়েছে? আমি আবার কী করলাম।

নাইম বলল, কাল রাতে টাকাটা তুমি কি করেছ?

এতক্ষণে সে বুঝতে পেরেছে যে, নাইম জেনে গেছে বিষয়টা। তাই সে আর কিছু না লুকিয়ে বলল, ভাই গেমে খরচ করেছি।

একথা শুনে নাইম তাকে বেশ কিছু উপদেশ দিল। কিছু বিদ্বানের উক্তি শোনালো। আর বলল, এখন তুমি জানো তুমি কী করবে। আগত সময়গুলো তোমারই হাতে। কাল কিয়ামতের দিন সময় বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হলে কী উত্তর দিবে?

কথাগুলো শুনে ফরহাদ অনেক লজ্জিত হলো, অনেক আফসোস করল। ভাবল, যে সময়গুলো সে এর পিছনে ব্যয় করেছে, যদি সেই সময়গুলে সে পড়ার পিছনে ব্যয় করত! তাহলে সে কত কিছুই না করতে পারত!

হায় আফসোস! আমি যদি আমার আগের বন্ধুদের সাথে দেখা না করতাম। হায়! যদি আমি আমার বন্ধুর কাছে খেলতে না চাইতাম! এখন আমি কীভাবে এই বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসব! কীভাবে এত পাপ নিয়ে আমি আল্লাহর সামনে দাঁড়াব! এই রকম কিছু কথা কথা ভাবতে ভাবতে সে কান্না জুড়ে দিল।

সুধী পাঠক! জীবন চলার পথে সঙ্গীর খুব প্রয়োজন। কিন্তু সেই সঙ্গীটা সৎ হওয়া খুবই জরুরী। যে সবসময় সৎ পথের রাস্তায় চলতে সাহায্য করবে। অপরদিকে অসৎ বন্ধু থেকে বেঁচে থাকতে হবে। তা না হলে আমাদের অবস্থা এই ফরহাদের মতোই হবে।

এজন্যই তো বিদ্বানগণ বলেছেন, 'সৎ সঙ্গে স্বর্গ বাস, আর অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ'।

---

* নবম শ্রেণি, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী।

বিদীর্ণ লোকালয়

-মাহফুজ আহমেদ
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল।

দুঃখ বিনা এই না ভবে!
রয়েছে কে কোথা কবে?
এক বেলাতে ভোজনরসিক,
অপর বেলা নাহি খাবে।
কেউ মাতিবে অন্নদানে,
কেউ বা আবার হাত পাতিবে!
কেউ শোষকের লাঠির নিচে,
কেউ বা আবার গাত্রে সবে।
কারো হৃদয় পাথরসম,
কেউ বা আবার ঢের কাঁদিবে।
কারো গলায় সহ্যমালা,
কেউ বা মুক্তির পথ খুঁজিবে।
কেউ সংগ্রামে ব্যতিব্যস্ত,
পরিশ্রমে সুখ লভিবে।
কেউ মাটিতে কপাল নোয়ায়,
পরকালে সুখ মিলিবে।
কেউ দুনিয়ার মোহে পড়ে,
আল্লাহর বিধান না মানিবে।
কেউ স্রষ্টার ইবাদতে,
জান্নাতের খোঁজ করিবে।

কুরআনের বাণী

-আবূ বকর ছিদ্দীক্ব
সপ্তম শ্রেণি, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ,
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

আসিবে যবে তারই হতে সাহায্য
তোমারই নিকটে,
পারিবে দেখিতে যাচ্ছে হয়ে জয়
জন্মভূমির ভিটে।
দৃষ্টিতে দেখিবে দলে দলে কত
মানুষের আগমন ঘটছে,
বুঝিতে পেরে মানিয়া তোমায় সবে
ইসলামে প্রবেশ করছে।
প্রশংসা, পবিত্রতা বর্ণনা করো
সকলের নিকটে তুমি,
হয়ে যাও নিকটে তাঁহার কাছে
ক্ষমার একপ্রার্থী।
নিশ্চয়ই মহান তিনি যে,
সর্বাধিক তওবা কবুলকারী।

লড়াই

-মো. শফিউর রহমান
সহকারী শিক্ষক, পাঁচগাছিয়া সর. প্রাথ. বিদ্যালয়,
কাকনহাট, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

সকল সময় অতীতটাকে
হয় না জানি ভুলতে,
ঠেকে-ঠকে যা শিখেছি
তা কি পারি ভুলতে?
ভুলতে চাইলেও অতীতগুলো
ভাসে স্মৃতিপটে,
জীবনের সব অতীত থেকে
শিখতে যে হয় বটে।
শিখতে শিখতে জীবনটা যে
অভিজ্ঞতায় ভরে,
সাহস যোগায় এসবকিছু
নিত্য হৃদয় ঘরে।
হৃদয় সবার পূর্ণ রাখে
কিছু ভালোবাসা,
অবহেলায় বিষাদসম
নিবিড় কিছু আশা।
আশা তবু ফের জাগে যে
আমার অবুঝ মনে,
চলছে লড়াই অতীত নিয়ে
বর্তমানের সনে!
বর্তমানের লড়াইটা যে
ভবিষ্যতকে গড়ে,
শেষ ভালোতেই সব যে ভালো
তাইতো যাচ্ছি লড়ে!

অবৈধ প্রেম

-শাফিউল্লাহ বিন মুজিবুর রহমান
অধ্যয়নরত, ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি ইন্সটিটিউট,
উত্তরা, ঢাকা।

অবৈধ প্রেম কভু
আনতে পারে না সুখ,
করতে পারে শুধু
ইসলামবিমুখ।
এভাবেই যুবকেরা আজ
দিনকে করছে বিকৃতি,
কোমল তরুণীদের দেখে
হয়ে যাচ্ছে জাহান্নামী।
একথাটি বুঝাতে গিয়ে
এসেছে কত অত্যাচার,
মৃত্যুর পর পাবে তারা
এর আসল পুরস্কার।

বাংলাদেশ সংবাদ

প্রতিদিন দেশে গড়ে ১১৮ দুর্ঘটনা ঘটছে

চলতি বছর অক্টোবরে ৩ হাজার ৬৬০টি দুর্ঘটনা ঘটেছে সারা দেশে। এসব দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন ৫০৭ জন। আহতের সংখ্যা ৩ হাজার ৭৭৫। মাসটিতে প্রতিদিন গড়ে ঘটেছে ১১৮টি দুর্ঘটনা। স্বেচ্ছাসেবী ও গবেষণা সংগঠন 'সেভ দ্য রোড' এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। ৭৬৩টি মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ৫৯১ জন এবং নিহত হয়েছেন ৬০ জন। অন্যদিকে, ১০০৯টি বাস দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ১০৪৪ জন এবং নিহত হয়েছেন ২৯৭ জন। এর বাইরে ৮৯১টি ট্রাক দুর্ঘটনায় আহত ৯৮৮ জন ও ৮০ জন নিহত হয়েছেন। ব্যাটারি চালিত যান, পিকআপ, সিএনজিসহ মাঝারি ও ক্ষুদ্র ধরনের বাহনে ৯৯৭টি দুর্ঘটনায় আহত ১১৭২ এবং নিহত হয়েছেন ৭০ জন। নৌ-পুলিশসহ সংশ্লিষ্টদের দায়িত্বে অবহেলা এবং চালক-শ্রমিক ও যাত্রীদের অসচেতনতার কারণে ১২৮টি দুর্ঘটনায় ১৬৫ জন আহত এবং ৩৩ জন নিহত হয়েছেন। রেলপথে ৯৯টি দুর্ঘটনায় ১১১ জন আহত এবং ২৬ জন নিহত হয়েছেন।

বিশ্বে বুদ্ধিতে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?

আইকিউ (Intelligence Quotient), বাংলায় যার অর্থ বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষার ফলাফল। সম্প্রতি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আইকিউ নিয়ে একটি তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। কোন দেশের মানুষের আইকিউ কেমন তা নিয়ে ১৯৯টি দেশের তালিকা প্রকাশ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গবেষণা সংস্থা ওয়ার্ল্ড পপুলেশন রিভিউ (WPR)। সাধারণত বিচক্ষণতা, দ্রুততা ও বুদ্ধিবৃত্তিক উত্তর দেওয়ার ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে এই আইকিউ নির্ধারণ করা হয়। আইকিউ নিয়ে করা তালিকায় প্রথম ছয়টি দেশই এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত। শীর্ষ দশে থাকা দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে যথাক্রমে জাপান, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, হংকং, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, বেলারুশ, ফিনল্যান্ড, লিচটেনস্টেইন ও জার্মানি। তালিকায় শীর্ষে থাকা জাপানের স্কোর ১০৬.৪৮ পয়েন্ট। আর সর্বনিম্নে স্থানে রয়েছে নেপাল, তার স্কোর মাত্র ৪২.৯৯ পয়েন্ট। জনগণের গড় আইকিউ ৭৪.৩৩ পয়েন্ট নিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ১৫০ তম। ৭৬.৭৪ পয়েন্ট স্কোর নিয়ে ভারত আছে ১৪৩ তম অবস্থানে। ১২০ তম অবস্থানে থাকা পাকিস্তানের স্কোর ৮০ পয়েন্ট। এদিকে, দারিদ্র্যপীড়িত দেশ আফগানিস্তান গড় আইকিউয়ে ৮২ পয়েন্ট নিয়ে রয়েছে ১০৩ তম অবস্থানে।

দেশে প্রতি ১০০ জনে ১১ জন স্ট্রোকের ঝুঁকিতে

দেশে প্রতি ১০০ জনের মধ্যে ১১ জন স্ট্রোকের ঝুঁকিতে রয়েছে। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস ও হাসপাতালের এক জরিপে বলা হয়েছে, প্রায় ২০ লাখ স্ট্রোকের রোগী রয়েছে বাংলাদেশে। অন্যদের তুলনায় স্ট্রোকের ঝুঁকি ৬০ বছরের বেশি মানুষের মধ্যে ৭ গুণ বেশি। এক্ষেত্রে নারীর চেয়ে পুরুষের আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি প্রায় দ্বিগুণ। আর শহরের চেয়ে স্ট্রোকের প্রকোপ গ্রামে কিছুটা বেশি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর এক হিসাবে বলছে, স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে গত ২০১৯ সালে দেশে মারা গেছেন ৪৫ হাজার ৫০২ জন। ২০২০ সালে এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৫ হাজার ৩৬০ জন। অর্থাৎ স্ট্রোকের রোগী এক বছরে প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে। ওয়ার্ল্ড স্ট্রোক অর্গানাইজেশন (WSO) বলছে, স্ট্রোক হওয়ার সর্বোচ্চ ৪ ঘণ্টার মধ্যে চিকিৎসা নিলে ৩০ শতাংশ রোগীর সম্পূর্ণ ভালো হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। স্ট্রোকের প্রথম চার ঘণ্টা রোগীর জন্য 'গোল্ডেন আওয়ার' বা অতি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত। স্ট্রোক হওয়ার ৪ ঘণ্টার ভেতরে রক্তনালির জমাট খুলে দিলে ৫০ শতাংশ রোগীর সম্পূর্ণ ভালো হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সচেতনতার ঘাটতি, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, ধূমপান ও তামাকজাত পণ্য সেবনের প্রবণতা, অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপনসহ নানা কারণে স্ট্রোকের মৃত্যুও বাড়ছে।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব

জার্মানির কোলন শহরে প্রথম আযান

জার্মানির কোলন শহরের মসজিদ থেকে প্রথমবারের মতো আযান দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় সরকারের সঙ্গে দীর্ঘ ২ বছর ধরে মুসলিমদের আইনি লড়াইয়ের পর অবশেষে মাইকে আযান প্রচারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কোলন শহরের সেন্ট্রাল মসজিদ থেকে মুয়াযযিনের আযানের মাধ্যমে শহরের ১ লক্ষ মুসলিম বাসিন্দাকে ছালাতের আহ্বান জানানো হয়। জার্মানির চতুর্থ বৃহত্তম এই শহরের কর্তৃপক্ষ শুধু জুমআর ছালাতে আযানের অনুমতি দিয়েছিল। কিন্তু এখন থেকে তারা ৫ ওয়াক্তই আযানের সুর শুনতে পাবেন। উল্লেখ্য, জার্মানির জনসংখ্যার প্রায় ৬ শতাংশ মুসলিম। দেশটিতে ৫০ লক্ষেরও বেশি মুসলিম বাস করেন।

মুসলিম বিশ্ব

বিশ্বের প্রভাবশালী পাঁচশত মুসলিমের তালিকা প্রকাশ

বর্তমান বিশ্বের শীর্ষ প্রভাবশালী পাঁচশত মুসলিম ব্যক্তিত্বের তালিকা প্রকাশ করেছে আম্মানভিত্তিক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান 'দ্য রয়েল ইসলামিক স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ সেন্টার'। প্রকাশিত তালিকায় শীর্ষ ৫০ প্রভাবশালী মুসলিমের নাম ধারাক্রমে

উল্লেখ করা হয়। অবশিষ্ট ৪৫০ জনের নাম ১৩টি ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান বিবেচনায় উল্লেখ করা হয়। এবারের বর্ষসেরা মুসলিম ব্যক্তিত্ব হিসেবে ভারতের জমিয়তে উলামা-ই-হিন্দের সভাপতি মাওলানা মাহমূদ মাদানী এবং বর্ষসেরা মুসলিম নারী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতিমান অনুবাদক আয়েশা আব্দুর রহমান বিউলির নাম ঘোষণা করা হয়। এ বছর প্রভাবশালী ব্যক্তিদের তালিকার শীর্ষে রয়েছেন সঊদী আরবের বাদশাহ সালমান বিন আব্দুল আযীয। দ্বিতীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি মনোনীত হয়েছেন আয়াতুল্লাহ সৈয়দ আলী হোসাইনী খামীনী। তৃতীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি হলেন কাতারের আমীর শেখ তামীম বিন হাম্মাদ আল-থানী। চতুর্থ প্রভাবশালী ব্যক্তি হলেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়িপ এরদোয়ান। পঞ্চম স্থানে রয়েছেন জর্ডানের বাদশাহ দ্বিতীয় আব্দুল্লাহ। ষষ্ঠ স্থানে রয়েছেন আল্লামা মুহাম্মাদ তাক্বী উছমানী। তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের একজন প্রখ্যাত ইসলামী ব্যক্তিত্ব। তিনি ইসলামী ফিক্বহ, হাদীছ, অর্থনীতি ও তাসাউফ বিশেষজ্ঞ। তিনি ১৯৮০ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শরীআহ আদালতের এবং ১৯৮২ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের শরীআহ আপিল বেঞ্চের বিচারক ছিলেন। সপ্তম স্থানে রয়েছেন মরক্কোর রাজা ষষ্ঠ মুহাম্মাদ। তালিকার ৮ম স্থানে রয়েছেন আমিরাতের প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ বিন জায়েদ আল-নাহিয়ান। নবম স্থানে রয়েছেন আয়াতুল্লাহ সাইয়িদ আলি হুসাইন আল-সিসতানী।

ফিলিস্তীনীদের জন্য সবচেয়ে ভয়াবহ বছর ২০২২

পশ্চিম তীরের ফিলিস্তীনীদের জন্য ২০২২ সাল সবচেয়ে ভয়াবহ বলে উল্লেখ করেছে জাতিসংঘ। গত মাসে ইসরাঈলের সামরিক বাহিনীর হাতে ছয় শিশুসহ ৩২ জন ফিলিস্তীনী নিহত হয়েছে। এছাড়া বিক্ষোভ, সংঘর্ষ, অনুসন্ধান ও গ্রেফতার অভিযান এবং তথাকথিত ইসরাঈলীদের বিরুদ্ধে হামলার পরিপ্রেক্ষিতে আরো ৩১১ জন হতাহত হয়েছে। এ মাসে যে পরিমাণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও সহিংসতা দেখা গিয়েছে সেটি ২০২২ সালকে পশ্চিম তীরের জন্য সবচেয়ে ভয়ানক বছর হিসেবে চিহ্নিত করেছে। চলতি বছর পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেমে সংঘর্ষে ১২৫ জন ফিলিস্তীনী নাগরিক নিহত হয়েছে। অন্যদিকে জাতিসংঘ জানিয়েছে, ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ইয়াহূদীবাদী ইসরাঈল ফিলিস্তীনীদের প্রায় ৯০০০ ঘরবাড়ি ধ্বংস করেছে এবং এতে হাজার হাজার ফিলিস্তীনী উদ্বাস্তু হয়েছে। ইয়াহূদীবাদী ইসরাঈলের সেনাদের ধ্বংস এবং উচ্ছেদ অভিযানের কারণে এই সময়ে ১৩ হাজার ফিলিস্তীনী উদ্বাস্তু হয়েছেন এবং এক লাখ ৫২ হাজার মানুষ নানা ধরনের ক্ষতির শিকার হয়েছে। এ সময়ে ১৫৫৯ ভবন ইসরাঈল সেনারা একেবারে গুঁড়িয়ে দিয়েছে যাতে ভবনগুলোর কোনো চিহ্ন না থাকে এবং কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে না হয়।

সাইন্স ওয়ার্ল্ড

প্লাস্টিক খেয়ে পানি শুদ্ধ করবে রোবট মাছ!

দেখতে মাছের মতো। পানিতে ছেড়ে দিলে সাঁতরাতেও পারে নির্ভুল। তবে এই মাছ জ্যান্ত নয়, এটি যান্ত্রিক মাছ (Robo fish)। ইংল্যান্ডের সারে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষক ছাত্র মাছটি বানিয়েছেন পানিকে প্লাস্টিককণার দূষণ থেকে মুক্ত রাখতে। প্লাস্টিকের অত্যন্ত ছোট ছোট কণা (Microplastic), যা ক্রমেই চিন্তা বাড়াচ্ছে স্বাস্থ্যবিদদের। এই প্লাস্টিক কণা আকারে এতটাই ছোট যে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পানি পানের সময় চোখে পড়ে না। ফলে অগোচরেই পানিবাহী হয়ে শরীরে ঢুকে স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে এই প্লাস্টিক। এই যান্ত্রিক মাছ পানিকে এই প্লাস্টিক কণা থেকে মুক্ত করবে। মাইক্রোপ্লাস্টিকের এক একটি কণার ব্যাস হতে পারে বড়জোর ৫ মিলিমিটার। খালি চোখে তা চট করে দেখা সম্ভব নয়। যন্ত্র দিয়ে তৈরি রোবট মাছ, সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করবে। পানিতে ছেড়ে দিলে ওই মাইক্রোপ্লাস্টিককে গিলে নিয়ে শুদ্ধ পানি পেট থেকে ছেঁকে বের করবে এই রোবট, যার নাম দেওয়া হয়েছে গিলবার্ট (Gilbert)। গিলবার্টের শরীরের ভিতরের গঠনও খানিকটা মাছের মতোই। রোবট হলেও যান্ত্রিক কানকো আছে তার শরীরে। সেই কানকোর ছাঁকনিতেই মাইক্রোপ্লাস্টিক ছেঁকে পানি পরিশুদ্ধ করে গিলবার্ট। সম্প্রতি রোবটদের একটি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল এই রোবোফিস, সেখানে সেরার শিরোপা ছিনিয়ে নিয়েছে গিলবার্ট।

বিশ্বে প্রথম বিদ্যুৎচালিত বিমান আবিষ্কার

সফলভাবে আকাশে উড়ল বিশ্বের প্রথম বিদ্যুৎচালিত যাত্রীবাহী বিমান। 'অ্যালিস' নামের বিমানটি বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়নের পর আট মিনিট আকাশে ভ্রমণ করে। আট মিনিটের উদ্বোধনী ফ্লাইটে বিমানটি ৩ হাজার ৫০০ফুট উচ্চতায় উঠেছিল। ৩০ মিনিট চার্জ দিলে নয়জন যাত্রী নিয়ে এক ঘণ্টায় প্রায় ৪৪০ নটিক্যাল মাইল উড়তে সক্ষম। বিমানটির সর্বোচ্চ গতি ২৫০ নট বা ঘণ্টায় ২৮৭ মাইল। অন্যদিকে একটি বোয়িং-৭৩৭ বিমানের সর্বোচ্চ গতি প্রতি ঘণ্টায় ৫৮৮ মাইল। বিমান চলাচলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন নিঃসরণ মাত্রা শূন্যে নামিয়ে আনার লক্ষ্যেই এই আবিষ্কার। ২০২৭ সাল নাগাদ বিমানটি বাজারে আসবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

সওয়াল-জওয়াব

ফাতাওয়া বোর্ড, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

ঈমান-আক্বীদা

প্রশ্ন (১) : আমরা কিভাবে আল্লাহর পরিচয় লাভ করতে পারি?

-আব্দুল্লাহ
নওগাঁ।

উত্তর: আল্লাহর পরিচয় লাভ করার অনেক উপায় রয়েছে। তার মধ্যে কতিপয় উপায় নিম্নে উল্লেখ করা হলো- ১. সৃষ্টিজগৎ দেখা ও তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে আছে নিদর্শন' (আয-যারিয়াত, ৫১/২০)। তিনি আরো বলেন, 'বিশ্বজগতে ও তাদের নিজেদের মধ্যে আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাব যাতে তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয় যে, এটি (কুরআন) সত্য; তোমার রবের জন্য এটাই যথেষ্ট নয় কি যে, তিনি সকল বিষয়ে সাক্ষী?' (ফুসসিলাত, ৪১/৫৩)। ২. নিজের শরীর নিয়ে গবেষণা করা। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর (নিদর্শন আছে) তোমাদের মাঝেও, তোমরা কি দেখ না?' (আয-যারিয়াত, ৫১/২১)। বেশি বেশি প্রার্থনা করা। কারণ আল্লাহ তাওফীক্ব দান না করলে আল্লাহকে চেনা অসম্ভব। মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহর সহায়তা ছাড়া আমার কোন তওফীক নেই। আমি তাঁরই উপর তাওয়াক্কুল করেছি এবং তাঁরই কাছে ফিরে যাই' (হূদ, ১১/৮৮)। ৩. বিভিন্ন প্রাণি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। মহান আল্লাহ বলেন, 'তারা কি উটের প্রতি লক্ষ করে না তা কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে? এবং আসমানের দিকে, কিভাবে তা উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে? পাহাড়ের দিকে, কিভাবে তা স্থাপন করা হয়েছে? আর ভূ-তলের দিকে, কিভাবে বিস্তৃত করা হয়েছে?' (আল-গাশিয়াহ, ৮৮/১৭-২০)। এছাড়াও নেককার-মুত্তাক্বী ব্যক্তিদের সাথে চলাফেরা করা। কেননা তাদের মাধ্যমে আল্লাহর নিদর্শনাবলীর সঠিক ব্যাখ্যা ও পরিচয় লাভ করা যায়।

প্রশ্ন (২) : 'নবীগণ তাঁদের কবরের মধ্যে জীবিত, তাঁরা ছালাত আদায় করেন'। এই হাদীছের সঠিক ব্যাখ্যা জানতে চাই।

-সিয়াম
আক্কেলপুর, জয়পুরহাট।

উত্তর: হাদীছটি ছহীহ। হাদীছটি মুসনাদে বাযযার ৬৮৮৮, মুসনাদে আবী ইয়ালা ৩৪২৫ নম্বরসহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। তবে, কবরের জীবনকে দুনিয়ার জীবনের সাথে তুলনা করা যাবে না। এক্ষেত্রে স্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং সালাফদের আক্বীদা হচ্ছে- ১. নবীগণ মৃত্যুবরণ করেছেন একথাই চূড়ান্ত। মহান আল্লাহ তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তুমি মরণশীল, তারাও মরণশীল' (আয-যুমার, ৩০)। আল্লাহ বলেছেন, كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ 'প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে' (আলে ইমরান, ৩/১৮৫; আল-আম্বিয়া, ২১/৩৫)। (হাদীছ) ৩. আবূ বকর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেছেন, فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ 'নিশ্চয় মুহাম্মাদ মারা গিয়েছেন' (ছহীহ বুখারী, হা/৩৬৬৮)। ৪. আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেছেন, مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মারা গিয়েছেন' (ছহীহ বুখারী, হা/৪৪৪৬)। ২. নবীগণের শরীর মাটিতে খায় না। আওস ইবনু আওস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ 'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা নবীগণের শরীর ভক্ষণ করাকে জমিনের উপর হারাম করে দিয়েছেন' (ইবনু মাজাহ, হা/১৬৩৬; সুনানুস সুগরা লিল বায়হাক্বী, হা/৬০৫)। তবে যেসব বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, তিনি সালামের জবাব দিয়ে থাকেন, ছালাত আদায় করে থাকেন তার অর্থ হল, আত্মার জগতে তাঁকে ছালাত আদায়ের, সালামের উত্তর দেয়ার ক্ষমতা দেয়া হয় (আবূ দাঊদ, হা/২০৪১; মিশকাত, হা/৯২৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত, হা/৪৬৪)।

প্রশ্ন (৩) : যারা বলে যে, ছাহাবীগণের মধ্যেও বিদআত ছিল; তাদের কথা কি ঠিক?

-মো. নূরুল ইসলাম
পুঠিয়া, নাটোর।

উত্তর: ছাহাবীগণের মধ্যে কেউ বিদআতী ছিলেন একথা আদৌও ঠিক নয়। বরং তারা ছিলেন শরীআতে ইনছাফের ব্যাপারে সর্বোচ্চে এবং সত্যের মাপ-কাঠি। মহান আল্লাহ বলেন, 'অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে আপনার হাতে বাই'আত গ্রহণ করেছিল; অতপর তিনি তাদের অন্তরে কী ছিল তা জেনে নিয়েছেন, ফলে তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে পুরস্কৃত করলেন নিকটবর্তী বিজয় দিয়ে' (আল ফাতহ, ৪৮/১৮)। আবূ সাঈদ আল খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তোমরা আমার ছাহাবীগণকে গালমন্দ করো না। কেননা তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনাও আল্লাহর পথে খরচ করে, তবুও তাঁদের মর্যাদার এক মুদ কিংবা অর্ধ মুদ (যব গম খরচ)-এর সমান ছওয়াব অর্জন করতে পারবে না' (ছহীহ বুখারী, হা/৩৪৭০; ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৪০)। আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, 'সর্বোত্তম লোক আমার যুগের লোক (অর্থাৎ ছাহাবীগণ)। তারপর তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ- তাবিঈগণ। তারপর তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট (অর্থাৎ তাবি তাবিঈন) (ছহীহ বুখারী, হা/৩৪৫১)। যেসকল বিষয়ে সাহাবীগণের মতের মধ্যে ইখতেলাফ দেখা যায় তা তাদের ইজতেহাদী বিষয়। আর ইজতেহাদ শরীআতে দোষনীয় নয়।

প্রশ্ন (৪) : আক্বীদাগত বিদআতী কি কাফের-মুশরিকদের মত চিরস্থায়ী জাহান্নামী?

-আব্দুল্লাহ
দিনাজপুর।

উত্তর: বিদআত বলতেই মূলত পথভ্রষ্টতাকে বুঝানো হয় (ইবনু মাজাহ, হা/৪২)। আর আক্বীদাগত বিদআত কখনো কখনো মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। যেমন: জাহমিয়াদের আক্বীদা; আল্লাহর সিফাতকে আস্বীকার করা এবং কুরআন

মানুষের সৃষ্ট বলে বিশ্বাস করা; যার মাধ্যমে আল্লাহর স্পষ্ট আয়াতকে অস্বীকার করা হয় (আল-মায়েদা, ৬৪; আল-বাক্বারা, ২৫৫)। আর যে আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করে এবং তওবা ব্যতিরেকে উক্ত অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করে, সে চিরস্থায়ী জাহান্নাম হবে। কারণ সে কাফের। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় যারা কুফুরী করে এবং কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাদের উপর আল্লাহর, তার ফেরেশতার এবং সকল মানুষদের পক্ষ হতে লানত। তারা জাহান্নামে চিরস্থায়ীভাবে থাকবে এবং তাদের থেকে শাস্তি কমানো হবে না এবং তাদের দিকে দৃষ্টিও দেওয়া হবে না' (আল-বাক্বারা, ১৬১-১৬২)।

প্রশ্ন (৫) : কিছু কিছু পীরপন্থী লোকেরা ছালাত-ছিয়াম অস্বীকার করে। কুরআন ৯০ পারা মানে। তাদের সাথে দেখা হলে আমি সালাম দেয় না। এটা কি ঠিক করছি?

-মো. শাহ আলম
বড়াইগ্রাম, নাটোর।

উত্তর : যারা ছালাত-ছিয়াম অস্বীকার করে এবং কুরআন ৯০ পারা মনে করে তারা মুসলিম নয় বরং তারা মুরতাদ। আর মুরতাদকে সালাম দেওয়া যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন, 'তার চেয়ে কে বড় যালেম হতে পারে যে আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করে এবং সত্যকে অস্বীকার করে, যখন সত্য তার নিকট আসে। কাফেরদের জন্য জাহান্নাম কি আবাসস্থল হবে না' (আয-যুমার, ৩৯/৩২)। আর কোনো অমুসলিমকে আগে সালাম দেওয়া যাবে না। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ইয়াহুদী ও নাছারাদের আগে সালাম প্রদান করবে না। রাস্তায় তাদের সাথে দেখা হলে সংকীর্ণ রাস্তায় যেতে বাধ্য করো' (ছহীহ মুসলিম, হা/২১৬৭; সিলসিলা ছহীহা, হা/১৪১১)।

প্রশ্ন (৬) : কালো জাদু কি সত্য, একজন মুসলিম হিসেবে এগুলো সম্পর্কে আমাদের আক্বীদা কেমন হওয়া উচিত, বিস্তারিত জানতে চাই?

-সিয়াম
আক্কেলপুর, জয়পুরহাট।

উত্তর: সব যাদুই যাদু হিসেবে গণ্য। কোনো যাদুকে কালো নামে পৃথক করা যাবে না। যাদু-টোনা, বশীকরণ, বান মারা তাবিজ করা বা কুফুরী শক্তি প্রয়োগ করাকে কালো যাদু বা ব্ল্যাক মাজিক বলা হয়। এসব হচ্ছে শয়তানের কাজ। মহান আল্লাহ বলেন, 'এবং সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তানরা যা পাঠ করত, তারা তা অনুসরণ করত, মূলত সুলাইমান কুফুরী করেনি বরং শয়তানরাই কুফুরি করেছিল, তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত' (আল বাকারা, ২/১০২)। আবূ মূসা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তিন শ্রেণির মানুষ জান্নাতে যাবে না। ১. মদ্যপানকারী ২. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ৩. যাদুকে বিশ্বাসকারী (মুসতাদরাক আলা আস-ছহীহাইন, হা/৭২৩৪)। সাতটি বড় বড় ধ্বংসাত্মক পাপের মধ্যে যাদু একটি। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় থেকে দূরে থাকো। জিজ্ঞেস করা হলো হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কি কি? তিনি বলেন, 'আল্লাহর সাথে কাওকে শরীক করা, যাদু করা...' (ছহীহ বুখারী, হা/২৬১৫; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৯)। সুতরাং এসব কাজ থেকে দূরে থাকা ফরয। উল্লেখ্য যে, মানুষের প্রতি কালো যাদুর প্রভাব পড়ে থাকে। যেমন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ইহুদী লাবিদ ইবনুল আসাম যাদু করে ছিল। যার প্রভাবে তিনি অনেক বিষয় ভুলে যেতেন। যার প্রেক্ষিতে সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস নাযিল হয়ে ছিল (ছহীহ বুখারী, হা/৩০৯৫)। যাদুর ব্যাপারে আমাদের আক্বীদা হচ্ছে: মহান আল্লাহ বলেন, '...অথচ তারা তার মাধ্যমে কারো কোন ক্ষতি করতে পারত না আল্লাহর অনুমতি ছাড়া (আল বাকারা, ২/১০২)।

প্রশ্ন (৭) : হে আল্লাহ তোমার পবিত্রতার কসম, তোমার ইজ্জতের কসম, তোমার সম্মানের কসম, তোমার গুণাবলীর কসম, কাবা গৃহের রবের কসম, হে আল্লাহ তোমার পবিত্র কুরআনকে সামনে রেখে, তোমার কুরআনকে সাক্ষী রেখে, আমার সৃষ্টিকর্তার নামে শপথ করে বলছি, এখন থেকে আমি তুমি যা অপছন্দ করো তা আমি করবো না। প্রশ্ন হলো- নিজেকে পাপ থেকে দূরে রাখতে, শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচতে, নফসের ধোঁকা, যৌবনের ধোঁকা থেকে বাঁচতে। এই ভাবে কসম করা বা আল্লাহকে কথা দেয়া যাবে কি?

-মোহাম্মাদ হাসান বিন ইবরাহীম
গাংগনী, মেহেরপুর।

উত্তর: শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচার জন্য কসমের পথ অবলম্বন না করে তাক্বওয়ার পথ অবলম্বন করা অধিক উত্তম। কেননা তাক্বওয়া তথা আল্লাহভীতি মানুষের কাজকর্মকে সঠিক করে দেয়। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজগুলোকে শুদ্ধ (সঠিক) করে দেবেন এবং তোমাদের পাপগুলো ক্ষমা করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই এক মহা সাফল্য অর্জন করল' (আল আহযাব, ৩৩/৭১)। এ মর্মে আরো অসংখ্যক আয়াত রয়েছে। তবে, ভালোকাজের সংকল্প করাও একটি ভালো কাজ। আর ভালোকাজের কসম করলে তা পুরণ করা জরুরি। তাই কেউ চাইলে পাপ কাজ বর্জনের জন্য আল্লাহর জাতি নাম ও গুণবাচক নামে কসম করতে পারে। যদি কসমের উপর টিকে থাকতে না পারে তাহলে তার জন্য কাফফারা প্রদান করতে হবে। ইমরান ইবনু হুসাইন রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'পাপের ব্যাপারে মানত করলে সে মানত পূরণ করতে নেই। আর বান্দা যার মালিক নয় সে বস্তুর মানতও পূরণযোগ্য নয়'। ইবনু হুজর রাযিয়াল্লা-হু-এর বর্ণনায় আছে যে, আল্লাহর নাফরমানীর বিষয়ে মানত সংঘটিত হয় না (ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৪১; ইবনু মাজাহ, হা/২১২৫)। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'কোন বিষয়ে কসম করার পর অন্য বিষয় যদি তা থেকে ভাল দেখে তবে, সে তার কসমের কাফফারা দিয়ে দিবে এবং ঐ (উত্তম) কাজটি করবে' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৬০৫)। কসমের কাফফারা হলো- ১. দশজন মিসকীনকে মধ্যম মানের খাদ্য দান ২. অথবা তাদেরকে পরিধেয় বস্ত্র প্রদান করা ৩. অথবা সামর্থ না

থাকলে, তিনদিন ছিয়াম পালন করা (আল-মায়েদা, ৫/৮৯)। উল্লেখ্য যে, প্রশ্নোল্লিখিত কসমের বাক্যগুলোর মধ্যে 'কুরআনকে সামনে, কুরআনকে সাক্ষী রেখে' চলবে না। কেননা আল্লাহর জাত ও গুনাবলি বাদ দিয়ে এমন বাক্য দ্বারা কসম করা শিরক।

প্রশ্ন (৮) : আবহাওয়া অফিসের প্রচারিত আগাম সংবাদ বিশ্বাস করা যাবে কি?

-আব্দুল খালেক
নাটোর।

উত্তর: আবহাওয়া অফিসের আগাম সংবাদ বিশ্বাস করা যায়। তবে কিছু শর্ত সাপেক্ষে (১) আলামত দেখার পরে বলবে (২) বলার সময় 'হতে পারে' এমন শব্দ উচ্চারণ করবে (৩) 'নিশ্চিত হবে বা ঘটবে' এমনটি বলা হতে বিরত থাকবে।

প্রশ্ন (৯) : নবী ﷺ-এর কবরের মাটি নাকি আল্লাহর আরশ থেকেও শ্রেষ্ঠ। একথা কি সত্য?

-সাইফুল ইসলাম সিয়াম
আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা।

উত্তর: এসব ভিত্তিহীন এবং শরীআতকে বিকৃত করার অপকৌশল। কুরআন হাদীছে এর কোনো সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই এমন বিষয় প্রচার-প্রসার করা থেকে বিরত থাকা একান্ত জরুরি।

পবিত্রতা

প্রশ্ন (১০) : কোনো মেয়ে ঋতু থেকে এমন সময় পবিত্র হয়েছে যে, সে ঠাণ্ডা জ্বরে আক্রান্ত। এমতাবস্থায় সে তায়াম্মুম করে ছালাত পড়তে পারবে কি? এক্ষেত্রে কি তাকে সুগন্ধি ব্যবহার করতে হবে?

-আব্দুল মালেক

উত্তর: পানি ব্যবহারে রোগ বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলে তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'যদি তোমরা রুগ্ন হও, অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রসাব-পায়খানা সেরে আসে অথবা তোমরা স্ত্রী সহবাস কর, অতঃপর পানি না পাও, তাহলে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও... (আন-নিসা, ৪/৪৩)। জাবের রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা কোনো এক সফরে বের হলাম। অতঃপর আমাদের কোনো এক ব্যক্তির মাথায় পাথর লেগে জখম হয়ে যায়। অতঃপর তার স্বপ্নদোষ হয়। সে তার সাথীদের জিজ্ঞাসা করে, আমি কি তায়াম্মুম করতে পারি? তারা বলেন, যেহেতু আপনি পানি ব্যবহারে সক্ষম, তাই আপনাকে তায়াম্মুম করার অনুমতি দেয়া যায় না। অতঃপর লোকটি গোসল করল এবং মৃত্যুবরণ করল। সফর হতে ফেরার পর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আমরা ঘটনা সম্পর্কে অবগত করালাম। তিনি বললেন, তার সাথীরা তাকে হত্যা করেছে, আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুক!.. (আবূ দাঊদ, হা/৩৩৬; মিশকাত, হা/৫৩১)। বাড়িতে হলে সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারে। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত, জনৈকা মহিলা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হায়েযের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি তাকে গোসলের নিয়ম বলে দিলেন যে, মিস্কের সুগন্ধিযুক্ত একখন্ড কাপড় নিয়ে তা দিয়ে ভালোভাবে পাক-পবিত্রতা অর্জন করবে। মহিলা বললেন, কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করব? আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন কর। মহিলা (তৃতীয়বার) বললেন, কিভাবে? আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সুবহানাল্লাহ! তা দিয়ে তুমি পবিত্রতা অর্জন কর। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, তখন আমি তাকে টেনে আমার নিকট নিয়ে আসলাম এবং বললাম, তা দিয়ে রক্তের চিহ্ন বিশেষভাবে মুছে ফেল (ছহীহ বুখারী, হা/৩০৮)।

ইবাদত-ছালাত

প্রশ্ন (১১) : ছালাতের মধ্যে অতিরিক্ত হাই আসে এতে ছালাতের কোনো সমস্যা হবে কি?

-মাহাদী
নরসিংদী।

উত্তর: হাই আসার কারণে ছালাতের কোনো ক্ষতি হবে না। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'হাই শয়তানের পক্ষ থেকে আসে। সুতরাং তোমাদের কারও যখন হাই আসে তখন যেন সে তা প্রতিরোধ করে। কারণ কেউ যখন 'হা' বলে তখন শয়তান হাসে' (ছহীহ বুখারী, হা/৩১১৫; ছহীহ মুসলিম, হা/২৯৯৪)। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'হাঁচি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আর হাই তোলা শয়তানের পক্ষ থেকে। সুতরাং তোমাদের মাঝে কেউ হাই তুললে সে যেন মুখের উপর হাত রাখে (মুসনাদে আহমাদ, হা/৭২৯৪)। সুতরাং ছালাতে হাই আসলে যথাসাধ্য তা প্রতিহত করার চেষ্টা করবে। সক্ষম না হলে, হাই উঠার সময় মুখে হাত দিবে (আল-আযকার 'নববী',)।

প্রশ্ন (১২) : আমাদের মসজিদটি হানাফী হিসেবে স্বীকৃত। মসজিদের কমেটি বলেছে যে, ছালাত জামাআতে পড়ার সময় হানাফীদের মতো পড়তে হবে। আর অন্য সুন্নাত-নফলে রাফউল ইয়াদায়েন করবে বাধা নেই। এতে মসজিদে যাওয়া বাদ দিয়ে বাড়িতে ছালাত পড়ছি। প্রশ্ন হলো- সুন্নাত বাদ দিয়ে মসজিদে জামাআতে বেশি ছওয়াব, না-কি সুন্নাত মেনে বাড়িতে বেশি ছওয়াব?

-মো. শাহ আলম
বড়াইগ্রাম, নাটোর।

উত্তর: জামাআতে ছালাত আদায় করাই উত্তম। জামাআতে ছালাত আদায় করার ফযীলত অনেক। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'একাকী ছালাত আদায় করার চেয়ে জামাআতের সাথে ছালাত আদায় করার ফযীলত সাতাশ গুণ বেশি' (ছহীহ মুসলিম, হা/৬৫০; ছহীহ আত-তারগীব, হা/৪০৩)। এতে কোনো পাপ হলে ইমামের হবে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তারা তোমাদের ইমামতি করে। যদি তারা সঠিকভাবে আদায় করে তাহলে তার ছওয়াব তোমরা পাবে। আর যদি তারা ভুল করে, তাহলে তোমাদের জন্য ছওয়াব আছে, আর ভুলত্রুটির দায়িত্ব তাদের (ইমামের) উপরই বর্তাবে (ছহীহ বুখারী, হা/৬৬২)। তবে ছালাত দেরীতে আদায় করলে, বাড়িতে আদায় করে নিবে। আবূ যার রাযিয়াল্লা-হু আনহু

হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, ‘সে সময় তুমি কী করবে যখন তোমাদের উপর শাসকবৃন্দ এমন হবে, যারা ছালাতের প্রতি অমনোযোগী হবে অথবা তা সঠিক সময় হতে পিছিয়ে দিবে?’ আমি বললাম, আপনি আমাকে কী নির্দেশ দেন? তিনি বললেন, ‘এ সময়ে তুমি তোমার ছালাতকে সঠিক সময়ে আদায় করে নিবে। অতঃপর তাদের সাথে যা পাও, তা আবার আদায় করবে। এ ছালাত তোমার জন্য নফল হিসাবে গণ্য হবে’ (ছহীহ মুসলিম, হা/৬৪৮; আবূ দাঊদ, হা/৪৩১; ইবনু মাজাহ, হা/১২৫৬; তিরমিযী, হা/১৭৬)।

প্রশ্ন (১৩) : ওয়াক্তিয়া মসজিদে আযান না দিয়ে ছালাত আদায় করে থাকি, এটা কি ঠিক হচ্ছে?

-মো. শাহ আলম
বড়াইগ্রাম, নাটোর।

উত্তর: আযান হলো ইসলামের একটি সৌন্দর্য ও নিদর্শন। এতে অনেক ফযিলত রয়েছে। একাকী হলেও আযান দিয়ে ছালাত আদায় করতে হবে। কেননা এতে আযানের ফযিলত হাছিল হয়। মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন মুয়াযিযনদের গর্দান বেশি উচু হবে’ (ছহীহ মুসলিম, হা/৩৮৭; ইবনু মাজাহ, হা/৭২৫)। অন্য হাদীছে রয়েছে- মুআযিযনের আওয়ায যতদূর যাবে তার মাঝের সকল শুকনো, তরতাজা জড়বস্তু এবং ফেরেশতাগণ তার জন্য সাক্ষ্য দিবে (তারগীব, হা/২৩৪; মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, হা/২৩৫১)। তাই একাকী ছালাত আদায় করুক কিংবা জামাআতে আযান ও ইক্বামত দিয়ে ছালাত আদায় করতে হবে। কেননা ছালাতের জন্য আযান ও ইক্বামত একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ। আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একদা তিনি মসজিদে প্রবেশ করলেন তখন মানুষেরা ছালাত আদায় করে নিয়েছে। তিনি একজন ব্যক্তিকে (আযান ও ইক্বামত দেওয়ার) আদেশ করলেন। অতপর লোকটি আযান এবং ইক্বামত দিলেন (মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, ২২৯৮; তামামুল মিন্না ‘আলবানী’, ১৫০ পৃ. ‘হাদীছ ছহীহ’)।

প্রশ্ন (১৪) : আমি প্রবাসে কাজ করি। কাজের চাপে আছর ছালাত সময় মত পড়তে পারি না মাগরিবের সময় পড়ি। এটা কি শরীয়তসম্মত হবে?

-মোহাম্মাদ রফিক
মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর: মুসলিম নর-নারীর জন্য কাজের অজুহাতে ফরয ছালাত দেরীতে আদায় করা বৈধ নয়। কেননা যথা সময়ে ছালাত আদায় করা ফরয। মহান আল্লাহ বলেন, ‘নিশ্চয় ছালাত মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরয’ (আন-নিসা, ৪/১০৩)। ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে ছালাত আদায় করা সর্বোত্তম আমল (তিরমিযী, হা/১৭০)। তাই কর্তৃপক্ষের সাথে বিষয়টি নিয়ে কথা বলে কাজের ফাঁকে আপনাকে অবশ্যই ফরয ছালাত সময়মত আদায় করতে হবে। তা সম্ভব না হলে আপনাকে বিকল্প কাজ খুঁজতে হবে। আল্লাহ বরকত দান করবেন। মহান আল্লাহ বলেন, ‘সেই সব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয় বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ হতে এবং ছালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান হতে বিরত রাখেনা, তারা ভয় করে সেই দিনকে যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। যাতে তারা যে কাজ করে তজ্জন্য আল্লাহ তাদেরকে উত্তম পুরস্কার দেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদের প্রাপ্যের অধিক দেন; আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করে’ (আন-নূর, ২৪/৩৭-৩৮)।

পারিবারিক বিধান- বিবাহ-তালাক

প্রশ্ন (১৫) : পিতা-মাতার কথা মতো স্ত্রীকে তালাক দেওয়া যাবে কি?

-আব্দুর রহমান
রাজশাহী।

উত্তর: স্ত্রী শরীয়তসম্মতভাবে জীবন-জাপন না করার কারণে যদি পিতা-মাতা স্ত্রীকে তালাক্ব দিতে বলে তাহলে, পিতা-মাতার কথা অনুযায়ী স্ত্রীকে তালাক দিতে হবে। আর যদি স্ত্রীর ভাল গুণাগুণ থাকার পরও পিতা-মাতা তালাক দিতে বলে, তাহলে তাদের পরামর্শ দিতে হবে। কেননা পিতা-মাতার আনুগত্য করা সন্তানের উপর জরুরি। মহান আল্লাহ বলেন, ‘তোমার প্রতিপালক হুকুম জারি করেছেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না, আর পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো’ (আল-ইসরা, ১৭/২৩)। তিনি অনত বলেন, ‘তোমরা ইবাদাত কর আল্লাহর, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না। আর সদ্ব্যবহার কর মাতা-পিতার সাথে...’ (আন-নিসা, ৪/৩৬)। মু’আয রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দশটি বিষয়ে ওয়াছিয়্যাত বা উপদেশ দিয়েছেন। তিনি ﷺ বলেছেন, (১) আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় অথবা আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। (২) পিতা-মাতার অবাধ্য হবে না, যদি মাতা-পিতা তোমাকে তোমার পরিবার-পরিজন বা ধন সম্পদ ছেড়ে দেয়ার হুকুমও দেয়...’ (মুসনাদে আহমাদ, হা/২২০৭৫; মিশকাত, হা/৬১)। অন্যথায় তাদেরকে বোঝাতে হবে। তাদের সাথে কোনোরূপ খারাপ আচরণ করা যাবে না।

প্রশ্ন (১৬) : আপন ভাগ্নীর মেয়েকে বিবাহ করা যাবে কি? দলিলসহ জানতে চাই।

-আলী
বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর: আপন ভাগ্নীর মেয়েকে বিবাহ করা যাবে না। কেননা আপন ভাগ্নী যেমন হারাম অনরূপ ভাগ্নীর মেয়ে তার মেয়ের মেয়ে (নিম্ন স্তরের সকল ভাগ্নী) হারাম। এ মর্মে আল্লাহ বলেন, ‘তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে ১. তোমাদের মাতাদেরকে, ২. তোমাদের মেয়েদেরকে, ৩. তোমাদের বোনদেরকে, ৪. তোমাদের ফুফুদেরকে, ৫. তোমাদের খালাদেরকে, ৬. ভাতিজীদেরকে, ৭. ভাগ্নীদেরকে...’ (আন-নিসা, ৪/২৩)। অত্র আয়াত দ্বারা স্পষ্টত বোঝা যায় যে, ভাগ্নীদেরকে বলতে নিম্নোস্তরের সকল ভাগ্নীদেরকে বিবাহ করাকে হারাম করা হয়েছে।

প্রশ্ন (১৭) : বিবাহ সম্পাদনের সঠিক পদ্ধতি কী?

-মাহমুদুল হাসান
চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর: বিবাহ পড়ানোর নিয়ম হলো, প্রথমে খুৎবা দেওয়া। অতঃপর কিছু কথার মাধ্যমে বিবাহ বাস্তবায়ন করা। নবী ﷺ খুৎবার মধ্যে সূরা আলে ইমরানের ১০২ নং আয়াত, আন-নিসার ১ নং আয়াত ও আল-আহযাবের ৭০-৭১ নং আয়াত পাঠ করতেন। অতঃপর বিবাহ সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু কথা বলতেন (দারেমী, হা/২২০২; ইবনু মাজাহ, হা/১৮৯২; আবূ দাঊদ, হা/২১১৮; নাসাঈ, হা/১৪০৪; মিশকাত, হা/৩১৪৯)। কাজেই খুৎবা পড়ার পর মেয়ের পিতা বা অভিভাবক বা তাদের উপস্থিতিতে অন্য কেউ বরের সামনে দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে বলবেন, আমার মেয়ে ওমুক এতো নগদ ও এতো বাকী মোহরের বিনিময়ে তোমার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে রাযী তুমি তাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করো। তখন সে মেয়ের ওলী ও দুজন সাক্ষীকে শুনিয়ে বলবে, 'ক্বাবিলতু' (আমি গ্রহণ করলাম)। এরূপ তিনবার হওয়া ভালো। কারণ রাসূল ﷺ গুরুত্বপূর্ণ কথা তিনবার বলতেন (ছহীহ বুখারী, মিশকাত, হা/৩০৮)। অতপর ওলীসহ অন্যরা তাদের মঙ্গলের জন্য নিম্নের দু'আ পাঠ করবে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী করীম ﷺ কোনো ব্যক্তির বিবাহ সম্পাদনকালে বলতেন, بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ،

উচ্চারণ : বা-রাকাল্লুহ লাকা ওয়া বা-রাকা আলাইকুমা ওয়া জামাআ বায়নাকুমা ফী খয়রিন। **অর্থ:** 'আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন ও তোমাদের উভয়কে বরকত দান করুন। তিনি তোমাদের উভয়ের মাঝে দাম্পত্য মিলন কল্যাণমণ্ডিত করুন' (মুসনাদে আহমাদ, হা/৮৯৫৭; তিরমিযী, হা/১০৯১; আবূ দাঊদ, হা/২১৩০; ইবনু মাজাহ, হা/১৯০৫; মিশকাত হা/২৪৪৫)।

উল্লেখ্য যে, বিবাহের খুৎবা দাঁড়িয়ে দেওয়ার কোনো প্রমাণ নেই। তাছাড়া কনের কাছে গিয়ে বিবাহ পড়ানো বা তার জবানবন্দী গ্রহণেরও কোনো প্রমাণ নেই। বরং কনের অনুমতি অবিভাবক নিবে। সমাজে প্রচলিত এ সকল প্রথা মানব রচিত। যার কোনো শারঈ ভিত্তি নেই। বিয়ের খুৎবা নিম্নরূপ:

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّآتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوْا اللهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا

(ইবনু মাজাহ, হা/১৮৯২; আবূ দাঊদ, হা/২১১৮; নাসাঈ, হা/১৪০৪; দারেমী, হা/২২০২; মিশকাত, হা/৩১৪৯; আলে ইমরান, ৩/১০২; আন-নিসা, ৪/১; আল-আহযাব, ৩৩/৭০-৭১)। উল্লেখ্য যে, বিবাহ বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো ১. মেয়ের ওলী বা অভিভাবকের অনুমতি (আবূ দাঊদ, হা/২০৮৫; মিশকাত, হা/৩১৩০)। ২. কন্যার সম্মতি বা অনুমতি (ছহীহ বুখারী, হা/৫১৩৬; ছহীহ মুসলিম, হা/১৪১৯; মিশকাত, হা/৩১২৬)। ৩. স্বামীর গ্রহণ এবং ৪. দু'জন সাক্ষী।

প্রশ্ন (১৮) : নিজ চাচার মৃত্যুর পর ভাতিজা চাচিকে বিবাহ করতে পারবে কি?

-তানভীর
ধুরইল মৃধাপাড়া, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর: চাচি মাহরামের অন্তর্ভুক্ত নয়। অর্থাৎ শরীআতে যাদেরকে বিবাহ করা একজন পুরুষের জন্য হারাম তাদের অন্তর্ভুক্ত নয় (আন-নিসা, ৪/২৩)। সুতরাং চাচার মৃত্যু অথবা কোনো কারণে চাচির সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করলে ইদ্দত পালন শেষে ভাতিজা চাচিকে বিবাহ করতে পারে। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, 'বংশীয় কারণে সাত জন এবং বৈবাহিক কারণে সাত জন নারীকে বিবাহ করা হারাম করা হয়েছে। অতপর তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করেন, 'তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা এবং মেয়ে, বোন, ফুফু, খালা, ভাইঝি, ভাগিনী, দুধ মা, দুধ বোন, শ্বাশুড়ী, তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে সঙ্গত হয়েছ তার পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত মেয়ে যারা তোমাদের তত্ত্বাবধানে আছে, কিন্তু যদি তাদের সাথে তোমরা সহবাস না করে থাক, তবে (তাদের বদলে তাদের মেয়েদেরকে বিয়ে করলে) তোমাদের প্রতি গুনাহ নেই এবং (তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে) তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী এবং এক সঙ্গে দু' বোনকে (বিবাহ বন্ধনে) রাখা, পূর্বে যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, দয়ালু' (ছহীহ বুখারী, 'কিতাবুন নিকাহ' অধ্যায়-২৫; মিশকাত, হা/৩১৮১)।

প্রশ্ন (১৯) : একজন ছেলে এক মেয়েকে আল্লাহর নামে কসম করে বলেছিল তাকেই বিবাহ করবে। পরবর্তীতে মেয়েটি দ্বীনদার নয় জানতে পেরে ছেলেটি তাকে বিবাহ করতে অসম্মতি প্রকাশ করে। এই কসমের কারণে কি ছেলেটির উপর মেয়েটিকে বিবাহ করা আবশ্যক?

-মো. মেহেদী হাসান
ঘোড়াশাল, পলাশ, নরসিংদী।

উত্তর: বিবাহের পূর্বে মেয়েদের সাথে সম্পর্ক রাখা হারাম। অবৈধ বিষয়ের ক্ষেত্রে কসম করলে সে কসম যেমন পূরণযোগ্য নয় তেমনি কোনো বৈধ বিষয়ের কসম করার পর যদি তার চেয়ে উত্তম কিছু পাওয়া যায় তাহলে, পূর্বের কসমকৃত বিষয়টি ছেড়ে দিয়ে উত্তমটি গ্রহণ করতে হবে। আর এক্ষেত্রে কসম ভঙ্গের কারণে কাফফারা প্রদান করবে। ইমরান ইবনু হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'পাপের ব্যাপারে মানত করলে সে মানত পূরণ করতে নেই। আর বান্দা যার মালিক নয় সে বস্তুর মানতও পূরণযোগ্য নয়'। ইবনু হুজর রাহিমাহুল্লাহ-এর বর্ণনায় আছে যে, আল্লাহর নাফরমানীর বিষয়ে মানত সংঘটিত হয় না (ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৪১; ইবনু মাজাহ, হা/২১২৫)। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, 'কোন বিষয়ে কসম করার পর অন্য বিষয় যদি তা থেকে ভাল দেখে তবে, সে তার কসমের কাফফারা দিয়ে দিবে এবং ঐ (উত্তম) কাজটি করবে' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৬০৫)। যেহেতু মেয়ে দ্বীনদার নয় তা জানা গেছে তাই এই মেয়েকে বিবাহ করতে না চাইলে কসম ভঙ্গের কাফফারা দিয়ে দ্বীনদার কোনো মেয়েকে বিবাহ করবে। কারণ রাসূল ﷺ বলেছেন মেয়েদের চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রেখে বিবাহ করতে।

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রেখে শাদী করা হয়। তার সম্পদ, তার বংশমর্যাদা, তার সৌন্দর্য ও তার দ্বীনদারী। সুতরাং তুমি দীনদারীকেই প্রাধান্য দেবে। অন্যথায় তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে (ছহীহ বুখারী, হা/৪৮০২; ছহীহ মুসলিম, হা/১৪৬৬)।

প্রশ্ন (২০) : গত ১০/০৯/২০২২ ইং তারিখে আমার স্ত্রীর সাথে আমার ঝগড়া হয়। আমি তাকে বিভিন্নভাবে শান্ত করার চেষ্টা করি কিন্তু কিছুতেই সে শান্ত হয় না। এক পর্যায়ে আমি তাকে এক তালাক প্রদান করি। কিছুক্ষণ পর সে রাগান্বিত হয়ে আমাকে বাকি দুই তালাক দেওয়ার জন্য জোর করে। ফলে আমি তাকে তিনবার "তালাক তালাক তালাক" বলি। পরবর্তীতে আমরা আমাদের ভুল বুঝতে পারি এবং বিষয়টি জানার চেষ্টা করি। তাতে জানতে পারি যে, এভাবে তালাক দিলে এক তালাক হয়। তাই আমরা পরের দিন থেকে সংসার করতে থাকি। প্রশ্ন হলো- আমাদের মাঝে কয় তালাক হয়েছে এবং আমাদের সংসার জীবন শরীয়তের দৃষ্টিতে কতটুকু বৈধ?

-আব্দুর রহমান
মোহাম্মাদপুর, ঢাকা।

উত্তর: প্রশ্নের বিবরণ অনুযায়ী স্ত্রী এক তালাক হয়েছে। কেননা একসাথে এক তালাকের বেশি তালাক কার্যকর হয় না। তালাকের সঠিক পদ্ধতি হলো স্ত্রী পবিত্র থাকাবস্থায় শুধু এক তালাক দিয়ে রেখে দেওয়া। তিন কুরু (মোটামুটি তিন মাস) অতিক্রান্ত হলে স্বাভাবিকভাবেই স্ত্রী বিচ্ছিন্ন (বায়েন) হয়ে যাবে। তখন উক্ত মহিলা অন্য কোথাও বিয়ে বসতে পারে। আবার স্বামী চাইলে নতুন বিবাহের মাধ্যমে তাকে ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার রাখে। কিন্তু যদি কেউ একসঙ্গে তিন তালাক দিয়ে ফেলে, তাহলে তা তিন তালাক বলে গণ্য হবে না। বরং এক তালাক বলেই গণ্য হবে। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, আবু রুকানা নামে একজন লোক তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ে। তখন নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার স্ত্রীকে তার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে বলেন, এটা এক তালাক হয়েছে (মুসনাদে আহমাদ, হা/২৩৮৭ হাদীছ ছহীহ; বায়হাক্বী, হা/১৪৭৬৪)। তাই কেউ যদি স্ত্রীকে একসাথে দুই বা তিন তালাক দিয়ে দেয় তাহলে, সেটা এক তালাক বলে গণ্য হবে। আর উক্ত স্বামী তার স্ত্রীকে মোটামুটি তিন মাসের মধ্যে নতুনভাবে বিবাহ পড়ানো ছাড়াই ফিরিয়ে নিতে পারবে। যদি তিন মাস অতিক্রান্ত হয়ে যায় তাহলে, নতুনভাবে মোহরানা ধার্য করে বিবাহ পড়ানোর মাধ্যমে ফিরিয়ে নিতে পারবে। সুতরাং আপনি যেহেতু স্ত্রীকে এক মজলিসে তিন তালাক প্রদান করেছেন সেহেতু তা এক তালাক হিসাবে গণ্য। আর তিন মাস অতিক্রম হওয়ার পূর্বেই স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়েছেন এবং সংসার করছেন তাই আপনাদের সংসার জীবন শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ। এর জন্য নতুন করে বিবাহ পড়ানোর প্রয়োজন নেই। উল্লেখ্য যে, সমাজে প্রচলিত চুক্তিভিত্তিক 'হালালা বা হিল্লা' পদ্ধতি সম্পূর্ণ শরীয়ত পরীপন্থী হারাম কাজ। উক্ববা ইবনু আমের (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'আমি কি তোমাদের ভাড়াটে পাঁঠা সম্পর্কে জানাবো না? সেই পাঁঠা হলো হিল্লাকারী। আর আল্লাহ হিল্লাকারী ও যার জন্য হিল্লা করা হয় উভয়কে অভিশাপ করেছেন' (ইবনু মাজাহ, হা/১৯৩৬)। তাই এমন পথ অবলম্বন করা হতে বিরত থাকা বাঞ্চনীয়।

প্রশ্ন (২১) : মাসিক অবস্থায় তালাক দিলে তালাক হবে কি?

-আব্দুল্লাহ
কুমিল্লা।

উত্তর: যেকোনো অবস্থায় তালাক দিলে তালাক হয়ে যায়। এর জন্য নির্ধারিত কোনো সময়সীমা নেই। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তিনটি বিষয় এমন রয়েছে, যার দৃঢ় ইচ্ছাও চূড়ান্ত। আবার হাসি-তামাশাও চূড়ান্ত। বিবাহ, তালাক ও রজ্আত তথা তালাক প্রত্যাহার' (ইবনু মাজাহ, হা/২০৩৯, হাদীছ হাসান)। তাই মাসিক, গর্ভবতী কিংবা যেকোনো অবস্থাতে তালাক দিলে তালাক হয়ে যাবে।

প্রশ্ন (২২) : কেউ যদি স্ত্রীকে তালাক দেয় যে, তুমি যখন বাচ্চা প্রসব করবে তখন তুমি তালাক। এই নারীর তালাক কখন কার্যকর হবে আর তার ইদ্দত কী হবে?

-নাজমুল হক
নওগাঁ।

উত্তর: বিদ্যমান স্ত্রীকে কেউ যদি কোনো শর্তযুক্ত করে তালাক দেয়, তাহলে শর্ত পূরণ হওয়ার সাথে সাথে তালাক পতিত হয়ে যাবে। তাই বাচ্চা প্রসব হওয়ার সাথে সাথে এক তালাক পতিত হবে। তার ইদ্দত শুরু হবে বাচ্চা প্রসবের দিন থেকে। এর পরে তিন হায়েয বা ৯০ দিনের মধ্যে স্ত্রীকে ফিরিয়ে না নিলে সে বায়েন হয়ে যাবে। তখন নতুন বিবাহ ছাড়া তাকে ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না।

জানাযা-মৃত্যু, কাফন-দাফন

প্রশ্ন (২৩) : মাইয়্যেতকে গোসল দেওয়ার পর গোসল দানকারীর জন্য গোসল করা কি জরুরী?

-জোতপাড়া, ঠাকুরগাঁও
আক্বীমুল ইসলাম।

উত্তর: জরুরী নয়। ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, আমরা মাইয়্যেতকে গোসল দিতাম। আমাদের মধ্যে কেউ গোসল দেওয়ার পর নিজে গোসল করতো। আর কেউ গোসল করতো না (বায়হাক্বী, হা/১৫২১; দারাকুত্বনী, হা/১৮৪২)। তবে গোসল করা ভালো। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'মাইয়্যেতকে গোসল দেওয়ার পর গোসর করতে হবে। আর মাইয়্যেতকে বহন করে নিয়ে যাওয়ার পর ওযূ করতে হবে' (মুসনাদে আহমাদ, হা/৭৬৭৫)।

প্রশ্ন (২৪) : যখন মানুষের রূহ কবজ করা হয় আমরা দুনিয়ার মানুষ বুঝতে পারি যে, তার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু একজন মৃত মানুষ কিভাবে বুঝবে যে, সে মৃত্যুবরণ করেছে?

-শামীম মিঁয়া
রাজবাড়ী, ঢাকা।

উত্তর: প্রত্যেক মৃত মানুষই তার মৃত্যুর ব্যাপারে বুঝতে পারে। যা স্পষ্ট হাদীছ দ্বারাই প্রমানিত। বারা ইবনু বাযেব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে

বর্ণিত, তিনি বলেন,... মু'মিন বান্দা দুনিয়ার জীবন শেষ করে পরকালের দিকে যখন ফিরে চলে (মৃত্যুর কাছাকাছি হয়) তখন আসমান থেকে খুবই আলোকোজ্জ্বল চেহারার কিছু ফেরেশতাগণ তার কাছে যান। তাঁদের চেহারা যেন দীপ্ত সূর্য। তাঁদের সাথে (জান্নাতের রেশমী কাপড়ের) কাফন ও জান্নাতের সুগন্ধি থাকে। তারা তার দৃষ্টির দূর সীমায় বসবে। তারপর মালাকুল মাওত আসবেন, তার মাথার কাছে বসবেন ও বলবেন, হে পবিত্র আত্মা! আল্লাহর মাগফেরাত ও তার সন্তুষ্টির কাছে পৌঁছবার জন্য দেহ থেকে বেরিয়ে আসো। রাসূল ﷺ বলেন, এ কথা শুনে মু'মিন বান্দার রূহ তার দেহ হতে এভাবে বেরিয়ে আসে যেমন মশক হতে পানির ফোঁটা বেয়ে পড়ে....। রাসূল ﷺ বলেন, কাফের ব্যক্তি দুনিয়ার জীবন শেষ করে যখন আখেরাতে পদার্পণ করবে, আসমান থেকে 'আযাবের ফেরেশতাগণ নাযিল হবেন। তাদের চেহারা নিকষ কালো...। এছাড়াও তাকে জান্নাত জাহান্নাম দেখানোর ব্যাপারে বলা হয়েছে (মুসনাদে আহমাদ, হা/১৮৫৩৪; মুছান্নাফে ইবনু আবী শায়বা, হা/১২৪৩২)। জান কবযের সময় মৃত ব্যক্তি রূহ এর দিকে তাকিয়ে থাকে (ছহীহ মুসলিম, হা/৯২০)।

দান-ছাদাক্বা

প্রশ্ন (২৫) : ইয়াতীমদের কোনো প্রতিষ্ঠানে ইয়াতীমদের জন্য যে অর্থ দান করা হয় সে অর্থ থেকে যে খাবার প্রস্তুত করা হয় বা ক্রয় করা হয় সে খাবার থেকে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা কি খেতে পারবেন?

-সিয়াম
আক্কেলপুর, জয়পুরহাট।

উত্তর: ইয়াতীমদের যা দেওয়া হয় তা সাধারণত যাকাত কিংবা ছাদাক্বা হয়ে থাকে। যা সামর্থবান ব্যক্তি ভোগ করতে পারবে না। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় যারা ইয়াতীমদের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে, তারা তো নিজেদের পেটে কেবল অগ্নিই ভক্ষণ করে, তারা শীঘ্রই জ্বলন্ত আগুনে জ্বলবে' (আন-নিসা, ৪/১০)। তবে ইয়াতীমদের যারা শিক্ষক কিংবা দেখাশুনার দায়িত্বে থাকে তারা ক্ষেতে পারে। কেননা ইয়াতীমদের জন্য তা ছাদাক্বা হলেও শিক্ষকগণের জন্য তা হাদিয়া। 'আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বারীরা নাম্নী দাসীকে আযাদ করার উদ্দেশ্যে কিনতে চাইল। তার মালিকরা বারীরার 'ওয়ালা' (অভিভাবকত্বের অধিকার)-এর শর্তারোপ করতে চাইল। 'আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা (বিষয়টি সম্পর্কে) নবী ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করলেন। নবী ﷺ তাঁকে বললেন, তুমি তাকে ক্রয় কর। কারণ যে (তাকে) আযাদ করবে "ওয়ালা' (অভিভাবকত্ব) তারই। 'আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, নবী ﷺ-এর কাছে একটু গোশত হাযির করা হলো। আমি বললাম, এটা বারীরাকে ছাদাক্বাস্বরূপ দেয়া হয়েছে। নবী ﷺ বললেন, 'এটা বারীরার জন্য ছাদাক্বা, আর আমাদের জন্য হাদিয়া (উপহার)' (ছহীহ বুখারী, হা/৪৯৮০; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৭৫)।

প্রশ্ন (২৬) : যদি কেউ মৃত ব্যক্তির নামে দান করে তাহলে কি শুধু মৃত ব্যক্তিই উপকৃত হবে, না-কি যে দান করছে সেও উপকৃত হবে? আর সম্পর্কে কেউ না এমন মৃত ব্যক্তির জন্য দান করলে কি মৃত ব্যক্তির কোনো উপকারে আসবে?

-সিয়াম
আক্কেলপুর, জয়পুরহাট।

উত্তর: জী; যে দান করেছে এবং যার জন্য দান করা হয়েছে উভয়ই উপকৃত হবে। আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী কারীম ﷺ-কে এসে বলল, আমার পিতা ওছীয়ত না করেই অনেক সম্পদ রেখে মৃত্যুবরণ করেছেন। অতএব আমি যদি এখন তার পক্ষ হতে দানকরী তাহলে কি তার উপকার হবে? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৩০; নাসাঈ, হা/৩৬৫২; ইবনু মাজাহ, হা/২৮২০)। ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ অত্র হাদীছ দ্বারাই দানের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির উপকার হওয়া এবং দানকারীর উপকার হওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত করেছেন। যে ব্যাপারে সকল আলেমরাই ঐক্যমত হয়েছেন (শারহুন নববী লি ছহীহ মুসলিম, ৪/১৬৭; ইসলাম ওয়ায়িব, ফতওয়া নং- ৫২৮৯৭)। আর সম্পর্কে কেউ না এমন ব্যক্তির পক্ষ হতেও যদি দান করা হয় তবুও মৃত ব্যক্তি উপকৃত হবে। সালামা ইবনু আক্বওয়া রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একদা নবী ﷺ-এর নিকটে বসা ছিলাম, এমন সময় একটি জানাযা নিয়ে আসা হলো এবং বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তার জানাযার ছালাত আদায় করুন। তিনি বললেন, সে কি কোনো কিছু রেখে গিয়েছে? তারা বলল, না...। তিনি বললেন, তার উপর কি কোনো ঋণ রয়েছে? তারা বলল, তিন দিনার। তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের সাথীর উপর জানাযা পড়! তখন আবূ ক্বাতাদা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তার জানাযা পড়ুন, তার ঋনের দায়িত্ব আমার উপর...। তখন তিনি তার জানাযার ছালাত পড়লেন (ছহীহ বুখারী, হা/২২৮৯; মুসনাদে আহমাদ, হা/১৬৫৭৫)।

হালাল-হারাম

প্রশ্ন (২৭) : গনরোভ ফল খাওয়া কি হালাল?

-সজিবুল ইসলাম
গুরুদাসপুর জেলা নাটোর।

উত্তর: গনরোভ ফল নামে কোনো ফল আছে বলে আমাদের জানা নেই। কোনো অভিধানেও পাওয়া যায় না। তবে, ইহা যদি রুচিশীল ফল হয় এবং এর মাঝে কোনো ক্ষতিকর বিষয় না থাকে তাহলে, এমন নামের ফল খাওয়া যায়। মহান আল্লাহ বলেন, 'অতএব আল্লাহ তোমাদেরকে যে হালাল উত্তম রিযিক দিয়েছেন, তোমরা তা থেকে আহার কর এবং আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় কর, যদি তোমরা তারই ইবাদত করে থাক' (আন-নাহল, ১৬/১১৪)। এই ফল দ্বারা যদি সমাজে প্রচলিত আদম ও হাওয়া আলাইহিস সালাম-এর গন্দম ফল বলে খাওয়া যাবে না এমনটি উদ্দেশ্য হয় তাহলে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কেননা সেটি কী ফল ছিল তা স্পষ্ট নয়। মহান আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতের একটি গাছের নিকট যেতে নিষেধ করে ছিলেন। তিনি বলেন, 'তোমরা এই গাছের নিকটবর্তী হয়ো না' (আল-বাকারা, ২/৩৬)। ইবনু কাছীর রহিমাহুল্লাহ কোন ফল খেতে আদম ও হাওয়া আলাইহিস সালাম-কে নিষেধ

করা হয়ে ছিল সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে বলেন, তা কোন ফল ছিল তা নির্দিষ্ট করে আমাদের জানা নেই (তাফসীর ইবনু কাছীর, ২/১১৭-১১৮ পৃ.)।

প্রশ্ন (২৮) : আমার স্বামী পর্তুগাল প্রবাসী। সে একটি রেস্তোরায় কাজ করে। সেখানে অন্য খাবারের পাশাপাশি শুকরের গোশত বিক্রি করা হয়। এমতাবস্থায় তার এই উপার্জন কি হালাল হবে? উল্লেখ্য যে, সেখানে সে অন্য কোনো কাজ পাচ্ছে না এবং তার উপর অনেক ঋণ রয়েছে। সেখানে কাজ না করলে অনাহারে থাকতে হবে।

-জান্নাতুল ফায়েজা
রেইসকোর্স, কুমিল্লা।

উত্তর: এমন রেস্টুরেন্টে কাজ করা জায়েয নয়। শুকরের গোশত সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশ্ত এবং যা গায়রুল্লাহর নামে যবেহ করা হয়েছে' (আল-বাকারা, ২/১৭৩)। আর যে বস্তু খাওয়া-পান করা হারাম, তার ক্রয়-বিক্রয় এবং তাতে সহযোগিতা করাও হারাম। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদ সম্পর্কে বলেন, إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا 'যিনি তা পান করা হারাম করেছেন তিনি তা বিক্রি করাও হারাম করেছেন' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৭৯)। তাই অনতিবিলম্বে সে চাকুরি ছেড়ে দিতে হবে। আল্লাহর জমিন প্রশস্ত। তার উপর যথাযথ তাওয়াক্কুল করে হারাম থেকে বিরত হলে অবশ্যই তিনি রিযিক্বের ব্যবস্থা করে দিবেন। তিনি বলেন, (৭) ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ 'আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার পথ বের করে দেন এবং তাকে এমন উৎস থেকে রিযিক্ব দেন, যা সে কল্পনাও করেনি। আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে তিনি তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান' (আত-ত্বলাক, ৬৫/২-৩)।

প্রশ্ন (২৯) : সরকারী অডিট এবং কাস্টমস অফিসে চাকুরী করা যাবে কি? এখানে বৈধ বিষয়ের কাজ করতে হয়। কিন্তু অনেক সময় এসব অফিসে সূদের হিসাব করতে হয়। যেহেতু হালাল-হারাম মিশ্রিত তাই সার্বিক বিচারে এই সমস্ত বিভাগে চাকুরি করা কি জায়েয আছে?

-মো. আসিফ ইকবাল
মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর: সূদ হারাম এবং ভয়াবহ গুনাহ। সূদ খাওয়া আল্লাহর সাথে যুদ্ধ ঘোষনা করার শামিল। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সূদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা ইমানদার হয়ে থাক। যদি তোমরা না ছেড়ে দাও, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে দাও। তবে যদি তওবা করো, তবে তোমরা নিজেদের মূলধন তোমাদেরেই থাকবে। তোমরা কারও প্রতি অত্যাচার করো না এবং কেউ তোমাদের প্রতি অত্যাচার করবে না' (আল বাকারা, ২/২৭৮-২৭৯)। এ ছাড়া রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সূদের সম্পৃক্ত চার প্রকারের লোককে অভিসম্পাত করেছেন। জাবের (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, 'সূদ গ্রহীতা, সূদ দাতা, সূদের লেখক ও সাক্ষীদ্বয়কে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অভিসম্পাত করেছেন আর বলেছেন, (পাপের ক্ষেত্রে) তারা সকলেই সমান' (মুসলিম, হা/১৯৯৮)। তাই সূদ মিশ্রিত কোনো চাকুরি করা থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা এর মাধ্যমে অন্যায় কাজে সহযোগিতা করা হয়। আর ইসলামে হারাম কাজে সহযোগিতা করা নিষেধ। আল্লাহ বলেন, 'পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অন্যকে সহযোগিতা করো না' (আল মায়েদা, ৫/২)। তবে এক্ষেত্রে যদি সূদ বা সংশ্লিষ্ট সকল কাজ থেকে বেঁচে থাকা যায়, তাহলে এই সেক্টরে চাকুরী করাতে কোনো অসুবিধা নেই।

প্রশ্ন (৩০) : চাকুরির মেয়াদকাল ৩ বছরের বেশি হলে কর্মকর্তাদের জমাকৃত টাকার ১০০% সাথে প্রতিষ্ঠানের প্রদেয় ১০০% অর্থ প্রদান করে, এক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন হলো- প্রতিষ্ঠানের প্রদেয় অর্থ গ্রহণ করা কি শরীআতসম্মত হবে?

-উমার ফারুক
সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।

উত্তর: প্রথমত যে বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন তা হলো প্রতিষ্ঠানটি কি শরীআতসম্মত ভাবে পরিচালিত হয়, না কি তা হারাম ও সূদের সাথে সম্পর্কিত অছে। যদি হারাম ও সূদের সাথে সম্পর্কিত থাকে তাহলে তাতে চাকুরি করা ও তার প্রদেয় অর্থ গ্রহণ করা কোনোটিই বৈধ হবে না। কারণ এ ব্যাপারে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ব্যাপক কঠোরতা আরোপ করেছেন। (১) তিনি বলেছেন, 'সেই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার শরীর হারাম দ্বারা তৈরি হয়েছে' (সিলসিলা ছহীহা, হা/২৬০৯; মিশকাত, হা/২৭৮৭)। (২) তিনি বলেছেন, 'সূদখোর ব্যক্তি মৃত্যুর পর হতে ক্বিয়ামত পর্যন্ত রক্তের লাল নদীতে সাঁতার কাটতে থাকবে এবং তার উপর পাথর নিক্ষেপ করা হবে (সংক্ষিপ্ত) (ছহীহ বুখারী, হা/৭০৪৭; মুসনাদে আহমাদ, হা/২০১৭৭)। আর যদি শরীআতসম্মতভাবে পরিচালিত হয় এবং আপনার জমাকৃত টাকার সাথে সূদ ব্যতিরেকে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে ১০০% টাকা দেওয়া হয়ে থাকে। তাহলে তাতে কোনো সমস্যা নেই। কারণ তা হালাল। আল্লাহ বলেছেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা পবিত্র তথা হালাল বস্তু হতে ভক্ষণ কর' (আল-বাক্বারা, ২/৫৭)।

বৈধ-অবৈধ

প্রশ্ন (৩১) : ইসলামের জমি লিজ দেওয়া-নেওয়া কি জায়েয?

-আক্বীমুল ইসলাম
জোতপাড়া, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর: ইসলামে জমি লিজ (খায়খালাসি/ঠিকা) পদ্ধতি জায়েয। তবে বন্ধক পদ্ধতি হারাম। হানযালা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, আমি রাফে' ইবনু খাদীজ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-কে বললাম, স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে জমি ভাড়া দেওয়া যাবে কি? তিনি বললেন, এতে কোন আপত্তি নেই (ছহীহ বুখারী, হা/২৩৪৬ ও ২৩৪৭)। ৩৪৬ পৃ.)।

প্রশ্ন (৩২) : বর্তমানে কেউ ১০ জন হাজী সংগ্রহ করে দিতে পারলে সে বিনা খরচে হজ্বে যেতে পারে। এভাবে হজ্বে যাওয়া যাবে কি? হাজী সংগ্রহের বিনিময়ে কমিশন গ্রহণ করা কি জায়েয?

-জোতপাড়া, ঠাকুরগাঁও
আক্বীমুল ইসলাম।

উত্তর: হজ্জের এ পদ্ধতি ঠিক নয়। কেননা ১. এভাবে হজ্জ করার ব্যবস্থা হওয়ায় যারা হজ্জে যাচ্ছে তাদের টাকা বেশি খরচ হয়। ২. এতে প্রতারণার সম্ভবনা থাকে। ৩. এভাবে হজ্জে যাওয়ার বিষয়টি শরীআতে স্পষ্ট নয়। অতএব যেখানে ঘুষের মতো লেন-দেন হয়, প্রতারণার সম্ভবনা থাকে, মালিকানা স্পষ্ট হয় না সে মাধ্যমে হজ্জ না করাই উত্তম।

প্রশ্ন (৩৩) : হিন্দু ড্রাইভার, পরিচ্ছন্নতাকর্মী, অফিসের চাকুরিজীবিরা পূজা উপলক্ষে বোনাস (অতিরিক্ত টাকা) চেয়ে থাকে। মুসলমান হিসেবে এটা দেওয়া কি আমাদের জন্য বৈধ হবে?

-আবু বকর
সাহেব বাজার, বোয়ালিয়া, রাজশাহী।

উত্তর: বিধর্মী কর্মচারীকে নিয়োগ দেওয়া যায়। কিন্তু পূজা বা অন্য কোনো পাপ কাজকে কেন্দ্র করে তাদেরকে বোনাস দেওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। কেননা এর মাধ্যমে শিরকের মতো অন্যায় কাজে সহযোগিতা করা হয়ে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন, ‘সৎকাজ ও তাক্বওয়ার ব্যাপারে তোমরা পরস্পরকে সহযোগিতা কর, পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর’ (আল-মায়েদা, ৫/২)। তবে, পাপ কাজ ব্যতীত কল্যাণের উদ্দেশ্যে তাদেরকে সহযোগিতা করা যায় এবং তাদেরকে হাদিয়া দেওয়া ও তাদের থেকে হাদিয়া গ্রহণ করা যায়। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু একটি লাল বর্ণের রেশমী চাদর দেখে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যদি তা খরিদ করতেন তবে জুমআর দিন এবং আপনার নিকট বাইরের প্রতিনিধি দল এলে তা পড়তেন। তিনি বলেন, ‘হে উমার! যার পরকাল বলতে কিছু নেই সে এটা পরবে। পরে অনুরূপ কিছু লাল বর্ণের রেশমী চাদর নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে উপঢৌকন দেয়া হয়। তিনি তা থেকে একটা চাদর উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে উপহার পাঠান। উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে এটা পাঠিয়েছেন, অথচ আপনি ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে যা বলেছেন তা আমি শুনেছি। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘তোমার পরিধানের জন্য এটা আমি তোমাকে দেইনি। অবশ্য আমি এজন্য তোমাকে এটা দিয়েছি যে, তা বিক্রয় করবে অথবা কাউকে পরতে দিবে। অতএব উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু তার এক বৈপিত্রেয় মুশরিক ভাইকে তা উপহার স্বরূপ দিয়ে দেন (আল আদাবুল মুফরাদ, ৩১, ৭১)। আয়লা নগরীর শাসনকর্তা নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য একটি সাদা খচ্চর ও চাদর হাদিয়া দিলেন (ছহীহ বুখারী, ১৪১১)। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ইহুদী নারীর হাদিয়া গ্রহন করেছিলেন (ছহীহ বুখারী হা/২৪৭৪; ছহীহ মুসলিম হা/২১৯০)।

দু‘আ- যিকির-আযকার

প্রশ্ন (৩৪) : বই দেখে দেখে কি নির্দিষ্ট সময়ের দুআ পাঠ করা যাবে, যেমন: ফরজ ছালাতের পরের দুআ, সকাল-সন্ধ্যার দুআ ইত্যাদি?

-সিয়াম
আক্কেলপুর, জয়পুরহাট।

উত্তর: মুখস্থ করে পড়াই উত্তম। কেননা এর মাধ্যমে দুআ পড়ার প্রতি বেশি যত্নশীল হওয়া যায়। আর সর্বত্র বই সঙ্গে রাখা সম্ভব হয় না ফলে নিয়মিত পড়া সম্ভব হয় না। খুশূ-খুযূসহকারে পড়া যায় না ইত্যাদি। তবে নিতান্তই অপারগ হলে সাধারণভাবে দেখে দেখে পড়াতে কোনো সমস্যা নেই। (মাজমু ফাতাওয়া ইবনু বায, ২৬/১৩৭)। উল্লেখ্য যে, দেখে পড়ুক কিংবা মুখস্থ অবশ্যই তা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত দুআ হতে হবে। সুতরাং বিশুদ্ধ দুআর বই থেকে পড়তে হবে।

বিদআত

প্রশ্ন (৩৫) : বিদআতী আলেম থেকে কি ইলম নেওয়া যাবে? তাদের পরিচয় কী?

-নূরুল হুদা
প্রবাসী, মালেশিয়া।

উত্তর: বিদআতী আলেম থেকে ইলম নেওয়ার ক্ষেত্রে যাচাই-বাছাই করে ইলম গ্রহণ করতে হবে। নচেৎ নিজেও তার বিদআতী মনোভাবের সাথে মিশে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। মুহাম্মাদ ইবনু সিরীন রহিমাহুল্লাহ বলেন, নিশ্চয় এই জ্ঞান হচ্ছে দ্বীন। সুতরাং তোমরা লক্ষ করো তোমরা কার নিকট থেকে তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করছো (ছহীহ মুসলিম, ১/১১ পৃ.)। মহান আল্লাহ বলেন, ‘হে ঈমানদারগণ! তোমাদের নিকট যখন কোনো ফাসেক কোনো সংবাদ নিয়ে আসবে, তখন তোমরা তা যাচাই-বাছাই করে দেখো। যাতে তোমরা অজ্ঞতাবশত কোনো জাতির ক্ষতি করে না ফেলো। (যদি করে ফেলো) তাহলে তোমাদের কৃত কর্মের জন্য তোমাদের অনুতপ্ত হতে হবে’ (আল-হুজুরাত, ৪৯/৬)। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আমাদের উপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যারোপ করল, সে যেন তার স্থান জাহান্নাম বানিয়ে নিল’ (ছহীহ বুখারী, হা/১২৯১; ছহীহ মুসলিম, হা/৩)। **বিদআতী আলেমদের পরিচয়:** যার মধ্যে বিদআত পরিলক্ষিত হবে সেই বিদআতী। নিম্নে কিছু বিদআতের নমুনা তুলে ধরা হলো যার মাধ্যমে আমরা বিদআতী বা বিদআতী আলেম চিহ্নিত করব। মিলাদ মাহফিল করা, জোরে নিয়্যত বলা, মৃত ব্যক্তির শোকে মাতম করা, চল্লিশা করা, বরকত হাছিলের উদ্দেশ্যে কবরের পাশে ছালাত আদায় করা, মৃত ব্যক্তির ওছিলায় দুআ করা ইত্যাদি।

প্রশ্ন (৩৬) : মীলাদুন্নবীকে কেন্দ্র করে ১২ রবিউল আওয়ালের দিন ছিয়াম রাখা যাবে কি?

-মুকাররাম বিল্লাহ
গাজীপুর।

উত্তর: না, ছিয়াম রাখা যাবে না। মিলাদুন্নবী এবং মিলাদুন্নবীকে কেন্দ্র করে ছিয়াম রাখাসহ যা কিছু করা হয় তার সবকিছুই বিদআত। কেননা, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্মদিন পালন করার রীতি ইসলামে নেই। যদি থাকতো, তাহলে নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই তার জীবদ্দশায় তা পালন করার আদেশ করে যেতেন এবং ছাহাবায়ে কেরাম তা আগ্রহ-উদ্দীপনা নিয়ে পালন করতেন। যেহেতু এর কোনো নযির

ইসলামে নেই, সেহেতু তা একটি টাটকা বিদআত। শরীআত কর্তৃক নির্দেশিত পদ্ধতি বহির্ভূত কোনো আমল আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি তাদের কর্মগুলোর প্রতি মনোনিবেশ করব, অতঃপর তা বিক্ষিপ্ত ধুলিকণায় পরিণত করব' (আল-ফুরক্বান, ২৫/২৩)। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এমন আমল করল যার প্রতি আমার কোনো নির্দেশনা নেই, তা পরিত্যাজ্য' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮; মুসনাদে আহমাদ, হা/২৫১৭১)।

অন্যান্য

প্রশ্ন (৩৭) : মেয়েরা কি সুগন্ধি তেল মাথায় ব্যবহার করতে পারবে? যেমন 7oil।

-রাজিব হোসেন
পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তর: মহিলাদের খুশবু বা সুগন্ধি হলো যার রং প্রকাশ পাবে এবং ঘ্রাণ গোপন থাকবে। আর পুরুষের খুশবু হল যার রং গোপন থাকবে আর ঘ্রাণ প্রকাশ পাবে (তিরমিযী, হা/২৭৮৭; নাসাঈ, হা/৫১১৭-১৮; মিশকাত, হা/৪৪৪৩, সনদ ছহীহ)। আবূ মূসা আশ'আরী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে নারী আতর ব্যবহার করে মানুষের পাশ অতিক্রম করল, যেন তারা তার আতরের ঘ্রাণ পায়, সে নারী ব্যভিচারিণী' (নাসাঈ, হা/৫১২৬; ছহীহ ইবনে খুযায়মা, হা/১৬৮১)। অত্র হাদীছদ্বয় প্রমাণ করে নারীরা সাধারণত সুগন্ধিপূর্ণ জিনিস ব্যবহার করতে পারবে না। বরং তা পুরুষরা ব্যবহার করবে। তবে নারীরা বাড়ীতে ব্যবহার করলে তাতে দোষের কিছু নেই। কেননা পুরুষদেরকে জুমআর ছালাতে যাওয়ার সময় সুগন্ধি ব্যবহারের যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাতে বলা হয়েছে 'যদিও তার স্ত্রীর সুগন্ধি থেকে হয়' (ছহীহ মুসলিম, হা/৮৪৬; আবু দাঊদ, হা/৩৪৪)। অত্র হাদীছ থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলের যুগে বাড়ীতে মহিলাদের সুগন্ধি থাকত। তবে যদি বাড়ীতে মাহরাম নয় এমন কেউ থাকে, তাহলে তা ব্যবহার করতে পারবে না। সেই সাথে সুগন্ধময় কোন কিছু ব্যবহার করে বাড়ীর বাইরে যেতে পারবে না। অতএব 7oil তেলসহ অন্য তেল যদি সুগন্ধি ছড়ায় তাহলে, তা ব্যবহার করে মহিলারা বাহিরে যেতে পারবে না।

প্রশ্ন (৩৮) : ওশর কিভাবে দিব বা আদায় করব?

-মো: সেলিম রেজা
বাগদাদ, ইরাক্ব।

উত্তর: ফসল যেদিন কেটে আনার পর প্রস্তুত হয়ে যাবে সেদিন সম্পূর্ণ ফসলের ওশর দিতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তার ফল থেকে আহার কর, যখন তা ফলদান করে এবং ফল কাটার দিনেই তার হক দিয়ে দাও' (আল-আনআম, ৬/১৪১)। ফসল যদি আকাশ, ঝর্ণা কিংবা কূপের পানি দ্বারা উৎপাদিত হয়, তাহলে এক-দশমাংশ ওশর দিতে হবে। আর যদি সেচ প্রক্রিয়া বা বিভিন্ন খরচের মাধ্যমে উৎপাদিত হয়, তাহলে 'নিছফে ওশর' বা বিশ ভাগের একভাগ ওশর দিতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে স্থান আকাশের অথবা প্রবাহিত কূপের পানিতে সিক্ত হয় অথবা যা নালার পানিতে তরতাজা হয়, তাতে ওশর (দশভাগের একভাগ) আদায় করতে হবে। আর যে সব ফসল সেচের মাধ্যমে উৎপাদিত হয় তাতে নিছফে ওশর (বিশ ভাগের এক ভাগ) আদায় করতে হবে। (ছহীহ বুখারী, হা/১৪৮৩; মিশকাত, হা/১৭৪৭; বুলূগুল মারাম, হা/৬১৫)। উল্লেখ্য, উৎপাদিত ফসল কেজির মাপে ১৮ মণ ৩০ কেজি হলে তার উপর যাকাত ফরয হয়। অর্থাৎ নিছাব পূর্ণ হয়।

প্রশ্ন (৩৯) : কেউ যদি শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে মায়ের গায়ে হাত উঠায়, এর পর অনুতপ্ত হয়ে মায়ের কাছে পা ধরে ক্ষমা চাই এবং মা তাকে ক্ষমা করে দেয়, তাহলে সেই সন্তান পরকালে কি জাহান্নামে যাবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

উত্তর: পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা, পাপমুক্ত কাজে তাদের আনুগত্য করা জরুরি। তাদেরকে কষ্ট দেওয়া হারাম। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর তোমার রব আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উফ' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। আর তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বল' (আল ইসরা, ১৭/২৩)। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এলো এবং সে প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসূল! মানুষের মধ্যে আমার সদ্ব্যবহারের সর্বাধিক ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বলল, এরপর কে? তিনি বললেন, এরপরও তোমার মা। সে বলল, এরপর কে? তিনি বললেন, এরপরও তোমার মা। সে বলল, এরপর কে? তিনি বললেন, তোমার পিতা (ছহীহ বুখারী, হা/৫৬২৬; ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৪৮)। তবে কেউ যদি শয়তানের ধোঁকার বশীভূত হয়ে পিতা-মাতার সাথে অন্যায় কোনো আচরণ করে বসে এবং পিতা-মাতার নিকট ক্ষমা চেয়ে নেয় এবং তারা ক্ষমা করে দেয়, তাহলে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে এই অপরাধের জন্য পাকড়াও করবেন না। ইনশা-আল্লাহ!

প্রশ্ন (৪০) : কেউ যদি কসম করে বলে যে, আমি জীবনে একটা হরফও পড়বো না। তাহলে কি সে জীবনে কখনো একটি হরফও পড়তে পারবে না? এক্ষেত্রে করনীয় কী?

-আব্দুল আওয়াল
রঘুনাথগঞ্জ , মুরশিদাবাদ।

উত্তর: এমন কসম পুরণ করা জায়েয নয়। কেননা তা কোনো ভালো কাজের কসম নয়। এক্ষেত্রে কসম ভঙ্গ করে কসমের কাফফারা দিয়ে দিবে। ইমরান ইবনু হুসাইন (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'পাপের ব্যাপারে মানত করলে সে মানত পূরণ করতে নেই। আর বান্দা যার মালিক নয় সে বস্তুর মানতও পূরণযোগ্য নয়'। ইবনু হুজর (রাহিমাহুল্লাহ)-এর বর্ণনায় আছে যে, আল্লাহর নাফরমানীর বিষয়ে মানত সংঘটিত হয় না (ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৪১; ইবনু মাজাহ, হা/২১২৫)।

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'কোন বিষয়ে কসম করার পর অন্য বিষয় যদি তা থেকে ভাল দেখে তবে, সে তার কসমের কাফফারা দিয়ে দিবে এবং ঐ (উত্তম) কাজটি করবে' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৬০৫)। কসমের কাফফারা হলো- ১. দশজন মিসকীনকে মধ্যম মানের খাদ্য দান ২. অথবা তাদেরকে পরিধেয় বস্ত্র প্রদান করা ৩. অথবা সামর্থ না থাকলে, তিনদিন ছিয়াম পালন করা (আল-মায়েদা, ৫/৮৯)।

প্রশ্ন (৪১) : কোন পুরুষ বা মহিলা মাহরাম ছাড়া অন্য কোন মহিলা বা পুরুষে সাথে হোয়াটসআপ, মেসেঞ্জার, ইমো ইত্যাদিতে ভিডিও বা অডিও নয় শুধু মেসেজের মাধ্যমে কথা বলতে পারবে কি?

-আব্দুল মজিদ
রাজপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর: ফেসবুক, ইমো, টুইটারসহ যেকোনো উপায়ে, পরোক্ষ এবং অপরোক্ষ কোনোভাবেই বেগানা যুবক যুবতীর মাঝে নিষ্কাম বন্ধুত্বও অসম্ভব। কারো দ্বারা বিরলভাবে সম্ভব হলেও শরীআতে তা হারাম। তাদের আপোসে পত্রালাপ ও রসালাপ বৈধ নয়। ইনগেইজমেন্ট (বাগদান) হয়ে গেলেও বিবাহ বন্ধন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত যেমন তাদের মাঝে দেখা সাক্ষাৎ হারাম তেমনি চিঠি, মেসেজের মাধ্যমে কথা বলা, হৃদয়ের আদান প্রদানও হারাম। যেহেতু তাতে ফিতনার আশঙ্কা রয়েছে। আর ফিতনা ও দাজ্জাল থেকে পাকা মুমিনকেও দূরে থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (মুসনাদে আহমাদ, ৪/৪৩১, ৪৪১; আবূ দাঊদ, হা/৪৩১৯)। ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নিশ্চয় শয়তান মানুষের রক্তের শিরায় শিরায় চলাচল করে (ছহীহ বুখারী, হা/৩১০৭)। এমর্মে মহান আল্লাহ বলেন, 'হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও [ইহুদী খৃষ্টান)। তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় পাও তবে আকর্ষণধর্মী ভঙ্গিতে কথা বল না, যাতে যাদের মাঝে যৌনলিপ্সা আছে তারা তোমাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। বরং তোমরা স্বাভাবিক কথা বল। এবং তোমরা অবস্থান কর স্বীয় বসবাসের গৃহে, জাহেলি যুগের মেয়েদের মত নিজেদের প্রকাশ করো না...' (আল আহযাব, ৩৩/৩২-৩৩)। অন্য হাদীছে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'কোনো পুরুষ যেনো কোনো (বেগানা) নারীর সাথে মাহরাম ব্যতীত এককিত্তে না থাকে (ছহীহ বুখারী, হা/৪৯৩৫)। উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'কোন পুরুষ অপর মোহরাম তথা বিবাহ বৈধ এমন) নারীর সাথে নিঃসঙ্গে দেখা হলেই শয়তান সেখানে তৃতীয় জন হিসাবে উপস্থিত হয়' (তিরমিযী, হা/১১৭১; মিশকাত, হা/৩১১৮)।

প্রশ্ন (৪২) : বর্তমানে অনেককে দেখা যাচ্ছে যে, তারা তাদের নিজের পরীক্ষার প্র্যাকটিক্যাল খাতা অন্যজনের মাধ্যমে সম্পন্ন করিয়ে নিয়ে তাদেরকে পারিশ্রমিক হিসেবে টাকা দিচ্ছে। এমন কর্ম কী উভয়ের জন্য বৈধ?

-রনি ইসলাম
বাউসা, রাজশাহী।

উত্তর: এমন জাতীয় কর্মসমূহ উভয়ের জন্যই বৈধ হবে না। কারণ তাতে ধোঁকা বিদ্যমান। আর ধোঁকা দেওয়া শরীআতে হারাম। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে আমাদের ধোঁকা দিবে সে আমার দলভূক্ত নয়' (ছহীহ মুসলিম, হা/১০১; ইবনু মাজাহ, হা/২২২৪)। অতএব তাদের উচিত হবে এমনসব কর্মাবলী হতে বিরত থাকা এবং নিজের প্র্যাকটিকাল খাতা নিজেই লিখে জমা দেওয়া।

প্রশ্ন (৪৩) : আহলেহাদীছ মানহাজের দাওয়াত দেওয়া হলে এক শ্রেণির লোক মেকিদরদ দেখিয়ে বলে, যে এলাকায় এক মাযহাবের ওপর আমল আছে সে এলাকার লোকেরা সেই মাযহাব অনুযায়ী আমল করবে; সেখানে নতুন কিছুর দাওয়াত দেওয়া মানে বিচ্ছিন্নতা ও ফেৎনা সৃষ্টি করা। তাদের একথা কতটুকু শরীআতসম্মত এবং এক্ষেত্রে আমার করনীয় কী?

-সাইফুল ইসলাম সিয়াম
সাভার, ঢাকা।

উত্তর: হক্ব কথা বললে সমাজে ফিতনা হবে মনে করে হক্ব কথা বলা যাবে না একথা নিতান্তই হাস্যকর। বরং হক্ব কথা বলে যেতে হবে। হক্ব বললেই বাতিল পালাবে। এর নাম ফিতনা নয়। বরং মিথ্যা প্রচার করাই ফেতনা। আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'সর্বোত্তম জিহাদ হল অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলা' (ইবনু মাজাহ, হা/৪০১১; আবূ দাউদ, হা/৪৩৪৪)। আবূ যার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বলেছেন, 'তুমি সত্য বলবে যদিও তা তিক্ত হয়' (ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/৩৬১, ৪৪৯; বুলূগুল মারাম, হা/৮৯২)। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এমন আমল করলো যার ব্যাপারে আমার নির্দেশনা নেই তা প্রত্যাখ্যাত' (ছহীহ বুখারী, হা/৬০; ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮)। অত্র হাদীছসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলের প্রদর্শিত পন্থা ব্যতিরেকে অন্য কোনো আমলই করা যাবে না। আর এক্ষেত্রে আপনার উচিত হবে, তাদেরকে উত্তম কৌশলে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে জ্ঞান-বুদ্ধি আর উত্তম উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান জানাও। আর লোকদের সাথে বিতর্ক কর এমন পন্থায় যা অতি উত্তম' (আন-নাহল, ১৬/১২৫)। এ ছাড়াও তিনি বলেছেন, 'তোমরা আমার থেকে অন্যের কাছে পৌঁছে দাও যদিও একটি আয়াতও হয়' (ছহীহ বুখারী, হা/৩৪৬১; তিরমিযী, হা/২৮৮১)।

প্রশ্ন (৪৪) : আমার প্রশ্ন হল- অনলাইনে সার্ভে করে ইনকাম করলে তা হালাল হবে কি? অর্থাৎ আমি বাংলাদেশের নাগরিক আমার লোকেশন বাংলাদেশ, কিন্তু ঐ কাজটা করতে গেলে আমার লোকেশন, নাম-পরিচয় এবং আমার দেশ সবকিছু (hide) লুকিয়ে কাজ করতে হয়। ধরুন; আমাকে অস্ট্রেলিয়া থেকে কিছু প্রশ্ন করল আমি অস্ট্রেলিয়ার লোকেশন এবং এড্রেস নিয়ে ঐ প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি, এর বিনিময়ে তারা আমাকে ডলার দিচ্ছে, এমন উপার্জন হালাল হবে নাকি হারাম হবে?

-আব্দুল মালেক
কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী।

উত্তর: উপার্জন করার জন্য শর্ত হলো তা হালাল পন্থায় হওয়া। আর আপনি যে পন্থায় উপার্জন করছেন তার ভিতরে স্পষ্ট ধোঁকা রয়েছে। যেমন: (১) নিজের নাম গোপন রাখা (২) নিজের দেশ ব্যতিরেকে অন্য দেশের লোকেশন দেওয়া। (৩) মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন করা ইত্যাদি। যা ইসলামে হারাম। আর এ ব্যাপারে রাসূল ﷺ বলেছেন, 'যে আমাদের ধোঁকা দিবে সে আমাদের দলভূক্ত নয়' (ছহীহ মুসলিম, হা/১০১; ইবনু মাজাহ, হা/২২২৪)। এছাড়াও তিনি ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ধোঁকা দিতে সম্পূর্ণভাবে নিষেধ করেছেন (ছহীহ মুসলিম, হা/১৫১৩; আবূ দাউদ, হা/৩৩৭৬)। উক্ত হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ধোঁকাপূর্ণ উপার্জন বৈধ নয়। তাই আপনার উচিত হবে ধোঁকাপূর্ণ উপার্জন পরিহার করে সৎ পন্থায় উপার্জন করার চেষ্টা করা।

প্রশ্ন (৪৫) : আমার মামার মেয়ে শিশুকালে আমার মায়ের দুধপান করেছে। কিন্তু আমার মায়ের পরিষ্কার মনে পড়ছে না সে কতবার দুধপান করেছে। তবে আমার মা বলছেন, সম্ভবত দুই থেকে তিনবার পান করেছে। এমতাবস্থায় মামার মেয়েকে আমি বিবাহ করতে পারবো কি? উত্তরদানে বাধিত করবেন।

-নাসির হোসেন খান
ওয়েস্টবেঙ্গল, ভারত।

উত্তর: রাযাআত বা স্তন্যপান সাব্যস্ত হওয়ার জন্য শর্ত হলো সর্বনিম্ন তা পাঁচ ঢোক হওয়া। আয়েশা رضي الله عنها হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুরআনে দশ বার দুগ্ধপানের মাধ্যমে হারাম হওয়ার বিষয়টি অবর্তীন হয়েছিল তবে পরবর্তীতে পাচঁবারের মাধ্যমে তা রহিত করে দেওয়া হয়। এরপর নবী ﷺ মৃত্যুবরণ করলে বিষয়টি এভাবেই থেকে যায় (ছহীহ মুসলিম, হা/১৪৫২; আবূ দাউদ, হা/২০৬২)। এছাড়াও তিনি বলেছেন, এক বা দুই চুষক দুগ্ধপান করানোর মাধ্যমে হারাম সাব্যস্ত হয় না (ইবনু মাজাহ, হা/১৯৪০; ইবনু হিব্বান, হা/৪২২৮)। দুগ্ধপান করানোর সময়সীমা হলো দুই বছর। যে সময়ে দুগ্ধপান করালে হারাম সাব্যস্ত হয়। আর দুধপান করানোর ক্ষেত্রে একবার বলতে যা বুঝায় তা হলো, শিশু স্থনে মুখ দিয়ে দুধ ঢোকে ঢোকে পান করা। এরপর আবার যদি সে গলাধঃকরণ করে তাহলে তা দ্বিতীয়বার বলে গন্য হবে। আর এমন ভাবেই পাঁচবার গলাধঃকরণ দুগ্ধপান হয়ে গেলেই হারাম সাব্যস্ত হয়ে যাবে। অতএব যদি আপনার মাতার এমনভাবে পাঁচবার গলাধঃকরণ হয়ে থাকে তাহলে হারাম সাব্যস্ত হবে নচেৎ আপনার জন্য বিবাহ করা হালাল হবে।

প্রশ্ন (৪৬) : আমি একজন ভাইয়ের রিকমেন্ডেশনে ড. শহিদ আব্দুল্লাহ আজ্জাম এর দুই খন্ডের 'তাফসীরে সূরা তওবা' নামক বইটি কিনে ছিলাম। প্রশ্ন হচ্ছে- উনি কি হক্কের পথে ছিলেন? উনার এই বইটি কি পড়া যাবে?

-মোহাম্মাদ মেহেদী হাসান
পলাশ, নরসিংদী।

উত্তর: এই তাফসীরের বইটি আপত্তি থেকে খালি নয়। তাই এমন তাফসীর পড়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্ন (৪৭) : কুরআন ও হাদীছের ব্যাখ্যানুসারে তওবা কাকে বলে?

-ফারুক
রাজশাহী।

উত্তর: তওবা শব্দের আবিধানিক অর্থ হলো: প্রত্যাবর্তন করা, ফিরে আসা। আর শরীআতের পরিভাষায় তওবা হলো: গুনাহ ছেড়ে দিয়ে নেকীর কাজের দিকে প্রত্যাবর্তন করা। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে মু'মিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার' (আন-নূর, ২৪/৩১)। তিনি আরো বলেন, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা চাও, আর অনুশোচনাভরে তাঁর দিকেই ফিরে এসো (হূদ, ১১/৩)। তিনি আরো বলেন, 'হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা কর, খাঁটি তওবা' (আত-তাহরীম, ৫৫/৮)। উল্লেখিত আয়াত ও অন্যান্য হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, তওবা কবূলের জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে- ১. পাপ সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা ২. পূর্বকৃত পাপের জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়া ৩. ঐ পাপ দ্বিতীয়বার না করার দৃঢ় সংকল্প করা। সুতরাং কেউ একনিষ্ট চিত্তে অনুশোচনাভরে কোনো পাপ বর্জন করে আল্লাহর নিকট যদি তওবা করে, তাহলে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন। ইনশা-আল্লাহ!

প্রশ্ন (৪৮) : পর্যায়ক্রমিক সন্তান না নেয়ার সিদ্ধান্তে সহবাসের সময় কি কনডম বা এই জাতীয় কোনো নিরোধ ব্যবহার করা যাবে? ইসলামে আযল পদ্ধতি কি জায়েয?

-সালাউদ্দীন
ভাসানটেক, ঢাকা।

উত্তর: গুরুতর কারণ যেমন- অসুস্থতা, মৃত্যুর আশঙ্কা ইত্যাদি ছাড়া অধিক সন্তানের ভরণ-পোষণের ভয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা শরীআত পরিপন্থী কাজ। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা খাদ্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। আমি তাদেরকে এবং তোমাদেরকে জীবিকা প্রদান করে থাকি' (বানী ইসরাঈল, ১৭/৩১)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'তোমরা অধিক প্রেমানুরাগিণী, অধিক সন্তান জন্মদানকারিণী মহিলাকে বিয়ে করো। কারণ আমি ক্বিয়ামতের দিন তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে গর্ব করব' (আবূ দাউদ, হা/২০৫০; নাসাঈ, হা/৩২২৭; মিশকাত, হা/৩০৯১, সনদ ছহীহ)। তবে স্ত্রী ও সন্তানের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে স্ত্রীর সম্মতিক্রমে আযল বা সাময়িক জন্মনিয়ন্ত্রণ করা যায়। (ফৎহুল বারী নবম খন্ড হা/৫২০৯; শারহে মুসলিম হা/১৪৪০ ব্যাখ্যা দ্র.ব্য)। জাবের হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন কুরআন মাজীদ নাযিল হচ্ছিল তখন আমরা আযল করতাম (ছহীহ বুখারী, হা/৫২০৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১৪৪০; মিশকাত, হা/৩১৮৪)।

প্রশ্ন (৪৯) : যদি ভুল করে কেউ আমার মোবাইলে রিচার্জ করে দেয়, আর কোনো ভাবেই জানা না যায় যে কে রিচার্জ করে দিয়েছে, তাহলে এমন অবস্থায় আমার করণীয় কি?

-সিয়াম
আক্কেলপুর, জয়পুরহাট।

উত্তর: এমতাবস্থায় মালিক খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে। খুঁজে পাওয়া না গেলে নিজে ব্যবহার করবে অথবা দান করে

দিবে। (আশ-শারহুল মুমতে' 'উছায়মীন', ১০/৩৮৮; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ, ১১/২২৬; ইবনু তাইমিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৯/৩২১)। তবে, পরবর্তীতে যদি কখনো সে ব্যক্তি ফিরে আসে এবং তার পাওনা দাবী করে তাহলে, তাকে তা ফিরিয়ে দিতে হবে (লাজনা দায়েমা, ১৪/৪১)।

প্রশ্ন (৫০) : ব্যাংকের এলসি (LETTER OF CREDIT) কেনা-বেচা জায়েয কি?

-সাইদুর রহমান
কল্যাণপুর, ঢাকা।

উত্তর: আমদানিকারকের পক্ষে এবং রপ্তানিকারকের অনুকূলে আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করে আমদানিকারকের ব্যাংক যে পত্র ইস্যু করে তাকে এলসি বা Letter of credit (প্রত্যয়পত্র) বলে। আমদানি-রপ্তানিতে ক্রেতা ও বিক্রেতা ভিন্ন ভিন্ন দেশে অবস্থান করার কারণে উভয়ের মধ্যে একটা আশংকা বিরাজ করে। ক্রেতা ভয় পায় পণ্য ঠিকঠাক মতো বুঝে পাবে কিনা আর বিক্রেতার ভয় থাকে মূল্য পাবে কিনা। এক্ষেত্রে ব্যাংক প্রদত্ত এই প্রত্যয়পত্র এমন এক গ্যারান্টি যার মাধ্যমে রপ্তানিকারক নিশ্চিত হতে পারে যে সে তার পণ্যের মূল্য পাবে। আবার আমদানিকারকও নিশ্চিত হতে পারে যে তার হাতে পণ্য না আসা পর্যন্ত কোনো লেনদেন সম্পন্ন হবে না। প্রত্যয়পত্র সম্পাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংক আমদানিকারকের কাছ থেকে নির্দিষ্ট হারে চার্জ আদায় করে থাকে। তবে হারাম কোনো মালের ক্ষেত্রে এলসি কেনা জায়েয হবে না।

প্রশ্ন (৫১) : হোমিও ওষুধ খাওয়া যাবে কি? আমি একটা ওষুধ কিনেছি (NUX VOME 200) ওষুধটিতে Alcohol এর পরিমাণ ৯০ ভাগ। দয়া করে জানাবেন।

-মো. মহিদুল ইসলাম
বিসমিল্লাহ গোট ফার্ম, যশোর।

উত্তর: এই বিষয়ে উলামায়ে কেরামের মাঝে মতের ভিন্নতা রয়েছে। কেননা অ্যালকোহল মূলত মদ। যা নিশ্চিতভাবে হারাম। তারেক ইবনু সুওয়াইদ আল জু'ফী রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাকে তা ব্যবহার করা থেকে নিষেধ করেন। তখন তিনি বললেন, আমরা তো এটা ঔষুধ হিসেবে করে থাকি? তিনি বললেন, এটা ঔষুধ নয়। বরং তা অসুখ' (মুসলিম, হা/১৯৮৪)। তাছাড়া হারাম বস্তুর মধ্যে আল্লাহ কোনো আরোগ্য রাখেননি (ছহীহ বুখারী, তরজমাতুল বাব, ৭/১১০; সিলসিলা ছহীহা, ৪/১৭৫)। তাই হোমিও চিকিৎসা থেকে বিরত থাকাই ভালো। তবে যেহেতু এর মধ্যে অ্যালকোহলের পরিমাণ খুবই সামান্য থাকে, যা সেবনে নেশা সৃষ্টি হয় না, বিধায় অনেক বিদ্বান এটাকে জায়েয বলেছেন (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা, ১/২২/১১০)।

بسم الله الرحمن الرحيم
নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন-এর তত্ত্বাবধানে
ফুল ফ্রী স্কলারশিপ
রাজশাহী ও নারায়ণগঞ্জ শাখার জন্য
শ্রেণি ছানাবিয়া ও দাওরায়ে হাদীছ
ফরম সংগ্রহের তারিখ ১লা-৩০ ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত
ভর্তি পরিক্ষা ২ জানুয়ারি ২০২৩
বি.দ্র. আসন সংখ্যা সীমিত
ভর্তি পরীক্ষার মেধা তালিকায় শিক্ষার্থীগণ প্রাধান্য পাবে।
বৈশিষ্ট্যসমূহ
- যোগ্য ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলি দ্বারা পাঠদান
- উন্নতমানের ইলমী সিলেবাস
- কম্পিউটার ব্যবহারের সুযোগ
- গবেষণা ও লেখালেখির সুযোগ
- ফ্রি প্রাথমিক চিকিৎসা
- ফ্রি থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা
- মাসিক ছাত্র বৃত্তি প্রদান
- বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে আবেদন করার সুযোগ

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা | ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী
০১৯৪৭-৯০৫৫৭০ | ০১৪০৭-০২১৮২২, ০৯৬৭৮৭৭১৬৬২

ইয়াতীম শিশুদের জন্য সুখবর
নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন -এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত **আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ**-এর রাজশাহী ও নারায়ণগঞ্জ উভয় শাখায় দুই শতাধিক ইয়াতীম ছাত্র-ছাত্রী প্রতিপালিত হয়ে আসছে। ২০২৩ ইং শিক্ষাবর্ষে প্রতিষ্ঠান নতুন করে আরো একশত জন ইয়াতীম ছাত্র-ছাত্রী প্রতিপালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আপনার আত্মীয় বা পরিচিত জন কেউ ইয়াতীম থাকলে তাকে দ্বীনী পরিবেশে বড় হওয়ার সুযোগ করে দিন। ভর্তি করতে ইচ্ছুক অভিভাবককে ১ জানুয়ারি, ২০২৩ ইং, রোজ শনিবার প্রার্থীসহ উপস্থিত হওয়ার জন্য আহ্বান করা যাচ্ছে।
ভর্তির শর্তাবলি ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র :
- ইয়াতীম শিশুর বয়স ১৬ বছরের নিচে হতে হবে।
- পিতার ডেথ সার্টিফিকেট সংযুক্ত করতে হবে।
- পিতার জাতীয় পরিচয়পত্রের (NID CARD) ফটোকপি।
- অভিভাবকের জাতীয় পরিচয়পত্রের (NID CARD) ফটোকপি।
- ২ কপি সদ্য তোলা ছবি।
- শিশুর জন্ম নিবন্ধন সার্টিফিকেট।
- সকল প্রয়োজনীয় কাগজপত্র স্থানীয় জনপ্রতিনিধি কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে।

ইয়াতীম ছাত্রের থাকা-খাওয়া, চিকিৎসা সেবা, টিউশন ফি, পোশাক-পরিচ্ছদ, শিক্ষা সরঞ্জামসহ নিত্য প্রয়োজনীয় সবকিছু সম্পূর্ণ ফ্রি প্রতিষ্ঠান বহন করবে।
অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বর
নিবরাস ইয়াতিম কল্যাণ ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৬০০
নগদ নং- ০১৪০৭-০২১৮০০ (পারসোনাল) | রকেট নং- ০১৭৮৪-২১৩১৭৮-৫ (পারসোনাল)
যোগাযোগ: ০৯৬৭৮৭৭১৬৬২

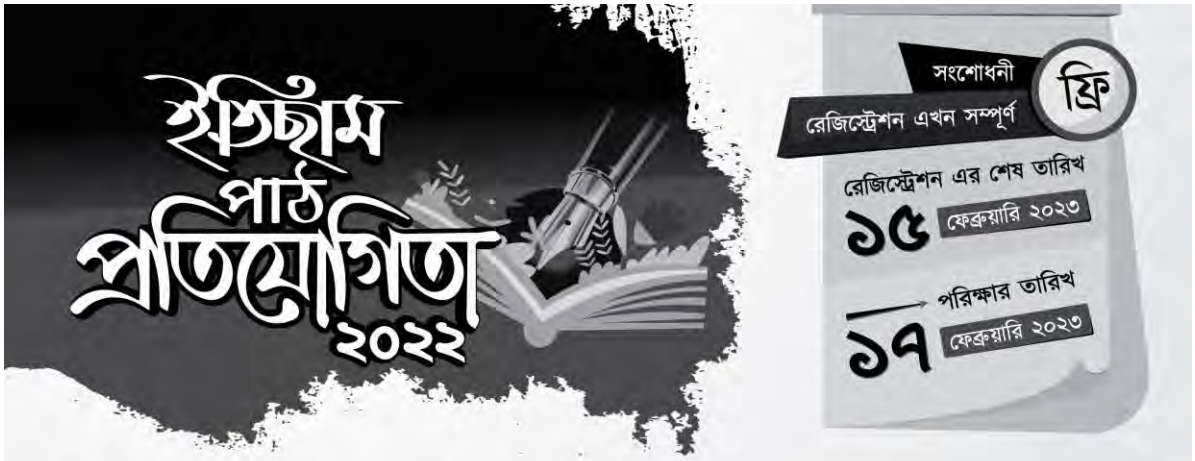

ইতিছাম পাঠ প্রতিযোগিতা ২০২২

সংশোধনী

রেজিস্ট্রেশন এখন সম্পূর্ণ ফ্রি

রেজিস্ট্রেশন এর শেষ তারিখ ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

পরিক্ষার তারিখ ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

বিষয়: মাসিক আল-ইতিছাম ৬ষ্ঠ বর্ষ (নভেম্বর ২০২১ থেকে অক্টোবর ২০২২ সংখ্যা)

৬ষ্ঠ বর্ষ একসাথে বোর্ড বাইন্ডিং পেতে অর্ডার করুন: ০১৪০৭-০২১৮৪০

নিয়মাবলি

- রেজিস্টেশন লিংক: al-itisam.com/প্রতিযোগিতা
  অথবা স্ক্যান করুন
- রেজিস্ট্রেশনের শেষ তারিখ ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩। ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ শুক্রবার রাত ৮টায় অনলাইনে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষার ৩০ মিনিট পূর্বে রেজিস্ট্রেশনে প্রাপ্ত মোবাইল নাম্বারে পরীক্ষার লিংক এসএমএস পাঠানো হবে। ঠিক ৮টায় প্রশ্নপত্র দেওয়া হবে।
- MCQ পদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।পরীক্ষার সময়: ৬০ মিনিট; মোট প্রশ্ন: ১০০টি; পূর্ণমান:১০০। প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে।
- **ফলাফল ঘোষণা** : ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
  পুরস্কার বিতরণ : ৩ মার্চ ২০২৩, সালাফী কনফারেন্স-২০২৩, নারায়ণগঞ্জ।

সার্বিক যোগাযোগ : ০১৪০৭-০২১৮৪০

পুরস্কারসমূহ ১৬৫টি

সর্বমোট ২ লক্ষ টাকার পুরস্কার

- ১ম পুরস্কার: নগদ ৩০,০০০/- এবং ক্রেস্ট+সনদ
- ২য় পুরস্কার: নগদ ২৫,০০০/- এবং ক্রেস্ট+সনদ
- ৩য় পুরস্কার: নগদ ২০,০০০/- এবং ক্রেস্ট+সনদ
- ৪র্থ পুরস্কার: নগদ ১৫,০০০/-
- ৫ম পুরস্কার: নগদ ১০,০০০/-
- ৬ষ্ঠ পুরস্কার: নগদ ৫,০০০/- (১০টি)
- ৭ম পুরস্কার: ১ বছরের মাসিক আল-ইতিছাম এর ফ্রি গ্রাহক সুবিধা (৫০টি)
- ৮ম পুরস্কার: ৬ মাসের মাসিক আল-ইতিছাম এর ফ্রি গ্রাহক সুবিধা (১০০টি)

সহযোগিতায়: মাসিক আল-ইতিছাম | আল-দাওয়াহ | الاعتصام Al-Itisam TV

আয়োজনে: নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন (এস-১২২৮৮-২০১৬)

بسم الله الرحمن الرحيم

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত
প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতা করতে নিচের ব্যাংক হিসাবসমূহ ব্যবহার করুন

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বর সমূহ

আবাসিক ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ, জমি ক্রয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য :

- আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ জেনারেল ফান্ড
  ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
  হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৭০১
  বিকাশ নং- ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ (পারসোনাল)

মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রমের জন্য :

- বায়তুল হামদ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স ফান্ড
  ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
  হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৩১৬
  বিকাশ নং- ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭ (মার্চেন্ট)

মানবসেবামূলক কার্যক্রমের জন্য :

- নিবরাস ত্রাণ তহবিল ফান্ড
  ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
  হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৯০৩
  বিকাশ নং- ০১৮৩৫-৯৮৪৬৪৮ (পারসোনাল)

দুস্থ ও ইয়াতীম কল্যাণ কার্যক্রমের জন্য

- নিবরাস ইয়াতিম কল্যাণ ফান্ড
  ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
  হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৬০০
  নগদ নং- ০১৪০৭-০২১৮০০ (পারসোনাল)
  রকেট নং- ০১৭৮৪-২১৩১৭৮-৫ (পারসোনাল)

পত্রিকা ও বই ফ্রি বিতরণ এবং দাঈ নিয়োগসহ বিভিন্ন দাওয়াহ কার্যক্রমের জন্য :

- আল-ইতিছাম দাওয়াহ ফান্ড
  ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
  হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৮০২
  বিকাশ নং- ০১৭৯৩-৬৩৮১৮০ (এজেন্ট)

যাকাতের জন্য :

- আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ যাকাত ফান্ড
  ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
  হিসাব নং- ২০৫০১১৩০২০৪৩৬৭৪১৭
  বিকাশ নং- ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫ (পারসোনাল)

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বীরহাটাব-হাটাব, বীরাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭

بسم الله الرحمن الرحيم

সালাফী কনফারেন্স
২০২২-২৩

অনুষ্ঠানের সময়সূচি

৬ষ্ঠ বার্ষিক — রাজশাহী
২২ ও ২৩ ডিসেম্বর, ২০২২
সময়: ১ম দিন বাদ আছর হতে শুরু
স্থান: আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী

২য় বার্ষিক — দিনাজপুর
৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
সময়: জুমু'আহর খুতবার মধ্য দিয়ে শুরু
স্থান: আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
তেঘরা, বিরল, দিনাজপুর

৭ম বার্ষিক — ঢাকা
২ ও ৩ মার্চ, ২০২৩
সময়: ১ম দিন বাদ আছর হতে শুরু
স্থান: আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
হাটাব, বীর-হাটাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

সভাপতিত্ব করবেন

শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ, রাজশাহী, বরিশাল ও দিনাজপুর
চেয়ারম্যান, নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন

বক্তব্য পেশ করবেন:
দেশবরেণ্য ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন উলামায়ে কেরাম

সার্বিক ব্যবস্থাপনায় — আদ-দাওয়াহ
মিডিয়া পার্টনার — মাসিক আল-ইতিছাম — Al-Itisam TV

আয়োজনে: আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
রাজশাহী, দিনাজপুর, নারায়ণগঞ্জ। মোবা: ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭, ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫

সার্বিক সহযোগিতায়
নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন
হাটাব, বীর-হাটাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। মোবা: ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭

بسم الله الرحمن الرحيم

'যে জ্ঞানার্জনের পথে চলে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন'।
(মুসলিম, হা/২৬৯৯; আবূ দাঊদ, হা/৩৬৪১)

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

যুগোপযোগী মানসম্মত ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

পরিচালক: শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

আবাসিক / অনাবাসিক

ভর্তির আবেদন (শুধু অনলাইনে) : ১ ডিসেম্বর থেকে ৩০ ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত

■ ভর্তি পরীক্ষা : ১ জানুয়ারি ২০২৩ ■ ক্লাস শুরু : ০৭ জানুয়ারি ২০২৩

শাখা	বালক শাখা	বালিকা শাখা
নারায়ণগঞ্জ	হিফয, নূরানী বিভাগ ও ৩য় শ্রেণি থেকে ফাযীলা (দাওরা)	১ম শ্রেণি থেকে ৯ম শ্রেণি
রাজশাহী	হিফয, নূরানী বিভাগ ও ৩য় শ্রেণি থেকে ফাযীলা (দাওরা)	হিফয বিভাগ ও ১ম শ্রেণি থেকে কুল্লিয়্যা
দিনাজপুর	হিফয, নূরানী বিভাগ ও ১ম শ্রেণি থেকে ৯ম শ্রেণি	১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি
বরিশাল (ইংলিশ ভার্সন)	প্লে থেকে ৭ম শ্রেণি	প্লে থেকে ৭ম শ্রেণি

নারায়ণগঞ্জ, রাজশাহী ও দিনাজপুর শাখার বৈশিষ্ট্য

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের ফ্রি শিক্ষা কার্যক্রমের পদক্ষেপ হিসাবে ছানাবিয়্যা ও ফাযীলা (দাওরা) স্তরে নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষার্থীর ফ্রি থাকা-খাওয়া এবং মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা থাকবে ইনশা-আল্লাহ।

- যোগ্য দক্ষ, অভিজ্ঞ, পরিশ্রমী ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পরিচালিত।
- আরবী ও ইংরেজি ভাষায় পূর্ণ দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি মুহাদ্দিছীনের মাসলাক অনুসরণ করে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ব্যাখ্যা শিক্ষা দান।
- দেশী-বিদেশি উন্নত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সিলেবাসের সমন্বয়ে প্রণীত সিলেবাসের আলোকে পাঠদান।
- স্বাস্থ্যসম্মত মনোরম পরিবেশ, উন্নতমানের আবাসিক ব্যবস্থা এবং শরীরচর্চার জন্য উন্মুক্ত খেলার মাঠ।
- আরবী ও ইংরেজিতে বক্তৃতার দক্ষতা অর্জনে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- আবাসিক ছাত্রদের জন্য সর্বদা অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী কর্তৃক তদারকির ব্যবস্থা।
- সকল শিক্ষার্থীর প্রাথমিক চিকিৎসার সুব্যবস্থা।

বরিশাল (ইংলিশ ভার্সন) শাখার বৈশিষ্ট্য

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ এর প্রথম ইংলিশ ভার্সন শাখা 'আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ (ইংলিশ ভার্সন)' বরিশাল।

- সম্পূর্ণ অবচেতন পদ্ধতি ও চমৎকার সমন্বিত পন্থায় আরবী ও ইংরেজি ভাষা শেখানো।
- আরবী ও ইংরেজি ভাষার বিশুদ্ধ উচ্চারণ, নির্ভয়ে বক্তব্য প্রদান ও সাবলীল ভঙ্গিতে কথোপকথনে দক্ষতা অর্জন।
- অভিজ্ঞ হাফেয ও ক্বারীর মাধ্যমে তিন বছরে সম্পূর্ণ কুরআন হিফয করা।
- বাংলা, গণিত ও বিজ্ঞানে সমকালীন চাহিদার মোকাবেলায় যোগ্যতা অর্জন।
- প্রবাসী ও ব্যস্ত অভিভাকদের সন্তানের দায়িত্ব গ্রহণ।
- প্রতিদিন রুচিসম্মত নাস্তা ও তিনবেলা স্বাস্থ্যকর খাবার পরিবেশন।
- জামা-কাপড় ধোয়া ও ইস্ত্রি করার জন্য লন্ড্রী সার্ভিস।
- ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার মাধ্যমে নিয়মিত ক্লাস পর্যবেক্ষণ।

যোগাযোগের ঠিকানা

নারায়ণগঞ্জ শাখা
বীরহাটাব-হাটাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
০১৯৪৭-৯০৫৫৭০, ০১৭২৬-৫৯৭৬৪৬
jamiahsalafiayahnar@gmail.com

রাজশাহী শাখা
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, শাহমখদুম, রাজশাহী।
০১৪০৭-০২১৮২২, ০৯৬৭৮৭৭১৬৬২
jamiahraj.edu@gmail.com

দিনাজপুর শাখা
তেঘরা, বিরল, দিনাজপুর
০১৮৪৩-৩৩৭০৬৮
jamiahdinaj.edu@gmail.com

বরিশাল শাখা
গোরাচাঁদ দাস রোড (ওয়ার্ড-২৬)
০১৭২৩-০০৮৪৯১
salafienglishversionschool@gmail.com

ভর্তি ফরম পূরণ করতে ভিজিট করুন : jamiah.nirf.org.bd